রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর

রচনাসমগ্র

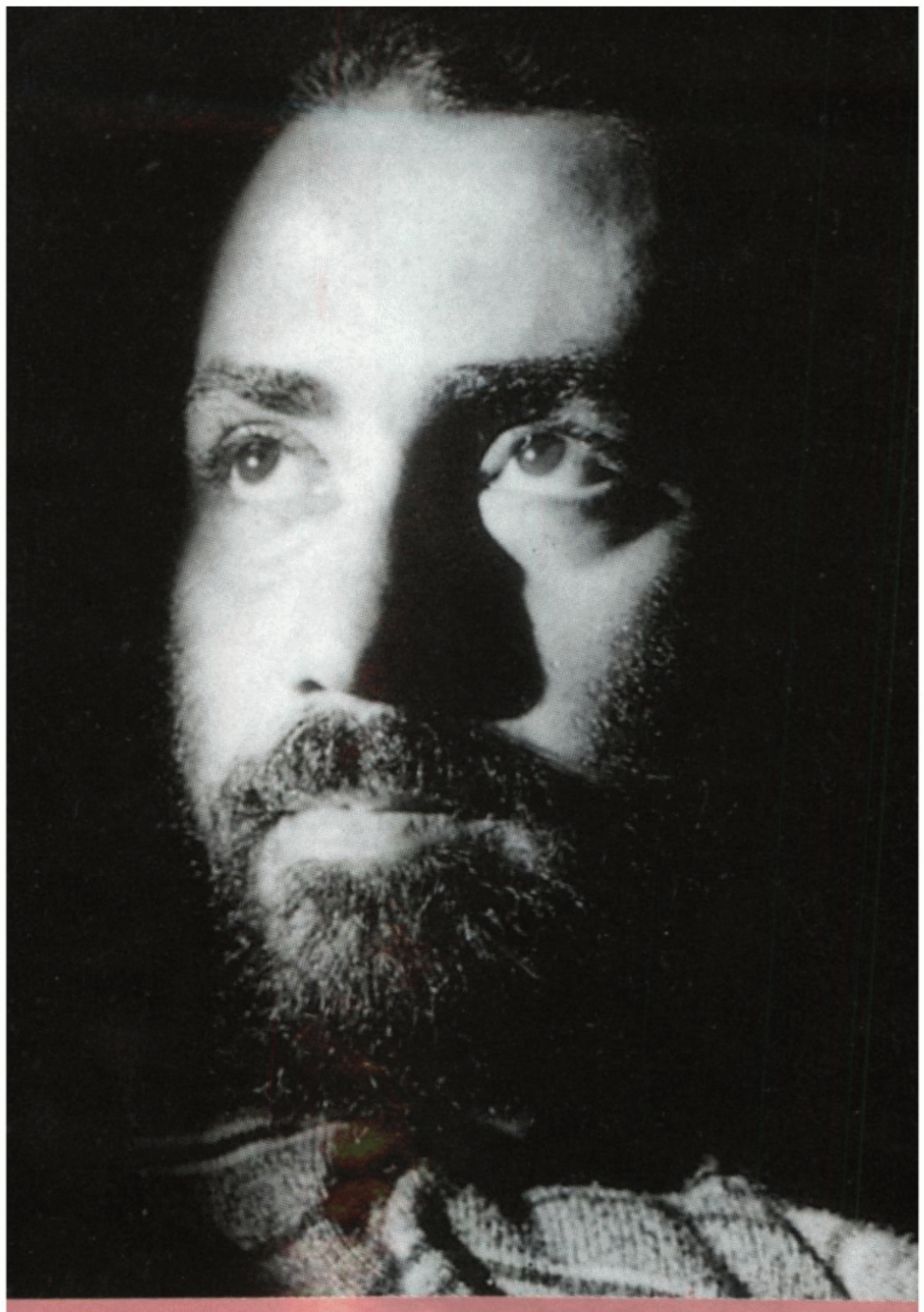

মাটি, মদ, মাংস, নারী, স্বপ্ন, সংগ্রাম ও সুন্দরের প্রতি তীব্রভাবে নিবিষ্ট এক শিল্পমগ্ন তারুণ্যের প্রতিনিধি সে। বাংলাদেশের কবিতার আপাদমাথা জুড়ে তার সরব উপস্থিতি, প্রেম ও সুন্দরের প্রতি তার আকণ্ঠ অনুরাগ, দ্রোহ ও সংগ্রামের প্রতি তার অভগ্ন বিশ্বাস এবং সর্বোপরি শিল্পের প্রতি বিশ্বস্ত নিবেদন তার কবিতাকে করে তুলেছে সত্তরের অন্যান্য কবি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছরের অদীর্ঘ জীবনে রুদ্রর ক্লান্তিহীন 'শিল্পযাত্রায় সে ছিলো অন্যতম সফল নাবিক। অকাল প্রয়াত এই তরুণ কবির গ্রন্থিত, অগ্রন্থিত ও অপ্রকাশিত রচনার পংক্তি ও স্তবকসমূহের এক দ্যুতিময় প্রতিভাস 'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনা সমগ্র'।

রচনা সমগ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর

রচনাসমগ্র

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদনায়

অসীম সাহা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশক
মজিবর রহমান খোকা
বিদ্যাপ্রকাশ
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা
প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ১৯৯২
প্রচ্ছদ
খালিদ আহসান
কম্পিউটার কম্পোজ
কালার ডটস্ লিঃ
৫৫ পুরানা পল্টন ঢাকা
দাম
একশ সত্তর টাকা
ISBN 984-422-011-4

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটা প্রস্থান নয়, বিচ্ছেদ নয়,
শুধু এক শব্দহীন সবল অস্বীকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ব-কথা

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ বাংলাদেশের কবিতায় একাধিকবার উচ্চারিত একটি নাম। তারুণ্য যদি জীবনের গতিময়তার প্রতীক হয়, আর কবিতা যদি হয় সেই প্রতীকের শিল্পিত প্রকাশ, তা হলে সেই ভূমিকায় রুদ্র'র পরিচয় রুদ্র নিজে। রুদ্র'র কবিতা যারা মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেছেন কিংবা করবেন, তারা এটা লক্ষ্য করবেন, যে-কেন্দ্র থেকে ওর অভিযাত্রা শুরু, বহুপথ ঘুরে, বহু চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে, জীবনের স্বপ্ন ও সংগ্রাম, প্রেম ও বিরহ, বন্ধন ও বিচ্ছেদ সব কিছুর মধ্যেও কেন্দ্রাতিগ-সংলগ্নতা থেকে সে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হয়নি। পথ চলতে বারবার হোচট খেয়ে, রক্তাক্ত হয়ে, অসুন্দরের প্রলোভনে সমর্পিত হয়েও, সে কখনো আত্মবিক্রিত ক্রীতদাসে পরিণত হয়নি।

রুদ্র'র কবিতার প্রধান প্রবণতা—দ্রোহ। বাংলা কবিতার এক অন্যতম ধারার প্রতিনিধি হিশেবে এর উত্তরাধিকার বহন করতে গিয়ে রুদ্র কখনো কখনো উচ্চকিত রূঢ় কণ্ঠের ধারক হওয়া সত্ত্বেও, কবিতার শৈল্পিক অঙ্গীকারকে সে অস্বীকার করেনি।

আমাদের দুর্ভাগ্য, যে-কাজ সমাজকর্মীর, যে-কাজ রাজনীতিকের, এ-দেশে সেই কাজটির সাহসী সূচনা সব সময়ই করতে হয়েছে কবিদের। স্বাধীনতোত্তর বাংলাদেশে এই দাবী অধিকতর তীব্র হওয়ায় কবিদের ওপর সে-গুরুভার অর্পিত হয়েছে, তার বোঝা কাঁধে নিতে যে-ক'জন কবি সামনের কাতারে নিজেদের এগিয়ে নিয়েছে, রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ তাদের মধ্যে অন্যতম। সে-কারণেই রুদ্র'র কবিতা অনেকক্ষেত্রেই হয়ে উঠেছে শুধুমাত্র কণ্ঠস্বর, শুধুমাত্র শ্লোগান। রুদ্র নিজেও এ-ব্যাপারে সতর্ক ও সচেতন ছিলো। তাই ধীরে ধীরে সে নিজেকে সংযত ও সংযমী করে তোলার কাজে নিয়োজিত হয়েছিলো। কিন্তু পরিণতির আগেই অকালমৃত্যু এসে কেড়ে নিয়ে যাওয়াতে সেই কর্মোদ্যোগ সফল করা তার পক্ষে সম্ভব হলো না। আমরা বঞ্চিত হলাম সম্ভাবনাময় এক তরুণ কবির পরিণত প্রয়াসের শিল্পিত ফসলের আস্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ থেকে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ'র কবিতা রচনার সূচনা স্কুল জীবন থেকে শুরু হলেও মূলত পঁচাত্তর সালের পরেই তার সরব উপস্থিতি বাংলাদেশের কবিতার অঙ্গনকে উচ্চকিত করে তোলে। কবিকণ্ঠে কবিতাপাঠে যে-কজন কবি কবিতাকে শ্রোতৃ-প্রিয় করে তোলে, রুদ্র তাদের অন্যতম। রুদ্র'র অনেক কবিতাই এই শ্রোতাদের লক্ষ্য করে লেখা। তাই ওর কবিতার অনেকগুলোই মঞ্চসফল কবিতা। কবিতা হিশেবে এ-গুলোর কোনো শৈল্পিক মূল্য নেই। কিন্তু সময়ের প্রয়োজনে এ-সব কবিতার ভূমিকা, সন্দেহ নেই, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের রাজনীতিতে, যে-কজন কবির কবিতার পংক্তি বারবার উচ্চারিত হয়, রুদ্র'র কবিতার সংখ্যা তাদের মধ্যে সম্ভবত সবচাইতে বেশি। এর আর একটি কারণ রুদ্র'র রাজনীতি-সংলগ্নতা। পঁচাত্তরের পরের প্রায় সবকটি গণআন্দোলনে, স্বৈরাচার-বিরোধী সংগ্রামে রুদ্র ছিলো মিছিলের সর্বাগ্রে, তেমনি সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডেও সে ছিলো পথিকৃতের ভূমিকায়। সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট ও কবিতা পরিষদ গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা হিশেবে তার কর্মপ্রয়াস থেকেই তা অনুধাবন করা যায়। অন্যান্য অনেক কবি থেকে রুদ্র'র পার্থক্য এখানেই। অন্য অনেকেই যখন কবিতাকে এই সকল স্থূল সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মকান্ড থেকে পৃথক করে দেখতে আগ্রহী, রুদ্র তখন কবিতার সঙ্গে জীবনের এই সকল অনিবার্য ঘটনাপ্রবাহকে গ্রন্থিত করার চেষ্টা করেছে। সে কখনো তাতে সফল হয়েছে, কখনো হয়নি। রুদ্র'র আত্মবিশ্বাস ছিলো প্রবল। সে কারণে সে কখনো পরাজিত হতে চায়নি। জীবন মানে সংগ্রাম, জীবন মানে দু'পা পিছিয়ে আবার চা'র পা এগিয়ে যাওয়া এই বিশ্বাসের জোরেই সে এগিয়ে যেতে পেরেছে বহুদূর-যদিও অনেকটা পথ অতিক্রম করা তার দুঃসাধ্য ছিলো। আর অকালমৃত্যু বাকি পথটা অতিক্রম করার সুযোগ থেকে তাকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত করলো।

রুদ্র'র সবচাইতে বড়ো বৈশিষ্ট্য সম্ভবত এই যে, সে এ-দেশের আত্মাকে ভালোবেসেছিলো। একে শুধু দেশপ্রেম বলা যায় না, একে বলা যেতে পারে মাতৃপ্রেম। সে-জন্যেই মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় সদস্য না হওয়া সত্ত্বেও সে ছিলো মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্বস্ত কবিদের অন্যতম। 'আজও আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই' কিংবা 'জাতির পতাকা আজ খামছে ধরেছে সেই পুরনো শুকন'— এই দুই বিখ্যাত পংক্তির মধ্যে মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তির প্রতি তার যে-ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, তাতে রুদ্র বাংলাদেশের এক ব্যাপক জনগোষ্ঠির প্রিয়পাত্র হয়ে উঠতে পেরেছে। বস্তুত মুক্তিযুদ্ধ, গণআন্দোলন, ধর্মনিরপেক্ষতা, অসাম্প্রদায়িকতা, স্বৈরতন্ত্র ও ধর্মের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধ্বজাধারীদের বিরুদ্ধে রুদ্র'র কণ্ঠ ছিলো উচ্চকিত। এই উচ্চকিত কণ্ঠের কবিতাসমূহের অধিকাংশই সফল কবিতা হয়ে উঠতে পারেনি। কিন্তু এ-গুলো সময়ের দাবী মিটিয়েছে, সমাজের দাবী মিটিয়েছে। এ-সব ক্ষেত্রে কবির আত্মনিমগ্নতা ছিলো না। রুদ্র তাচায়ওনি। আস্তে আস্তে রুদ্র নিজেকে আত্মমগ্নতায় সমর্পণ করতে শুরু করে। বিশেষত সাংসারিক জীবনের অবসানের মধ্য দিয়ে তার চেতনায় যে-নতুন আবর্তের সৃষ্টি হয়, তা তাকে কবিতার নতুন দিগন্তে পরিভ্রমণের সুযোগ করে দেয়। শুধু বিষয়বস্তুতে নয়, কবিতার আঙ্গিকে, প্রকরণে, ছন্দনির্মাণে, শব্দপ্রয়োগে সে নতুন অভিযাত্রায় শরিক হয়। এই অভিযাত্রায় সে কি সম্পূর্ণরূপে তার যাত্রাবিন্দু থেকে সরে আসে? তা নয়। বরং সে এই নতুন নিবেদনের পাশাপাশি তার প্রিয় বিষয়সমূহকেও তার কবিতায় স্থান করে দেয়। এ-ক্ষেত্রে রুদ্র হয়ে ওঠে পরিশীলিত, শুদ্ধতাসন্ধানী, শিল্পের অঙ্গীকারে নিবেদিত। সে-কারণেই পূর্ববর্তী কাব্যসমূহের জনপ্রিয় পংক্তি পাওয়া না গেলেও এ-সকল কবিতায় একজন শুদ্ধতা-তৎপর কবির প্রয়াস দুর্লক্ষ্য হয় না। রুদ্র'র কবিতাকে বিবেচনা করতে হবে এই প্রয়াসের আলোকে।

বাংলা কবিতার বিচারে, এমনকি বাংলাদেশের কবিতার বিচারে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ'র অবস্থান কোথায়, তা বিচার করবে সময়। কিন্তু একজন তারুণ্যদীপ্ত কবির সার্বক্ষণিক কাব্যপিপাসার অকৃত্রিমতাকে মোহমুক্তভাবে বিচার করলেও আমরা যে-কবিকে পাবো, তার একটি সঠিক মূল্যায়ন হওয়া দরকার, এটা জোরের সঙ্গেই বলা যায়।

'রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহর রচনা সমগ্র' প্রকাশ সেই মূল্যায়নের কোনো প্রয়াস নয়। বরং ভবিষ্যতে যারা সেই কাজটি করবে, তাদেরকে সহযোগিতা করার একটি উদ্যোগ।

রুদ্র বেঁচে থাকতে তার ৭টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিলো। এ-ছাড়াও আরো অজস্র লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রুদ্র বেঁচে থাকতেই চেয়েছিলো তার 'রচনা সমগ্র' প্রকাশ করতে। সে-জন্যে সে তার প্রকাশিত, অপ্রকাশিত, গ্রন্থিত ও অগ্রন্থিত কবিতার পাণ্ডুলিপি তৈরি করছিলো সযত্নে। সকল কবিতাই হয়তো তার পক্ষে পাণ্ডুলিপিভুক্ত করা সম্ভব হয়নি, আমাদের পক্ষেও তার সকল রচনা গ্রন্থিত করা সম্ভব হলো, এমন দাবীও করা সম্ভব নয়। তবুও আমাদের পক্ষে যতোটা সম্ভব হয়েছে, চেষ্টা করেছি, 'রচনা সমগ্র'-র মধ্যে সে-গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রুদ্র'র রচনার সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। স্বল্পায়ু জীবনে সে ছিলো তরুণদের মধ্যে সবচাইতে সক্রিয়। কবিতা রচনা ছাড়াও সে কয়েকটি গল্প রচনা করেছিলো, এ-সংকলনে সে-গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে সে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ ও তার পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে 'বিষবিরিক্ষের বীজ' নামে একটি কাব্যনাট্য রচনা করে, সেটি ছাড়াও তার অপ্রকাশিত অধিকাংশ কবিতাই গ্রন্থধৃত হয়েছে। এর মধ্যে রুদ্র'র লেখালেখির শুরুর প্রথম দিকের কিছু রচনা এখানে সংযোজিত হয়েছে। এ-সব রচনা অনেকটাই কাঁচা, অল্পবয়সের উন্মাদনায় রচিত। তবু কবিকে বোঝার জন্যে, কবিজীবনকে উপলব্ধির জন্যে এ-সব কবিতা পাঠকের কাছে নিবেদন করবার প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা যায় না। এ-গুলোও গ্রন্থভুক্ত হয়েছে।

রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ কবিতার ভাষা নিয়ে, শব্দের বানান নিয়ে পূর্বাপরই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। তার এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে বেশ তোলপাড়ও হয়েছে। বাংলা ভাষায় মূর্ধন্য 'ণ' ধ্বনির উচ্চারণ নেই, এ-যুক্তিতে রুদ্র তার কবিতায় 'ণ' ধ্বনি কখনো ব্যবহার করেনি। এ-রকম আরো কিছু কিছু ক্ষেত্রে সে তার নিজস্ব বানান-পদ্ধতি প্রয়োগ করেছিলো। তার এই পদ্ধতিটি যুক্তিসঙ্গত কিনা সে-নিয়ে নানা প্রশ্ন থাকলেও আমরা রচনা সমগ্রের প্রায় পুরোটাতে তার অনুসৃত বানানই রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। সে তার মূল পান্ডুলিপিতে যে-ভাবে বানান লিখেছে, আমরা ঠিক সে-ভাবেই বানান রক্ষার চেষ্টা করেছি। শুধুমাত্র তার প্রথম দিকের রচনা, যে-গুলো ১৯৭৩, ১৯৭৪ সালের দিকে রচিত, সেখানে আমরা তার পরিণত বয়সের বানান-পদ্ধতি অনুযায়ী বানান সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেছি। কারণ এই সময়ের কবিতাতে বানানে সে কোনো পদ্ধতি রক্ষা করতে পারেনি, অজস্র ভুলে কন্টকিত রয়েছে লেখাগুলো। সেটা খুব অস্বাভাবিকও নয়। সে-ক্ষেত্রে আমরা যতোটা যন্তব ওর পরবর্তী বানান অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। 'রচনাসমগ্র'-র পান্ডুলিপি তৈরি করার সময় তার গ্রন্থধৃত কবিতা থেকেও রুদ্র কখনো কখনো কিছু কিছু কবিতা বাদ দিয়েছে, সে-গুলোকে আমরা গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত না করে 'সংযোজন' অংশে উদ্ধৃত করেছি।

আমাদের ইচ্ছে ছিলো রুদ্র'র 'রচনা সমগ্র'কে সম্পূর্ণ করে তোলার। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এই কাজটি সম্পন্ন করতে হয়েছে বলে, বাস্তবে তা সম্ভব হলো না। সুযোগ হলে পরবর্তী সংস্করণে একে সম্পূর্ণ করার চেষ্টা করবো। আগেই বলেছি রুদ্র'র রচনার সংখ্যা অনেক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা তার সম্পূর্ণ রচনাকে একটি খন্ডে ধারণ করতে চেয়েছিলাম। কলেবরের কারণে একে দুই খন্ডে সম্পন্ন করতে হলো।

আমরা জানি, রুদ্র'র পাঠক-প্রিয়তা হিংসা করার মতো। সমস্ত অপূর্ণতা সত্ত্বেও তার এই 'রচনা সমগ্র' সেই পাঠক-প্রিয়তা লাভে সক্ষম হবে বলে আমাদের ধারণা।

এই গ্রন্থ প্রকাশে অনেকের সহযোগিতাই পেয়েছি। রুদ্র'র পরিবার, তার বন্ধুবান্ধব আমাকে মানসিকভাবে উৎসাহ জুগিয়েছেন, অনুপ্রাণিত করেছেন। সে-কারণেই আমি এ-ধরনের একটি কাজে হাত দিতে সাহসী হয়েছি। এ-কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব প্রদান করা উচিত ছিলো একজন যথার্থ সম্পাদকের ওপর। সময়ের অভাবে আমার ওপরে সে-দায়িত্ব এসে পড়েছে। আমি সম্পাদনা কতোটুকু করতে পেরেছি জানি না, তবে রুদ্র'র সমগ্র রচনাকে দুই মলাটের আঁখখানে ধারণ করার চেষ্টায় কোনো ত্রুটি রাখিনি।

এ-কাজে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে অনেকেই। এ-সংকলন প্রকাশনার ক্ষেত্রে তসলিমা নাসরিন, প্রুফ সংশোধনের ক্ষেত্রে রেজাউল আহসান রাজু, সীমা রায় ও রহিমা আক্তার কল্পনা আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আর যারা পরামর্শ দিয়ে, সাহস জুগিয়ে আমাকে এ-কাজে ব্রতী করেছেন, তাদের সকলের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা। পরিশেষে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই, 'বিদ্যাপ্রকাশ'-এর স্বত্বাধিকারী মজিবর রহমান খোকাকে, যিনি এতো বৃহৎ কলেবরের একটি গ্রন্থ প্রকাশের ঝুঁকি নিয়ে রুদ্র'র প্রতি তার ভালোবাসার স্বাক্ষর রেখেছেন এবং রুদ্র'র অজস্র অনুরাগীকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। রুদ্র'র 'রচনা সমগ্র' পাঠকের সমাদর পাবে, এ-বিশ্বাস আমাদের আছে। আর সেটা হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো।

অসীম সাহা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৌলিক মুখোশ

এক্স্‌রে রিপোর্ট	১৭	৪৭	স্বপ্নগুলো
ময়না তদন্ত	১৮	৪৯	গ'লে যাচ্ছে মুহূর্ত সময়
ক্রান্তিকাল	১৯		এক গ্লাস অন্ধকার
রূপকথা	২০	৫০	কথা ছিলো সবিনয়
মধ্যরাত	২১	৫১	পথ ছাড়ো
অবদমনের ডালপালা	২৩	৫২	সাধারনের নিয়ম নীতি
যোগ্যতা	২৩		বিচারের কথা কেউ বলছে
চোখ খুলে ফ্যালো	২৪	৫৩	না কেন
সামঞ্জস্য	২৬	৫৪	মিছিলে নোতুন মুখ
ক্রাচ	২৭	৫৫	পাখিদের কথা ভেবে ডানা মেলে দিই
আঁধারপুরের বাস	২৭	৫৮	চুটকি
সবুজ গোলাপ হৃদপিণ্ড	২৮	৫৯	আমরা অনার্য
খতিয়ান	২৯		খেলার ভেলা ভাসে সময়ের
ফিরে দাঁড়াও, দেয়াল	৩০	৬১	তুমুল তুফানে
যুগল দোলনা	৩১		ধর্মান্ধের ধর্ম নেই, আছে লোভ,
বেয়াড়া শোকের চুল	৩২	৬৩	ঘৃন্য চতুরতা
স্বপ্নের বাস্তুভিটে	৩৩	৬৪	একই সাপের দুই মুখ
পান করো রাত্রি	৩৪	৬৫	পারলৌকিক মুলো
পরকিয়া	৩৫	৬৬	বাগেরহাট
স্বকালের অন্ধকারে	৩৬	৬৬	নির্বিরোধ কৃষ্ণচূড়াপুর
শীতার্ত সময়	৩৬	৬৭	স্বপ্নগ্রস্ত/ফিরছি স্বদেশে শ্রান্ত সিন্দাবাদ
যে যার সন্ধার কাছে	৩৮		বৃষ্টির ভ্রূন দেখে/ছুঁয়ে আছি নশ্বর
অবচেতনের পথঘাট	৩৮	৬৮	মাংশের দেহ
আগুন ও বারুদের ভাষা	৪০	৬৯	এক গ্লাস অন্ধকার
চিলেকোঠা	৪১	৭০	খেলাধুলার সরল অংক
পলায়ন	৪৩	৭০	তছনছ বিশ্বামিত্র
চিত্রনাট্য ১	৪৩	৭১	প্রজাপতির স্বভাব
চিত্রনাট্য ২	৪৫	৭২	নদীর ওপারে থাকে রোদ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুড়িয়ে পেয়েছি একটি আধুলি ৭৩
মৃত মাছেদের শরীরের খোঁজে ৭৪
বিষ বিরিক্ষের বীজ
বিষ বিরিক্ষের বীজ ৭৫
খুটিনাটি খুনশুটি ও অন্যান্য কবিতা
খুটিনাটি খুনশুটি ও অন্যান্য কবিতা ১১১
মাঝের দেয়াল ১২১
শস্যের বিশ্বাস ১২২
আবরিত আশ্রয় ১২২
পাললিক উদ্ধার ১২৩
চিল-ডাকা নদীর কিনার ১২৪
আশ্রয় ১২৫
জেব্রাক্রোধ ১২৬
আবরনে অর্ধেক ১২৬
রক্তের বীজ ১২৭
ঝরাপাতা তুষের আগুন ১২৮
পিতার নীল নকশা ১২৯
মাংশের মুখোশ ১২৯
টের পাই ১৩০
মা-র কাছে ফেরা ১৩১
বিকল্প বসতি ১৩২
মেঘময় মুখরতা ১৩২
মাংশের এ্যাশট্রে ১৩৩
উন্মোচনের ঘ্রান ১৩৪
জলের উপত্যকায় ১৩৫
রাজকীয় লাংগল ১৩৫
অন্তরাল প্রার্থনা ১৩৬
পলাতকা শুভ্র আংগুল ১৩৭
জোস্নার সবুজ আগুন ১৩৮
সামুদ্রিক অহংকার ১৩৯
স্বরচিত চন্দ্রশহর ১৪০
আমি কৃষ্ণচূড়াকে প্রেম ভেবে ১৪১
নিজেকে নিয়ে আছি, ১৪১
নিজে নিজে আছি ১৪৩
নিসর্গ স্মৃতিতে ভাসে ১৪৩
রাতের নটির চুলে মানুষগুলো ১৪৩
তোমার জন্য লিখি, তোমাকে লিখি না ১৪৫
হৃদয়ের মতো টেলিপ্রিন্টার ১৪৫
সম্পূর্ন ভালোবাসার অযোগ্য ১৪৬
তুমিও প্রেমের মতোই দুর্বোধ্য ১৪৭
স্কেচ এবং ক্যানভাসবিষয়ক ১৪৮
অলক্ষ্যে যে চোখ আমার ১৪৮
অজ্ঞাতনামা এ কোন স্থানে ১৪৯
ক্ষুধার্ত পাপ নীল আগুনে পোড়ে ১৪৯
তোমার প্রেম কংক্রীটের রাস্তা হোলে ১৫০
ইতস্ততঃ প্রস্থানের পথে ১৫১
স্নেহের করাতে রক্তাক্ত 'ক্রোকোস' ১৫২
ব্যক্তিগত গ্রামফোনে পৈতৃক রেকর্ড ১৫৩
টর্নেডো, স্নেহের ড্রয়িংরুমে ১৫৪
আজীবন আমার ব্যাথাবিধ্বস্ত হৃদয় ১৫৪
বিবর্ন ইথিওপিয়ার কালো ছায়া
স্বদেশের মুখে ১৫৬
ক্রুশবিদ্ধ যীশু আমার বুকে ১৫৭
কবিতায় জীবন হাঁটে ১৫৮
আমি ধর্ষিতা মায়ের জারজ ১৫৯
ক্রমবর্ধমান সমস্যার জ্বর এবং
কলকাতা ১৬০
উনিশ বছর অপেক্ষমান বুকের
আঙিনা ১৬১
নির্দিষ্ট গন্তব্যে ধুয়াশা ১৬২
পা হীন পদব্রজী পথিক ১৬৩
একদিন রক্তাক্ত ঝড়ের শেষে ১৬৪
অবস্যম্ভাবি পরিনতির পূর্বাভাষ ১৬৪
ভাগ্য নামক জ্যামিতিক ভগ্নাংশ ১৬৫

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাধবীর অবিশ্বাস্য স্মৃতি ১৬৬
অনুভূতিহীন বিকেলে তোমার ১৬৭
প্রত্যাশা
অবকাশে নিহত চিঠির শব ১৬৮
কোনদিন বর্ষারাতের সেন্টি ১৬৯
আমরাই সর্বদা বাসের যাত্রী ১৭০
ইদানীং ভালোবাসি ১৭১
উড্ডীন সবুজ চিল ১৭২
কিছুক্ষন ভুলে থাকি ১৭৩
গন্ধ পাই ১৭৪
ক্বাক ১৭৬
পূর্ন দিনান্ত ১৭৬
নিয়মে ভিন্নতা নেই ১৭৮
ঈশ্বরের সংগে গুরুত্বপূর্ন সাক্ষাতকার ১৭৮
বার্থডে কেকের ভেতর মৃত্যুর
পদধ্বনি ১৭৯
ডাস্টবিনের কাক ১৮০
কতোটা গভীরে তুমি রেখেছো
করতল ১৮১
অতল অধঃপতনে ১৮১
অন্তরঙ্গ নির্বাসন ১৮২
অচেনার নিবিড় নিকটে ১৮৩
জীবনের ফ্লাটে এক একজন ভাড়াটে ১৮৪
আমি প্যাকেটের নতুন একটি সিগারেট ১৮৬
স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক কৃষ্ণচূড়া ১৮৭
প্রতিদিন কিছু কিছু ইচ্ছা ১৮৮
বর্ষার দুপুর ভিজছে ১৮৯
এক পেগ নেশাগ্রস্ত মদ ১৯০
শত অব্দের মৃত কাক ১৯১
বিশ্বস্ততার উঠোনে সুস্থতায় ১৯১
অনিদ্রাতাড়িত সময়ের বিছানায় ১৯২
অপরিচিত আত্মীয়ের মুখ ১৯৩
মুখোমুখি আমি আর নিঃসঙ্গতা ১৯৪
বড়ো অবেলায় এলে, বড়ো অবেলায় ১৯৫
ক্ষুধাগুলো আগ্নেয়াস্ত্রের নল ১৯৫
ভালোবাসা নীলচোখ রূপোলি সিকি ১৯৬
সমুদ্র জল নেই ১৯৭
ফ্রাসট্রেশান— সংক্রান্ত কুশল ১৯৮
বিরুদ্ধে বিরোধী শ্লোগান ১৯৮
চোখে নির্বাসিত স্বপ্ন তোমার ১৯৯
রবীন্দ্রনাথ তোমার কবিতা উদিয়ড্র
করো ২০০
যেমন বাথরুমে খুলে রাখো ব্রেসিয়ার ২০১
কলিং বেলের মতো প্রেম টিপে ২০২
কবিতার নির্বাসন চাই ২০৩
সাধ জাগে ২০৪
সুরের কবি ২০৫
কাল-মৃত্যু ২০৫
অভুক্ত ২০৬
আত্মতৃপ্তি ২০৭
এই বাসর এ লগন ২০৮
কবি যাদু ২০৯
কালের উপহার ২১০
নির্লিপ্তা ২১১
আলোছায়া ২১৩
মন-মানসী ২১৪
মালা বদল ২১৬
মায়োডোর ২১৭
হিসাব লিপি ২১৮
প্রেয়সী ২১৯
শান্তিপূর্ন সহ অবস্থান ২২৫
কালো ধোঁয়া ২২৫
আমার গোপন ধর্ষনে ২২৬
আমিই ব্যতিক্রম একমাত্র ২২৭

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার মাতৃত্ব ২২৮
রক্ততৃষ্ণা ২৩১
বৃথারক্ত ২৩২
নিসর্গে নিসর্গ ছবি ২৩৩
নিতান্তই একা ২৩৪
স্বপ্নেরা মরে না ২৩৫
আসন্ন শীত ২৩৬
রাত জাগা ডাহুকী ২৩৭
ঈশ্বর তুমি পাপী ২৩৭
অক্ষম প্রেমিক ২৩৮
শ্মশানের প্রেতাত্মা ২৩৯
রঙ্গিন এ্যালবামে ২৪০
মধ্যরাতের কাক ২৪১
আমি একজন ঈশ্বর ২৪২
রনাঙ্গন ২৪৩
বহ্নি ২৪৩
নিষ্কৃতি ২৪৫
মহাকাব্য ২৪৬
প্রত্যাশিত বিস্ফোরন ২৪৮
রাজপথে ২৪৯
আদিম ২৫১
একই সিঁড়ি ২৫২
আমি স্রষ্টা ২৫৪

গল্প

সোনালি শিশির ২৫৬
ইতর ২৬৪
নিঃসঙ্গতা ২৭৬
উপন্যাসের খসড়া ২৮১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক্স্‌রে রিপোর্ট

রোদ্দুরে শুকিয়ে যাবে।
আর যদি বৃষ্টি নামে
অঘ্রানের পড়ন্ত বেলায়,
ধুয়ে যাবে রক্তের সমস্ত দাগ,
বুলেটে ছিটকে পড়া হলুদ মগজ।

মেথর পট্টির মেয়েগুলো কুয়াশার প্রথম সকালে
দৈনন্দিন ঝাড়ু দিয়ে তুলে নেবে ইটের টুকরোগুলো।
বোমার ধাতব কুচি, আইল্যাণ্ডের উল্টানো গ্রীল।
পোড়া গাড়ির ভগ্নাংশ
পৌরসভার পোয়াতি ট্রাকে চেপে পৌঁছে যাবে
শহরের প্রান্ত সীমানায়।

প্রেসক্লাবে জুয়োর টেবিলে আবার জমবে ভিড়,
দৈনিক কাগজে ছাপা হবে নৈমিত্তিক শীতল খবর।
বিষন্ন হাসপাতাল থেকে স্বজনের কাঁধে হাত রেখে
বাড়ি ফিরে যাবে অঙ্গহীন কলেজ তরুন।
নিহত শ্রমিকটির বউ
শরীর বেচবে শেষে শরীরের টানে,
হাত ভাঙা টোকাইয়ের হাতে উঠবে ভিক্ষার থালা,
আর আহত হবার অপূর্ন বাসনা বুকে নিয়ে
ছাউনিতে ঝিমুবে পুলিশ।

চুল ছেঁটে, নোখ কেটে কবিরা বাড়িয়ে দেবে
পরাজিত জিরাফের গলা,
শিল্পীরা আঁকতে বোসে যাবে দুটি সন্তান যথেষ্ট,
গলাবাজ গায়কেরা গেয়ে উঠবে নোতুন বাংলাদেশ . . . .
পাঁচতারায় উথলে উপচে পড়বে
কৌটোবন্দি ভল্লুকের ফেনা।

আবার সচল হবে শোষনের সনাতন চাকা,
সন্তান হারানো জননীর হৃদপিণ্ডে
গুমরে মরবে ঈশানের মেঘ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শকুন, কুকুর আর শেয়ালের বিমূর্ত উল্লাসে
মুছে যাবে কার্তিকের ঝলসানো দুরন্ত প্রহরগুলো।

যদি না জন্মায় আজ
স্বপ্নবান একটি কুসুম বিশ্বাসের বিপন্ন উঠোনে,
যদি না সঞ্চার হয় অগ্নিগর্ভা এই সময়ের জরায়ুতে
দিন বদলের ভ্রূন।

০৯.০৮. ১৩৯৪ মোংলা বন্দর

ময়না তদন্ত

আত্মপ্রকাশের সামনে দাঁড়িয়েছিলে তুমি।
তুমি—মানে সামাজিক নারী,
মানে সংসার, সন্তান, বাড়িভাড়া, মরিচ, পেঁয়াজ,
মানে দশটা-পাঁচটা, বিকেলে ক্রিসেন্ট লেক
নয়তো বেইলি রোডে নাগরিক নটনটি,
শুধু অভিনয়,
শুধু কথার মুখোশ, চমৎকার, বড়ই মসৃন।

তুমি—মানে সুস্থতার নামে এক জটিল জীবন,
শাড়ি, টিভি, ভিসিআর,
দুচারটে গোপন চুম্বনে গাঁথা পুরোনো প্রেমের স্মৃতি,
মানে সুঘ্রান, মোহময় সেক্সএ্যাপিল,
মানে সুস্থতা, মূলত যা শোষন,
মানে বেঁচেবর্তে আছি,
এই তো, ভালোই. . . . . .

তুমি—মানে প্রতারনা, শোকেসে সাজিয়ে রাখা কার্লমার্কস, লেনিন,
মানে সভামঞ্চে শ্রমিক শ্রেনীর পক্ষে তেজী শব্দাবলী,
মানে চার ইঞ্চি ফোমে গা ডুবিয়ে
নগ্ন স্তনে হাত, চোখে স্বপ্ন—
ব্যালকনিসহ বাড়ি,
ব্যক্তিগত দ্রুতযানে স্মৃতিসৌধ দেখে আসা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মপ্রকাশের পথ আগলে দাঁড়িয়ে ছিলে তুমি.
তুমি—মানে কারাগার, বন্ধনের সোনালি শিকল,
মানে মধ্যরাতে টলোমলো পৃথিবীর ঘরে ফেরা নয়
সুগন্ধি মাতাল মাংশে ডুবে যাওয়া উষ্ণ বিছানা।

তুমি—মানে ঝলোমলো, হিরক-ব্যর্থতা,
মানে ছিন্নমূল দুপুরের ফুটপাতে ডালরুটি নয়
আলস্যের মেদ মেখে বেড়ে ওঠা শোভন জীবন,
ঘুষ, কালোটাকা,
মানে ককটেল পার্টি,
মানে বন্ধুর পত্নির কাঁধে হাত, আবডালে ছোঁয়াছুঁয়ি,,
মানে কন্যার স্বামীর সাথে মা উধাও
রু-রু—
তবু, রমনীরা সতিসাধ্বি, পত্নিপরায়ন স্বামী।

সুস্থতার ভূমিকায় ভাঁড়েরা মানিয়ে যায় অবিকল
কেবল বাড়তে থাকে রক্তচাপ, মূত্রে চিনি আর
নিদ্রাহীন রাত্রির প্রহর—
কোথাও সুস্থতা নেই।
এ সময়ে শোষণের সুশোভন নামই সুস্থতা—
তুমি সেই সুস্থতার নিবোধ প্রতিক।
আত্মপ্রকাশের সামনে তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে।

২৭.০৬. ১৩৯৪ হোটেল সরণী নওগাঁ

ক্রান্তিকাল

বাইরে লুট হচ্ছে রোদ্দুর—
অথচ কেউই বলছে না ঃ তোমরা বেরিয়ে এসো,
দ্যাখো, তোমাদের শীতের কাপড়গুলো
আর ভিজে ক্ষত শুকোবার একমাত্র ওষুধটুকুও
হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরোজা আটকে ঘরে থাকবার সময় এখন নয়,
এখন সময় নয় সঙ্গমের।

বাইরে লুট হচ্ছে রোদ্দুর—
আর গৃহবন্দি মানুষেরা
যার যার স্বপ্নের আঠায় একা একা জড়িয়ে গিয়েছে।

কেউ বলছে না ঃ নড়ে চড়ে দাঁড়াও এবার,
দ্যাখো, শিকড়েরা জন্মে গেছে পায়ের আঙুলে,
বেদনার বিবর্ন বাঁকল ঢেকে আছে মানবিক দেহ,
অবদমনের ডালপালা গজিয়েছে নিরীহ মাথায়।

বাইরে লুট হচ্ছে রোদ্দুর—
এখন সময় নয় ভালোবাসা বৃক্ষের স্বভাব,
পাখি কিংবা হরিনের নমনীয় জীবনযাপন ছুঁয়ে থাকা
এখন সময় নয়।

উপদ্রুত জনপদে লুট হচ্ছে রোদ;
ফসলের প্রথম প্রেরনা,
নিয়ন্ত্রিত মানুষের মানবিক মুখরতা, স্বপ্নাবলী।
লোকালয়ে লুট হচ্ছে সমস্তর নিসর্গ–নিয়ম।

কেউ কিছু বলছে না...
কষ্টবন্দি মানুষেরা যার যার অমূলক স্বপ্নের আঠায়
একা একা জড়িয়ে রয়েছে.....

১৮.০৭. ১৩৯৪ মোংলা বন্দর

রূপকথা

সামরিক ক্যু হবার পর
সকল কু বাজেয়াপ্ত করা হলো।
কোকিলেরা পাল্টে নিলো পরিচিত ডাক,
পাখিদের পাঠ্যসূচি থেকে কুহু স্বর পরিত্যক্ত হলো।
জলেদের কুল কুল চলাফেরা থেমে হলো ল ল ধ্বনি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুস্তিগীর কুহীন স্তি নিয়ে জমালো আসর।
ঈদের নামাজ শেষে মুসল্লিরা কোলালি করলো বটে
কোলাকুলি বন্ধ হলো।

কুলীন সকল লীন হলো, কুকাজ দাঁড়ালো শেষে কাজে,
কুমির হিংস্রতা ভুলে মীর হয়ে মাথায় পরলো টুপি।
কুমারীরা অতিদ্রুত মারীমন্তরে গেলো ভেসে,
কুমন্ত্রনা অতপর মন্ত্রনার মর্যাদা জোটালো—

ঘোলাটে কুয়াশা আশা হয়ে নিয়ে এলো
নিরাশার শব্দহীন ঝড়,
আর কুকুরেরা হয়ে উঠলো র অর্থাৎ খাঁটি;
নিশর্ত প্রভুভক্তিতে অবশ্যই চিরকাল খাঁটি তারা।
কুলোক সকল লোকে রূপান্তরিত হলেন,
বিভিন্ন প্রথম সারিতে তাদের মুখ জ্বলজ্বল করতে থাকলো।

নটেগাছটি মুড়োলো–
অতপর কুবিহীন সুসময় বেতারে টিভিতে
প্রকাশিত হতে থাকলো প্রত্যেক দিন।

২৮.১০. ১৩৯৫ মিঠেখালি মোংলা

AMARBOI.COM

মধ্যরাত

মেয়ে দুটি মাঝরাতে ফেরে।
পা জড়িয়ে আসে ক্লান্তি, অবসাদ রক্তের ভেতরে,
গা থেকে উপচে পড়ে অচেনা অনেক ঘ্রান—
মা, দরোজা খোলো মাগো . . . . . .

দূরের জাহাজে সিটি বাজে,
আকাশে প্রাচীন চাঁদ পৃথিবীর
এখনো সুন্দর,
এখনো জোয়ার এসে
শস্যক্ষেতে রেখে যায় পাললিক প্রেম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুধু, রাত হলে নোনা ঘ্রান, ক্ষমাহীন পাকস্থলি,
প্রতিদিন অচেনা দুয়োর–

মাগো, দরোজা খোলো, মা .....
বাইরে ক্ষুধার খরা, স্তব্ধ অন্ধকার।
ডাস্টবিন আলোকিত কোরে আছে
সভ্যতার মহান ভূমিকা।
সহস্র শিশুর পাঁজরের পুষ্টিহীন হাড়
বাজায় উজ্জ্বল সুর পারমানবিক বাঁশি।
মানুষের অকালমৃত্যুর বিনিময়ে নভোযানগুলো
ছুটে যায় সুদূরের গ্রহে–
মা, দরোজা খোলো মাগো .....
মেয়ে দুটি মাঝরাতে ফেরে ছেলেটি ফেরে না—
রঙিন রাত্রির স্বাদ উছলে উতলে পড়ে
নগরের সুরম্য নিবাসে,
ঝকঝকে মুখগুলো কি সহজে হয়ে ওঠে শ্বাপদসংকুল!

রক্তমাখা ক্ষমতার হাতে পুঁজ, পাকো-ধরা ক্ষত
ছুঁয়ে আছে জীবনের সবকটি ফুল—

মাগো, দরোজা খোলো মা.....

লাঙলের ফলার আঘাতে
মাটি থেকে উঠে আসে চকচকে ক্ষুধা,
বস্ত্রকলে ক্ষয়কাশ, জঙধরা শ্রমিকের হাতে
পাকা আপেলের মত অনিশ্চিত দিনমান।

সামান্য খাদ্যের 'পরে ঝাঁপিয়ে পড়ে অসংখ্য রুগ্ন থাবা,
অথচ রোদের রঙ অবিকল ; সূর্য ওঠে,
বাতাসেরা বয়ে আনে নিসর্গের অমলিন ঘ্রান,
সভ্যতার স্তুতি কোরে প্রতিদিন ছাপা হয় অজস্র কাগজ।

২৮.০১. ১৩৯৪ মোংলা বন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবদমনের ডালপালা

তবু তুমিও বলতে পারছো না— না, নেই, কোথাও নেই,
আমার কোথাও আজ তার ছায়া নেই, সে নেই কোথাও—
বৃষ্টির জলের দাগ মুছে গেছে একদিন সকালের রোদে।

তবু তুমি বলছো না—সে তোমার কেউ নয়, প্রজাপতি,
অথবা পাখি সে, দুদণ্ড জড়িয়ে গেছে জীবনের ডালে।
তোমার শাখায় বোসে দেখেছে সে অন্য ফুল, উজ্জ্বল অধিক,
প্রজাপতি উড়ে যাবে বিচিত্র বিভিন্ন ফুলে সে তো স্বাভাবিক—

তবু তুমি বলছো না বিষকরবীর ফল
ঠোঁটে কোরে এনেছিলো সে তোমার নিভৃত উঠোনে,
ঈশানের মেঘের মতোন সাথে কোরে এনেছিলো
বজ্র, বৃষ্টি আর প্রবল বাতাস।
তোমার খড়ের ঘর,
হায় প্রেম! ছিন্নভিন্ন পড়ে আছে বিরান প্রান্তরে।

তবু, তুমি বলছো না— ভুল, ভুল বৃক্ষ, পরিচয়,
ভুল স্বপ্নে বেড়ে ওঠা জীবনের ব্যথিত ফাল্গুন।

তবু তুমি বলছো না—
জীন নয়, সামাজিক জীর্নতার আগুনে রেখেছি হাত,
বিশ্বাসের ঝুলকালি ঝেড়ে ফেলে এই তো এসেছি আমি।
এই তো আবার আমি দাঁড়িয়েছি কৃষ্ণপক্ষ পৃথিবীর তীরে।।

০৭.০৭. ১৩৯৪ মোংলা বন্দর

যোগ্যতা

সোজা হয়ে দাঁড়াবার প্রাকৃতিক প্রবনতা যার
শরীরে কোথাও আর একবিন্দু অবশিষ্ট নেই,
যে জানে অমেরুদণ্ডী প্রানীদের বুক ঘ'ষে চলা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

,পায়ের গন্ধের প্রতি যার আছে দুর্নিবার ঝোঁক,
যে শিখেছে পা চাটার ছলাকলা, বিচিত্র কৌশল,
কুকুরের মতো যার লাথি খেতে আহ্লাদ জাগে।

স্বেচ্ছায় বাড়িয়ে রেখে পশ্চাতের মাংশময় ভূমি
যে পারে প্রভুর জন্যে এনে দিতে লাথির আরাম,
'জ্বী হুজুর' ছাড়া আর সব শব্দ যে গিয়েছে ভুলে।
যার কোনো স্মৃতি নেই, ব্যক্তিগত দুঃখ–সুখ নেই,
কি স্বপ্নে কি জাগরনে হুজুরের জুতো মোবারক
জেগে থাকে মাথার ভেতরে যার মস্তিষ্কের মতো।

একান্ত তারই জন্যে হুজুরের দরোজাটা খোলা,
এ-সময়ে সেই পাবে সৌভাগ্যের সুগোপন সিঁড়ি।

০৩.০১.৯৩ রাজাবাজার ঢাকা

চোখ খুলে ফ্যালো

চোখ থেকে খুলে ফ্যালো চোখ,
দ্যাখো এখন কী চমৎকার লাগছে তোমাকে!

কিছুই দেখতে হচ্ছে না তোমার
উপড়ানো চোখ দুটি ছাড়া,
চোখের কোটর এবং তার রক্তমাখা ক্ষত
কি এমন বীভৎস বা ভয়ানক বলো!

এখন তোমাকে আর দেখতে হচ্ছে না
দৃশ্যমান কিছু—
মেঘ কিংবা পাখিদের ঝাঁক
কখনো দ্যাখোনি তুমি,
পূর্নিমার পরদিন আগুন–রঙের ঠাণ্ডা চাঁদ
অথবা স্রোতের পরে ভাসমান
রাতে নুনের জোনাকি
দেখতে হয়নি কোনদিন তুমি বা তোমাকে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি তো দেখেছো
রক্ত-ঝলকানো নারীর স্তনের 'পরে
মিষ্টি গোলাপি তিলের টিপ,
স্নায়ু তছ্নছ করা উরু,
আর কোমরের নগ্ন নদীময় বাঁক।

তুমি তো পেয়েছো কেবলই সুরার সৌরভ,
নেবুগন্ধ নারীর ত্রিভুজ
আর অবিরল শারীরিক উলঙ্গ উৎসব।
কেবল তোমার চোখে সেঁটে ছিলো
কাড়ি কাড়ি টাকার বাণ্ডিল,

ক্ষমতার মসৃন পিচ্ছিল এক সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে
তুমি তো পৌঁছেছো
নরকের নিসঙ্গতা-মাখা সোনালি চূড়ায়।

তীক্ষ্ণ তৃষ্ণাময় দীপ্ত সুচতুর তোমার দুচোখ,
এইসব আলোকিত অন্ধকার ছাড়া
কবেইবা দেখেছে আর!

অতএব চোখ থেকে খুলে ফ্যালো
তোমার দুচোখ,
অন্যথায় অন্য এক চাকু এসে
খুঁচে খুঁচে রক্তাক্ত করবে
এবং তারপর
উপড়ানো চোখ দুটি ছুঁড়ে দেবে
ক্ষুধার্ত কাক বা কুকুরের লকলকে জিভের সামনে।।

২৪.১০. ১৩৯৪ মোংলা বন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামঞ্জস্য

তুমি বরং কুকুর পোষো,
প্রভু ভক্ত খুনসুটিতে কাটবে তোমার নিবিড় সময়।
তোমার জন্যে বিড়ালই ঠিক,
বরং তুমি বিড়াল পোষো—
খাঁটি জিনিশ চিনতে তোমার ভুল হয়ে যায়,
খুঁজে এবার পেয়েছো ঠিক দিক ঠিকানা।
লক্ষী সোনা, এখন তুমি বিড়াল এবং কুকুর পোষো।

শূকরগুলো তোমার সাথে খাপ খেয়ে যায়,
কাদা ঘাটায় দক্ষতা বেশ সমান সমান।

ঘাটাঘাটির ঘনঘটায় তোমাকে খুব তৃপ্ত দেখি,
তুমি বরং ওই পুকুরেই নাইতে নামো—
পংক পাবে, জলও পাবে।
চুল ভেজারও তেমন কোনো আশংকা নেই,
ইচ্ছে মতো যেমন খুশি নাইতে পারো।

ঘোলা পানির আড়াল পেলে
কে আর পাবে তোমার দেখা!
মাছ শিকারেও নামতে পারো।
তুমি বরং ঘোলা পানির মাছ শিকারে
দ্যাখাও তোমার গভীর মেধা।

তুমি তোমার স্বভাব গাছে দাঁড়িয়ে পড়ো,
নিলিঝিলির স্বপ্ন নিয়ে আর কতো কাল?
শুধু শুধুই মগজে এক মোহন ব্যাধি—
তুমি বরং কুকুর পোষো; বিড়াল পোষো।

কুকুর খুবই প্রভুভক্ত এবং বিড়াল আদরপ্রিয়,
তোমার জন্য এমন সামঞ্জস্য তুমি কোথায় পাবে?

০১.১০. ১৩৯৫ রাজাবাজার ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রাচ

তুমি আমার জীবন্ত ক্রাচ—
তোমাকে চাই।
যেদিকে যাই, যেদিক ফিরি
স্মৃতি কিংবা ভবিষ্যতে,
আমার এখন তোমাকে চাই।

স্নায়ু এখন উড়ির চরের মঞ্চসজ্জা,
খুলির নিচে বিআরটিসির বাস পুড়ছে,
শরীর জুড়ে টলটলোমান ক্ষীপ্ত দারু,
আমার এখন তোমাকে চাই।

খুব সুদূরে হারানো সেই বাড়ির উঠোন,
ভর দুপুরে ছাতিমতলার বিশাল ছায়া,
সব হারিয়ে দুহাত এখন তোমাকে ছোঁয়,
সব হারিয়ে হৃদয় এখন তোমার বুকে
মুখ নিয়েছে—

তুমি আমার জীবন্ত ক্রাচ, তোমাকে চাই,
বন্ধ ঘরের বাইরে যাবো তোমাকে চাই।।

০৮.০৯. ১৩৯৪ রাজাবাজার ঢাকা

AMARBOI.COM

আঁধারপুরের বাস

আকাশের নীল কণ্ঠে দুলছে পাখির নেকলেস।
অফিস ফেরত সূর্যটি
দিগন্তের বাসস্ট্যাণ্ডে একাকি দাঁড়িয়ে আছে,
আঁধারপুরের বাস এখনো আসেনি—
বাতাসে উত্তর পাহাড়ের হিম গন্ধ আর
অতিথি পাখির ঝরে পড়া পালকের ওম—
আমি হৃদয়ের সমস্ত বোতাম খুলে দাঁড়িয়েছি,
যেমন দাঁড়ায় নারী পিপাসার প্রখর প্রহরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথবা সে নারী নয় মুক্তগন্ধা সবুজ ঝিনুক,
কর্কশ বালির ক্ষত বুকে নেবে বোলে খুব
আগ্রহের চাষাবাদে নিমগ্ন হয়েছে।

আমি মস্তিষ্কের সমস্ত জানালা খুলে দাঁড়িয়ে রয়েছি,
কেউ আসছে না। না রোদ, না পাখির নেকলেস।
কেবল উত্তর পাহাড়ের হিম, ঠাণ্ডা হাত
ছুঁয়ে যাচ্ছে ব্যথিত চিবুক।

বিস্মৃতির বাসস্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে রয়েছি একা,
কেউ আসছে না। না স্বপ্ন, না ঘুম, কেউ নয়।
আঁধারপুরের বাস কতোদূর থেকে তুমি আসো??

২৮.০৮. ১৩৯৫ রাজাবাজার ঢাকা

সবুজ গোলাপ হৃদ্‌পিণ্ড

আমাকে টুকরো কোরে, টুকরো টুকরো কোরে
যদি ফেলে রাখো এই রাজকীয় রাজপথে,
আইনের লাল গৃহগুলো খোঁজও নেবে না।

দু'একটি নাগরিক কাক এসে ঠোকরাবে
প্রথমে আমার চোখ অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি।
আর নগরের সভ্য মানুষেরা চলে যাবে দ্রুত পাশ কেটে,
খণ্ডিত মৃতদেহকে নিয়ে না জানি কি হাঙ্গামাই হয়।
ফ্যাকাশে ত্বকের সুন্দরীটি একটি বার দেখেই
বমি কোরে ফেলবে–ইস্ জঘন্য . . . . . .

পথচারী নিম্ন, মধ্যবিত্ত, ছা পোষারা ভয়ে ভয়ে
একটু আধটু উঁকি দিয়েই কেটে পড়বে নিজস্ব গন্তব্যে।
তা ছাড়া কীইবা করার আছে তাদের–
ছিন্নমূল টোকায়েরা গুটি গুটি জমা হবে সড়কের পাশে।

মাছিগুলো রক্ত থেকে সংগ্রহ করবে খাদ্য,
পিঁপড়েগুলোও বাদ পড়বে না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে শীতের জন্যে তাদেরও তো খাবার প্রয়োজন।
দু'একটি নেড়ি কুত্তা উরু আর পাঁজরের
সুনরোম মাংশ সোল্লাসে গিলতে লেগে যাবে।

অতপর শান্তিরক্ষী নামধারী নির্বোধ পুলিশ
লাশের সুরতহাল নিতে এসে মুষড়ে পড়বে,
কারণ, এরকম অদ্ভুত ঘটনায় তারা কখনো অভ্যস্ত নয়।

বিস্মিত চোখে তারা দেখবে লাশের হৃদ্‌পিণ্ডটি
একটি বিশাল গোলাপের মতো ফুটে আছে,
প্রকৃতই সেটি এক অতিকায় সবুজ গোলাপ।।

০৪.১১. ১৩৯৪ রাজাবাজার ঢাকা

খতিয়ান

হাত বাড়ালেই মুঠো ভ'রে যায় ঋনে,
অথচ আমার শস্যের মাঠ ভরা।
রোদ্দুর খুঁজে পাই না কখনো দিনে,
আলোতে ভাসায় রাতের বসুন্ধরা।

টোকা দিলে ঝরে পচা আঙুরের ঘাম,
ধস্ত তখন মগজের মাস্তুল,
নাবিকেরা ভোলে নিজেদের ডাক নাম,
চোখ জুড়ে ফোটে রক্তজবার ফুল।

ডেকে ওঠো যদি স্মৃতিভেজা ম্লান স্বরে,
উড়াও নিরবে নিভৃত রুমালখানা।
পাখিরা ফিরবে পথ চিনে চিনে ঘরে,
আমারি কেবল থাকবে না পথ জানা—

টোকা দিলে ঝ'রে পড়বে পুরোনো ধুলো
চোখের কোনায় জমা একফোঁটা জল।
কার্পাশ ফেটে বাতাসে ভাসবে তুলো,
থাকবে না শুধু নিবেদিত তরুতল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাগবে না বনভূমির সিথানে চাঁদ,
বালির শরীরে সফেদ ফেনার ছোঁয়া

পড়বে না মনে, অমীমাংসিত ফাঁদ
অবিকল রবে রয়েছে যেমন শোয়া।

হাত বাড়ালেই মুঠো ভরে যায় প্রেমে,
অথচ আমার ব্যাপক বিরহভূমি।
ছুটে যেতে চাই—পথ যায় পায়ে থেমে,
ঢেকে দাও চোখ আঙুলের নোখে তুমি।।

০১.০৬. ১৩৯৫ মোংলা বন্দর

ফিরে দাঁড়াও, দেয়াল

এবার ফিরে দাঁড়াও, সামনে দেয়াল।
ঘুরে দাঁড়ালেই বন্দুকের ঠাণ্ডা নল
বুক ছুঁই ছুঁই,

দেয়াল পেছনে এইবার—
তোমার চোখের 'পরে স্থির হয়ে আছে
এক জোড়া ক্ষমাহীন চোখ।

ফিরে দাঁড়াও, দেয়াল .....

বন্দুকের ঠাণ্ডা নল, তার দিকে তাকাও সতর্ক চোখে,
ভুলে যেও না, তোমার জন্যে নির্ধারিত বুলেটটির চে'
কম মূল্য এখন তোমার।

চকচকে লাল ইটগুলো চমৎকার ছড়াচ্ছে সুরভি,
ওই পোড়া মাটির ভেতরে থরে থরে
সাজানো তোমার মজ্জা, মাংশ, খুলি
পরাজিত পূব পুরুষের।

ফিরে দাঁড়াও, দেয়াল, দেখছো না পথ বন্ধ।
এখন তোমাকে ফিরতেই হবে
ফনা তোলা সাপটির দিকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখোমুখি
দাঁড়াতেই হবে—ঠাণ্ডা নল, বন্দুকের
সামনে দেয়াল।

ভয় পাচ্ছো শিক্ষাহীন আঙুলের কথা ভেবে?
শৃংখলাবিহীন তোমার হাত-পা, কৌশলসমূহ,
কিন্তু সংখ্যায় অসংখ্য
এবং নিরুপায়—

এখন জলোচ্ছাসের মতো শুধু স্থলভাগে
ঝাঁপিয়ে পড়ার ঠিক মুহূর্তটি চেনা দরকার।

১১.০২. ১৩৯৫ রাজাবাজার ঢাকা

যুগল দোলনা

দোলাও তোমার দুই পৃথিবী দোলাও
ভোলাও যতো ক্ষুধার্ত চোখ ভোলাও
দোলাও তোমার দালান কোঠা দোলাও

নগর তোমায় নাচাচ্ছে বাঁচ নাচো
সম্মিলিত বসন্ত উৎসবে,
ভাঙো তোমার পায়ের শিকল ভাঙো
সোনায় মোড়া খাঁচার কারাগার।

দোলাও তোমার ক্রিসেনথিমাম দোলাও

কষ্টগুলো উল্টেপাল্টে দ্যাখো,
দ্যাখো তোমার নিভৃত কিংখাব।
আলোর ভাষা পড়তে যদি পারো
বাজাও তবে গাঢ় অন্ধকার।

দোলাও তোমার স্বপ্নস্মৃতি দোলাও

ফুটতে যদি পারো পংক জলে,
মৃগনাভির গন্ধ নিয়ে ফোটো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উড়িয়ে দিয়ে আবহমান ঠুলি
তন্নুর তীরে তৃষ্ণা-তরী বাঁধো।

দোলাও তোমার আরশি মহল দোলাও।।

২৬.০৮. ১৩৯৫ রাজাবাজার ঢাকা

বেয়াড়া শোকের চুল

শেষ চুম্বন দিয়েছি তোমার ঠোঁটে,
আর দ্বিধা নয়, এবার ফেরাবো মুখ।

সামনে বিছানো পিঙ্গল বালিয়াড়ি
ধুধু হাহাকারে আবৃত হৃদয়খানা।
পেছনে থাকলো স্মৃতিময় সংসার—
আর দ্বিধা নয়, এই ফেরালাম মুখ।

গুটিয়ে নিলাম প্রসারিত ডালপালা,
টেনে ছিঁড়ে নেয়া গভীর শিকড়গুলো
গুটিয়ে নিলাম রক্ত মাখানো স্মৃতি—
তিলে তিলে বোনা বুকের নকশিকাঁথা।

সুখে থাকা সে তো অলীক স্বপ্ন বুঝি,
ভালো থাকা হলো বাস্তবসম্মত।

যে-পাখিরা ভাসে নীলিমার নীল জলে
তাদেরো রয়েছে বৃক্ষের কাছে ঋন।

আকাশের ঘুড়ি এবার ফিরবে নিচে,
ভুলে যাবে দূর-ভ্রমনের পরিভাষা।
অথবা অন্য আকাশের আলো মেখে
আঁচড়াবে রুখো বেয়াড়া শোকের চুল।।

২৬.০৮. ১৩৯৫ রাজাবাজার ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বপ্নের বাস্তুভিটে

খুব গভীরে শাঁসের মতো
হাড়ের ভেতর মাসের মতো
সুরক্ষিত স্বপ্ন থাকে।
আকাল—তবু স্বপ্ন থাকে
বিরোধ—তবু স্বপ্ন থাকে
ভাঙন—তবু স্বপ্ন থাকে
স্নায়ুর সে কোন জটিল কার্যকলাপ জুড়ে
হৃদয় থাকে, সেই গোপনে স্বপ্ন থাকে।

ভস্মিভূত বসতবাড়ির ছাই-এর তলে স্বপ্ন থাকে,
স্বপ্ন থাকে গুলিবিদ্ধ বালিহাঁসের নরম বুকে,
স্বপ্ন থাকেই।
নৈরাজ্যের চাকায় পেষা
অন্ধকারে রন্ধ্রে চাপা
তিক্ত তুমুল স্বপ্ন থাকে।

স্বপ্ন থাকে, স্বপ্ন থাকেই
দুর্ভিক্ষের রুগ্ন হাড়েও স্বপ্ন থাকে।
বিষের ঘায়ে নীলচে দেহ,
যে-জীবনের সূর্য ডোবে নদীর জলে সন্ধেবেলা
তারও থাকে
দু'হাত ভরা ফুলের মতো তারও চোখে স্বপ্ন থাকে।

স্বৈরাচারে ছিন্নভিন্ন দেশটি তবু স্বপ্ন থাকে,
অবহেলায় ধুলোয় পড়া বীজটিতেও স্বপ্ন থাকে।
তুমি আমায় ছেড়ে যাচ্ছো, ভুলে যাচ্ছো,
তবু আমার স্বপ্ন থাকে।

০১.১১. ১৩৯৪ মোংলা বন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পান করো রাত্রি

শেষ অব্দি মেঘগুলো বৃষ্টি হলো দ্যাখো—

আমি তোমাকে বলতে পারতাম
জল, বাষ্প আর আর্দ্র বাতাসের কথা।
সূর্যাস্তের আগে
মেঘেরা পেখম মেলে
ছুঁয়ে দ্যায় প্রজাপতির ডানার তন্ময়তা,
তোমাকে বলতে পারতাম দ্রাক্ষারস আর
অফুরন্ত উল্লাসের কথা।

আমি স্পর্শের শিশির হয়ে ঝ'রে প'ড়ে
আঙুলে, চুলে ও চিবুকের
সরল নিসঙ্গতায়
হতে পারতাম অন্তরঙ্গ উদাসিনতার ঘ্রাণ।

একটি ওষ্ঠের ফুল
ছুঁয়ে থেকে দীর্ঘদিন কাটিয়ে দিয়েছি—
আমি তোমাকে বলতে পারতাম
বন্ধু স্বভাবের কথা।
পুষ্প, রেনু ও প্রজাপতির কথা।

কিছুই বলিনি।
আমার হাতের পেয়ালায়
না, দ্রাক্ষার রস নয়
ভরা ছিলো মানুষের রক্ত।
এতো মৃত্যু দিয়ে কেনা হচ্ছে সভ্যতার রঙিন শিখর!
এতো ঘাম দিয়ে
সভ্যতা সাজাচ্ছে তার মখমল চূড়া!
পেয়ালা উপচে পড়ে কষ্ট।
তুমি পান করছো না কেন?
কেন সব অনর্থক বেলুন উড়িয়ে হয়ে আছো
নিমগ্ন পাথর?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি পান করছো না কেন সাথী?
উপচে পড়ছে
নুয়ে পড়ছে সাহস।
শেষ সীমানায় এসে পেছনে দেয়াল।
গ্লাস উপচে পড়ছে—
তুমি পান করছো না কেন রাত্রি??

২৯.১০. ১৩৯৫ রাজাবাজার ঢাকা

পরকিয়া

ভালোবাসার সময় তো নেই
ব্যস্ত ভীষন কাজে,
হাত রেখো না বুকের গাঢ় ভাঁজে।

ঘামের জলে ভিজে সাবাড়
করাল রোদ্দুরে,
কাছে পাই না, হৃদয়-রোদ দূরে।

কাজের মাঝে দিন কেটে যায়
কাজের কোলাহল,
তৃষ্ণাকে জোর ঘড়ায় তোলা জল।

নদী আমার বয় না পাশে
স্রোতের দ্যাখা নেই,
আটকে রাখে গেরস্থালির লেই।

তোমার দিকে ফিরবো কখন
বন্দি আমার চোখ,
পাহারা দেয় খল সামাজিক নোখ।।

৩০.০১. ১৩৯৪ মোংলা বন্দর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বকালের অন্ধকারে

স্বকাল তোমার অন্ধকারে ডুবছি আবার।
স্বকাল তোমার অন্ধকারের অতল তলে
মন হারালাম—

মন তো আমার অচিন পাখি, শূন্যে বসত,
মন তো আমার একলা রাখাল বিরান বিলে।
ঘর বানালাম

নড়বড়ে আট খুঁটির 'পরে খড়ের ছাওন,
জান্‌লা–দুয়োর, কব্জা-কবাট নেই সে ঘরে।
উদোম হাওয়া

কি দিন কি রাত এদিক থেকে অন্য দিকের
শূন্যতা ছোঁয়, অপূর্নতার বাউল রাতে
কান্দে শরীর—

স্বকাল তোমার সকল তনু-তীর হারালাম।
স্বকাল তোমার শূন্যতাতে কাঁপ দিয়েছি
সকাল বেলায়।।

০৫.০৩. ১৩৯৪ মোংলা বন্দর

AMARBOI.COM

শীতার্ত সময়

সমূহ পচন থেকে আপাতত মাথাটা বাঁচাও।
মাথার ভেতরে খাঁচা, খাঁচায় অচিন পাখি থাকে—
আপাতত পাখিটা বাঁচুক।

চারপাশে কিলবিল পোকা, কেন্নো, কেঁচো,
মুদ্রাস্ফীতি মাথার ভেতরে কাঁদে চিল
একা কি? একাকি।

আমলা থাবার নিচে শিল্পকলা,
গলা, পচা, কাড়াকাড়ি তাই নিয়ে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝরাতে কোথায় উধাও
স্বপ্নসহ তরতাজা নারী ও নিশান।

মধ্যদিনে মাঝপথে গুঁড়ো কাঁচ ভালোবাসা।
ভালোয় ভালোয় ভুলে যাও নয়তো নিকেশ—
কোকোকোলায় ডুবানো ইউনাকটিনে ভেজা স্মৃতি,
মত্ত প্রপেলার—ইঞ্জিনে গর্জন—ঝি-ঝি-ঝি ঝি পোকা।

মাথাটা বাঁচাও।
মাথার ভেতরে খাঁচা, খাঁচায় সোনালি খরগোশ।
ল্যাম্পপোস্ট টলে পড়ছে, পড়ুক, মাতাল সে—
পাঠ্যসূচী পচে পচে সার হোক বিদ্যালয়ে
তারপর বিদেশি ফুলের চাষে ভরে যাক বিশ্ব।

এইভাবে ভাবা হচ্ছে, ইচ্ছে, জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাক
নম্র প্রলেতারিয়েত।
পাঁচতারায় বাড়ুক শ্রমিকের রক্তে ভরা গ্লাস।
আর তার গন্ধ শুঁকে সৌখিন বিপ্লববাদি
গেয়ে উঠুক চিয়ার্স—চিয়ার্স—চিয়ার্স .....

২৩.০৮. ১৩৯৫ রাজাবাজার ঢাকা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে যার সন্ধার কাছে

শেষমেশ যে যার সন্ধার কাছে ফিরে যায়,
যে যার অন্ধকারের কাছে।

জীবনযাপন ঘিরে আছে এক বর্নময় খাঁচা,
সোনালি স্বাধীনতার ডানা বেঁধে রাখে রঙিন শিকল—
শেষমেশ যে যার ক্ষত ও পচনের কাছে ফিরে যায়,
যে যার ধ্বংশস্তূপের কাছে।

বহু শ্রমে টেনে তোলা সমুদ্রের সুবিশাল মাছ
প্রাপ্তির হাঙর যাকে দিয়ে গেছে হাড়ের চেহারা,
শেষমেশ সেই সব কংকাল টেনে তোলে
যে যার সমুদ্র থেকে,
টেনে তোলে কর্পুর ও লোবানের ঘ্রান।

দরোজা খুলেই রাস্তায় পা রাখে কেউ
কেউ কেউ দুয়োরে দাঁড়িয়ে আগে দেখে নেয় চারপাশ।
কারো কারো স্বপ্নের সিন্দুকে থাকে আজীবন–তালা,
আর কেউ ফলবান বৃক্ষের মতোন
হয়ে উঠে বিপুল সমৃদ্ধ—

তবু শেষমেশ একটি নীলাভ প্রজাপতির জন্যেও
যে যার স্মৃতির ফ্রেমে কষ্টকে বাঁধিয়ে রাখে।

হাত বাড়ালেই ফুটে থাকা রক্তিম গোলাপ—
তবু যে যার কাঁটার কাছে ফিরে যায় একদিন,
একদিন যে যার নিসঙ্গতার কাছে।।

১৬.০৮. ১৩৯৬ মোংলা বন্দর

অবচেতনের পথঘাট

সোনালি জোস্না মাথার ভেতরে গড়ে তোলে বিস্তার।
সবুজ ঘোড়ারা ঘুরেফিরে আসে নীল ঘোড়াদের কাছে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাথে কতিপয় কাচুমাচু মুখ গোবেচারা খরগোশ,
একে অপরের গায়ের সুবাসে শ্রেফ বুঁদ একাকার।

রাতের দেয়ালে লাল লেখাগুলো মুছে ফেলে যায় কারা!
বুটের ডগায় হাসে স্বদেশের প্রাকৃতিক শ্যামলিমা।
আর দুএকটি দলছুট শাদা দিগন্ত-কবুতর
উড়ে যেতে চেয়ে দ্যাখে পায়ে বাঁধা প্রতারক শৃংখল।

তকমা সাঁটানো জলপাই রঙ গম্ভীর কুম্ভির,
সূর্যের দিকে পা দুখানি তুলে রয়েছে নির্বিকার।
আর চুনোপুটি ক্রটি ও ভ্রূকুটি এক হাঁড়িতেই রাঁধে।
যারা খায় তারা ধন্য ধন্য, বাকিরা খাকি না, নাকি।

সহসা ঘূর্নি সবুজ ফেনায় গ্রাস করে চারদিক–
উভয়ে খেচর আর উভচর মৈত্রীর পথ খোঁজে।
সূর্য ভাগাড়ে জ্বাল দেয়া যতো তরল রক্তের পিপে
দিলো উল্টিয়ে নিখিলের এই নিকটবর্তী তীরে।

ধীরে ধীরে গাঢ় ঘুম নেমে এলো অবচেতনের তলে,
তারপর রঙ, অবিরল রঙে দিগন্ত ভেসে যায়।
একবার ভাবি শিশু হয়ে যাই রঙের প্রান্তরেখা,
স্মৃতিরা হা হা হা করা নেড়ে ওঠে ঠিক সবুজের নিচে।

পিচে ঘর্ষনে চাকায় হাকায় সর্বগ্রাসিনী থাবা,
দেখি সড়কের চৌরাস্তায় ষোড়শীরা আছে ঝুলে
উদ্বন্ধনে, লাল রঙগুলো কোথায় হারালো আজ?
গম্বুজে কালো অচেনা কোকিল গেয়ে ওঠে কোন সুর?

লাটাই গুটাই, ফুটাই পাথরে প্রথাসিদ্ধির ফুল,
আমার এখন ডানা মেলবার মুহূর্ত শেষতম।
অথচ অবাক চুলের শাখায় ধরেছে আমার দেখি,
খুব সকালের আকাশের মতো অম্লান আমলকি।

আমি তো এখন গলিত রাতের সমস্ত কালি মেখে
চিত হয়ে শুয়ে দেখবো দুপাশে রক্তের বেচা কেনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোটি কোটি শাদা পঙ্গপালের শেষহীন অভিযান,
পার হয়ে যায় পৃথিবীর পথ, নদী, দেশ, লোকালয়।

ঝড়ো হাওয়া বয়—কে যে খুলেছিলো কবাট কখন জানি!
ফেরা হয় নাই, দ্রাক্ষার রসে ঢাকা পড়েছিলো চোখ।
দিগন্তে দেখি মিশেছে সকল আলোকিত রাজপথ,
হেঁটে চলে যাবো। কে কি বলেছিলো আজ আর মনে নেই।
লাল ফুলগুলো কোথাও দেখি না, রাত জেগে থাকে ঘুম,
ঝড়ো বাতাসে কে রুমাল উড়াবে? ভালোবাসি তাকে, বাসি,
স্মৃতিস্বপ্নের লাল ফুলগুলো তুলে দেবো তার হাতে—
ক্ষমা কোরে দিও, কে যে বলেছিলো! কে যে বলেছিলো! কবে?

১৯.০১. ১৩৯৫ রাজাবাজার ঢাকা

আগুন ও বারুদের ভাষা

প্রত্যেকবারই তুমি বন্দুক তুলছো
আমার তৃষ্ণার্ত হৃদপিণ্ড লক্ষ্য কোরে।
গনতন্ত্রের মহান ভনিতায় মুখে থেকে
আমি কি এখনো পেতে চেবো আমার হৃদয়?

আমি জানি, সম্মিলিত মানুষের চেয়ে
কখনোই বেশি নয় অস্ত্রের ক্ষমতা।
আমি জানি, মিলিত মানুষ হচ্ছে পৃথিবীর
প্রকৃত প্রকাশ—
তবু আর কতোবার 'গনতন্ত্র মুক্তি পাক' বুকে লিখে
বুলেটের সামনে দাঁড়াবো?
হৃদ্‌পিণ্ড ছিঁড়ে যাবে বারুদের ক্ষমাহীন বিষ।
আমি জানি, মিছিলে যাবার দিন আজ শেষ,
(তবু এখনো মিছিল চলে ঝলোমলো রাজপথ জুড়ে)
আমি জানি, গনজমায়েত আজ আর
স্বৈরাচারের অনিবার্য আতংক নয়।
(তবু আজো জমায়েত জ'মে ওঠে মিনারের পাদদেশে)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বদলে গিয়েছে দিন,
বদলে গিয়েছে আজ প্রতিবাদের প্রসিদ্ধ ভাষা—

দক্ষিন সমুদ্রের মতো আজ আমাকে প্লাবন হতে দাও,
হতে দাও অপ্রতিরোধ্য বিপুল টাইফুন।
এখন আমাকে মুখোমুখি হতে দাও চিহ্নিত শত্রুর,
হাতে তুলে নিতে দাও সম্মিলিত মানুষের বিক্ষুব্ধ হৃদয়,
আর তার সঠিক প্রতীক—আগ্নেয়াস্ত্র।

বুলেটের বিরুদ্ধে আমাকে আজ
হাতে তুলে নিতে দাও আগুন ও বারুদের ভাষা।।

২৬.১০. ১৩৯৪ মোংলা বন্দর

চিলেকোঠা

নিচের সিঁড়িতে ভিড়
সে ভিড়ের ভিতরেই ছিলো।
তার বুকে ছিলো উপরে ওঠার স্বপ্ন
যে স্বপ্ন সবার।

যে স্বপ্ন একজন শ্রমিকের
যে স্বপ্ন একজন কেরানির
যে স্বপ্ন একজন মিল মালিকের
তারও সেই স্বপ্ন ছিলো
স্বপ্ন সবারই থাকে।

সে একধাপ উপরে উঠলো—
আরো এক ধাপ।
অনেকেই যেমন ওঠে, যেমন উঠতে পারে।
যেমন উপরে ওঠে পাখি কিংবা মেঘ
এ ঠিক তেমন নয়–
কিছুটা বৃক্ষের মতো
কিছুটা বা মেয়েদের সাহসের মতো·
সে একটু বেড়ে উঠলো, এক ধাপ উপরে বাড়লো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাইনে তাকালো সে
যারা ছিলো অনেকেই নেই।
বাঁয়ে তাকালো সে
যারা কথা বলছিলো
অনেকেই নেই।
সে তখন নিচের সিঁড়িতে তাকালো
কিছুটা আনন্দে, কিছুটা আশংকায়।

একটু আগেই
যে তার শব্জি-প্রিয়তা নিয়ে ঠাট্টা করেছিলো,
এখন সে জানতে চাইছে
মানুষ আদৌ মৌলিক কিনা—
সে আবার উপরে তাকালো।

এরপর
সে একটার পর একটা সিঁড়ি
পার হতে থাকলো
প্রতিবার সে ডাইনে তাকালো
বাঁয়ে তাকালো
আর তাকালো নিচেয়।

এখন উঠবার মতো আর সিঁড়ি নেই—
সে ডাইনে তাকালো—কেউ নেই সেখানে
সে বাঁয়ে তাকালো—সেখানেও কেউ নেই
সে তখন নিজের দিকে তাকালো
দেখলো, আবার দেখলো।

সহসা সে চিৎকার কোরে ডেকে উঠলো নিজেকে ঃ
পাথর, পা–থ–র .....

১৫.১১. ১৩৯৪ মিঠেখালি মোংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পলায়ন

মাতাল, এবার পাতালে চল।

চাতালে দ্যাখ দাঁতাল শূয়োর,
সংসারে তোর বন্ধ দুয়োর,
বুকটা ফাঁকা–
মাতাল, চল পাতালে যাই।

দুই ভুবনে চিনলো না কেউ,
পেছনে তোর লেগেছে ফেউ,
সংসারি শব–
টবে ওদের ফুলের বাগান, ঘরের মধ্যে নারী।
মাতাল, চল পাতালে যাই।

দেহতত্ত্বে মত্ত সবাই,
আমাদের সেই দেহটি নাই,

দেহের জন্যে কেহও নাই
আছে কেবল নেশা।

দুর্ভিক্ষের এই বাজারে
ওইটুকুনও ভিক্ষে দাবে
কাঙাল দুষ্টু লোকে–
মাতাল, চল পাতালে যাই।।

২৭.০৫.৮৬ মিঠেখালি মোংলা

AMARBOI.COM

চিত্রনাট্য ১

সে মাঝরাতে স্টিমার থেকে নামবে। সদরঘাটে।
তার পরনে থাকবে মলিন আকাশি রঙের প্যান্ট,
ধূসর জামা আর পায়ে থাকবে বাটা কোম্পানির চটি।

এক থোকা আমলকির মতো তার বুকে থাকবে
এক থোকা মেঘ। শ্যামল স্বপ্ন। তার গা থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধানের গন্ধ আসবে।
উড়নচণ্ডি চুল থেকে আসবে লজ্জাবতী লতা
আর ঘাসের গন্ধ। তার দৃষ্টি থাকবে এলোমেলো।
কিছুটা উদাসিন। কোথাও যেন স্থির নয়–
কোন কিছুতেই।
তার চিবুকে থাকবে প্রজাপতির ডানার
গৌরব আর ঔদ্ধত্য।

এই মাঝরাতে সে উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে শুরু করবে।
বিদেশি ঋনের টাকায় তৈরি মসৃন
রাস্তার উপর দিয়ে
সে হাঁটতে থাকবে। তার পায়ে বহুজাতিক
কোম্পানির সিল মারা মলিন পাদুকা।
এই মহানগরীতে সে বহিরাগত–
আগন্তুক।

আমরা তাকে অনুসরন করতে থাকবো। কারন,
আমরা জানতে চাইবো, বুঝতে চাইবো
এই আগন্তুকের উদ্দেশ্যহীন ভ্রমনের অর্থ।

যেহেতু তার চোখ ইতস্তত এবং বিক্ষিপ্ত
যেহেতু তার পদক্ষেপ খুব বেশি দৃঢ় নয়
যেহেতু তার মুখে এক ধরনের সরলতার ছায়া

যেহেতু তার কোন ভঙ্গিতেই
চতুরতা প্রকাশ পায় না
একারনেই আমরা তার ভ্রমনের আগে
উদ্দেশ্যহীন শব্দটি ব্যবহার করবো।
সে হাঁটতে থাকবে. . . . . .

আমাদের তাত্ত্বিকবৃন্দের কেউ কেউ
তাকে নিম্নমধ্যবিত্ত বোলে
শনাক্ত করতে চাইবে, বাকিরা অন্য অভিধায়।
তাত্ত্বিকদের এই বিতর্ক ভীষন দীর্ঘ হতে থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের নেতৃবৃন্দের ভেতর ইতিমধ্যে
মতের পার্থক্য দ্যাখা দেবে।
কেউ কেউ এই ভ্রমনকে বলতে চাইবে
সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত।
কেউ বলবে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ।
সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বলতে চাইবে কেউ কেউ।
কেউ বলতে চাইবে এটি বিপ্লবের অগ্রবাহিনীর প্রতীক।
সে হাঁটিতে থাকবে . . . . . .

অতপর আমাদের বিতর্ক সংঘর্ষে পরিনত হবে।
এবং সংবাদপত্রের জন্য আমরা বিবৃতি খসড়া
লিখতে শুরু করবো।
আমাদের অস্ত্রধারী কর্মীগন
পরস্পরের দিকে পিস্তল তাক কোরে থাকবে।
বাক্যহীন—
সকলের চোখেমুখে ফুটে উঠবে অত্যাশ্চর্যক ঘৃনা।
সে হাঁটিতে থাকবে। সে হাঁটিতেই থাকবে . . . .

১০.০১.৯০ মোংলা বন্দর

AMARBOI.COM

চিত্রনাট্য ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
কোনো এক সোমবার। সকাল দশটা বিশ।
প্রচণ্ড বোমার শব্দে সবই চমকে তাকিয়ে দেখলো
দুই দল তরুন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
মারমুখি এলোমেলো ভঙ্গি। বিক্ষিপ্ত এবং সশস্ত্র।
একটি ছেলের শরীর ধোঁয়ার ভেতর ছিটকে উঠে
টুকরো টুকরো হয়ে বিচ্ছিন্ন–আলাদা হয়ে যাচ্ছে।
মাটি মাংশ ধোঁয়া
কোনোটাকে আর আলাদাভাবে চিনবার উপায় নেই।

তরুনটি মারা গেলো।
রক্তাক্ত একটি চোখ তার কোটরের বাইরে ঝুলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচের পাটির দাঁতগুলো
উল্টে এসে পড়েছে ওই চোখটির কাছে।
বাটা কোম্পানির জুতোর পাশে পড়ে চেয়ে রয়েছে
অন্য চোখটি। গোল একটি চোখ।
রক্তাক্ত পলকহীন।

হলুদ থকথকে ঘিলু ছড়িয়ে পড়েছে আশেপাশে।
জিন্সের প্যান্টের একটি ছেঁড়া টুকরোর সাথে
একাকার হয়ে আছে এক টুকরো নরোম মল।
অর্ধজীর্ন ভাত মাছ
পাকস্থলি ফুটো হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে।
বিচ্ছিন্ন একটি পড়ে থাকা পায়ের উরুসন্ধির মাংশ
চমকে উঠার মতো থর থর কোরে কাঁপছে।

এগিয়ে আসা দর্শক তরুনদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তি
তার নিজস্ব বিস্ময় যথেষ্ট উচ্চস্বরে উচ্চারন করলো–
প্রথম ঃ ছেলেটি মারা গেলো।
দ্বিতীয় ঃ মারা গেলো নয়—মারা হলো।
তৃতীয় ঃ এই ছেলেটি কেন মরলো?

দর্শকের বিস্ময় প্রকাশ আর প্রশ্নোত্তরের সময়টুকুর মধ্যে
বোমার শব্দে উড়ে যাওয়া কাকগুলো
ফিরে আসতে শুরু করলো বিভিন্ন ডালে, দেয়ালে, ছাদে–

প্রথম ঃ ছেলেটি কে? ছাত্র না বহিরাগত?
দ্বিতীয় ঃ মৃত্যুই কি তার যথেষ্ট পরিচয় নয়?
তৃতীয় ঃ আর কিছু না? শুধু মৃত্যু?
মৃত্যুই মানুষের একমাত্র পরিচয়?
দ্বিতীয় ঃ হ্যাঁ। মৃত্যুই মানুষের সর্বশেষ পরিচয়।
মানুষ মরছে–বিষে, বোমায়, চাকুতে, বুলেটে ও
বেয়োনেটে।
এই সভ্যতায়
মৃত্যু ছাড়া মানুষের অন্য কোনো পরিচয় নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতিমধ্যে এ্যাম্বুলেন্স এসে পড়েছে ঘটনাস্থলে।
(সম্ভবত এটাই তাদের সবচেয়ে ত্বরিৎ আগমন)
ভিড়ের জটলা ভেদ কোরে দুইজন স্বাস্থ্যকর্মী
ছিন্নভিন্ন লাশটিকে তুলে নিলো গাড়ির ভেতরে।

লাশকাটা ঘরে এখন তার জন্যে অপেক্ষা করছে
একরাশ অবহেলা। ডোমের বীভৎস চাকু। কাটাছেঁড়া এবং
সবশেষে মৃত্যুর কারন নির্দেশ করা ময়নাতদন্ত রিপোর্ট—

রক্ত শীতল করা সাইরেন বাজিয়ে
অবশেষে এ্যাম্বুলেন্সটি চলতে শুরু করলো।
পেছনে পড়ে থাকা রক্তের উপর
তখন একটি দুটি কোরে মাছি পড়তে শুরু করেছে।।

২৯.০৫. ১৩৯৩ রাজাবাজার ঢাকা

স্বপ্নগুলো

আমাদের স্বপ্নগুলো
এইভাবে ঠুকরে ঠুকরে খাবে কাকও শকুন।
আমাদের আকাংখারা
মুখ থুবড়ে পড়বে জমকালো পিচের রাস্তায়।
একাকি বান্ধবহীন আমাদের হৃদপিণ্ড জুড়ে ধংশস্তুপ
জমে উঠতে থাকবে ব্যাংকে সঞ্চিত টাকার মতো।

আমাদের চরমপন্থি ফুসফুসের জন্যে প্রয়োজন
আজ একটু নির্মল বাতাসের ছোঁয়া,
প্রয়োজন এক টুকরো সজীব ভালোবাসা।
আমাদের সন্ত্রস্ত, সশস্ত্র মস্তিষ্কের জন্যে প্রয়োজন
সামান্য আশ্রয়,
অমলিন, একটু স্নেহের টোকা।

না আমাদের স্বপ্নকে, না সংবিধানকে
আমরা কিছুই, কাউকেই বাঁচিয়ে রাখতে পারছি না।
আমরা ধ'রে রাখতে পারছি না আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়ের বেগবান স্রোতগুলো,
স্বপ্নবান প্রানবন্ত আত্মাগুলো–
কবরের সুবিশাল নির্জনতা আজ নেমে এসেছে এখানে,
এই গ্রহে।

আমাদের স্বপ্নগুলো অপ্রচলিত পথে ছুটতে চায়
তাই রক্তাক্ত তার পা,
আঘাতে বিক্ষত দেহ,
তবু সে ছুটছে—
প্রতারনাহীন আমাদের বিশ্বাসের বিক্ষুব্ধ আগুন,
অন্ধকার পোড়াতে পারেনি বোলে আজ
নিজেই সে নিজেকে পোড়ায়।

প্রলোভনহীন ভালোবাসা আমাদের
প্রতিবার রক্তাক্ত হচ্ছে বিত্তের বিনাশী চাকায়।
আমাদের রক্তস্রোতে প্রবাহিত হচ্ছে
পল্যুটেড পৃথিবীর ক্ষমাহীন বিষ,
এ্যালকোহল ঝাঁপিয়ে পড়ছে যকৃতে,
নিরন্ন পাকস্থলিতে।
নিকোটিনে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে
রক্ত প্রবাহিনী নালীগুলো।
আমাদের স্বপ্নময় আন্দোলনগুলো
বার বার বুটে ও বুলেটে, আপোষে ও ষড়যন্ত্রে
ঝিমিয়ে পড়ছে।

শাদা একটি গোলাপ আমাদের অন্তর্গত স্বপ্ন,
সমতার এক নীল আকাশের স্বপ্ন আমাদের,
আমাদের স্বপ্ন শ্রমময় একটি দিনের,
সম্মিলিত নৃত্য আর গানে উন্মাতাল
একটি সন্ধার স্বপ্ন আমাদের,
আমাদের স্বপ্ন এক প্রশান্ত নিদ্রার রাত—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথচ কোথাও তার কল্পনামাত্র ছায়া নেই, চিহ্ন নেই,
স্বপ্নের সূচনা নেই এখনো কোথাও।
আমাদের স্বপ্নগুলো ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে কাক ও শকুন।।

২০.০৯. ১৩৯৪ রাজাবাজার ঢাকা

গ'লে যাচ্ছে মুহূর্ত, সময়

খুলে নাও এইসব পোষাক আমার—কৃত্রিমতা,
মাংশের উপরে এই ত্বক, এই সৌন্দর্য মোড়ক
খুলে নাও দিনের শরীর থেকে রোদের ভূমিকা।

গলা পিচের মতোন গ'লে যাচ্ছে মুহূর্ত, সময়,
গ'লে যাচ্ছে নারী আর শিশুদের অনাবিল বোধ,
মানুষের মৌলিক বিশ্বাস গ'লে যাচ্ছে ভালোবাসা–

আমি ফেরাতে পারি না সভ্যতার অবিরল ক্ষতি,
আত্মরমনের ক্লেদ, জলে ভাসা পশুদের সংসার,
শিশুর মড়ক, আমি ফেরাতে পারি না মহামারি,
ভ্রূণ হত্যা, অন্ধকারে জ্বলজ্বলে হননের হাত . . .

ক্ষমাহীন অক্ষমতা জ'মে জ'মে পাহাড় হয়েছে,
পাহাড়ের পাদদেশে সোনারঙ আলস্যের ধান,
আর কিছু দলছুট পরাজিত বিবর্ন মারিচ।

টুকরো টুকরো কোরে ছিঁড়ে ফ্যালো আমার চেতন,
বিশ্বাসের স্থবির শরীর চাবুকে রক্তাক্ত করো,
ক্ষুধার্ত সিংহের মুখে ছুঁড়ে দাও আমার আত্মাকে।

মানুষের মৌলিক মুখোশ আমি খুলতে পারি না,
শুধু পুড়ে যেতে পারি, পুড়ে যাই, পোড়াই সৌরভ,
রাতের আগুন এনে নিবেদিত সকাল পোড়াই।।

১১.০৯. ১৩৯৩ মোংলা বন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা ছিলো সুবিনয়

কথা ছিলো রক্ত-প্লাবনের পর মুক্ত হবে শস্যক্ষেত,
রাখালেরা পুনর্বার বাঁশিতে আঙুল রেখে
রাখালিয়া বাজাবে বিশদ।
কথা ছিলো, বৃক্ষের সমাজে কেউ কাঠের বিপনি খুলে বোসবে না,
চিত্রল তরুন হরিনেরা সহসাই হয়ে উঠবে না
রপ্তানিযোগ্য চামড়ার প্যাকেট।

কথা ছিলো, শিশু হবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সম্পদের নাম।
নদীর চুলের রেখা ধ'রে হেঁটে হেঁটে যাবে এক মগ্ন ভগীরথ,
কথা ছিলো, কথা ছিলো আঙুর ছোঁবো না কোনোদিন।

অথচ দ্রাক্ষার রসে নিমজ্জিত আজ দেখি আরশিমহল,
রাখালের হাত দুটি বড়ো বেশি শীর্ন আর ক্ষীন,
বাঁশি কেনা জানি তার কখনোই হয়ে ওঠে নাই—

কথা ছিলো, চিল-ডাকা নদীর কিনারে একদিন ফিরে যাবো।
একদিন বটবিরিক্ষির ছায়ার নিচে জড়ো হবে
সহজিয়া বাউলেরা,
তাদের মায়াবী আঙুলের টোকা ঢেউ তুলবে একতারায়—
একদিন সুবিনয় এসে জড়িয়ে ধ'রে বোলবে ঃ উদ্ধার পেয়েছি।

কথা ছিলো, ভাষার কসম খেয়ে আমরা দাঁড়াবো ঘিরে
আমাদের মাতৃভূমি, জল, অরন্য, জমিন, আমাদের
পাহাড় ও সমুদ্রের আদিগন্ত উপকূল—
আজন্ম এ–জলাভূমি খুঁজে পাবে প্রকৃত সীমানা তার।

কথা ছিলো, আর্য বা মোঘল নয়, এ-জমিন অনার্যের হবে।
অথচ এখনো আদিবাসি পিতাদের শৃংখলিত জীবনের
ধারাবাহিকতা
কৃষকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বুনে যায় বন্দিত্বের বীজ।

মাতৃভূমি—খণ্ডিত দেহের পরে তার থাবা বসিয়েছে
আর্য বনিকের হাত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কী অবাক! ইতিহাসে দেখি সব
লুটেরা দস্যুর জয়গানে ঠাঁসা,
প্রশস্তি, বহিরাগত তস্করের নামে নানারঙ পতাকা ওড়ায়।

কথা ছিলো, 'আমাদের ধর্ম হবে ফসলের সুষম বণ্টন',
আমাদের তীর্থ হবে শস্যপূর্ন ফসলের মাঠ।

অথচ পাণ্ডুর নগরের অপচ্ছায়া ক্রমশ বাড়ায় বাহু
অমলিন সবুজের দিকে, তরুদের সংসারের দিকে।
জলোচ্ছাসে ভেসে যায় আমাদের ধর্ম আর তীর্থভূমি,
আমাদের বেঁচে থাকা, ক্লান্তিকর আমাদের দৈনন্দিন দিন।।

* আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুষম বণ্টন— আল মাহমুদ
০৯.০২.৯৮ রাজাবাজার ঢাকা

পথ ছাড়ো

হট্ যাও বুড়োবৃন্দ, সরো, পথ ছেড়ে দাও, আমাদের যেতে হবে দূরে।
ঝামেলা পাকিয়ে দিচ্ছো, অনর্থক পেজমি লাগিয়ে দিয়ে ভাঙছো খোয়ারি,
সরো, আমাদের যেতে হবে বহুপথ, বহুদূরে হারানো হরিনপুর—

সেখানে অপেক্ষা কোরে আছে এক নিমগ্ন বাউল স্নিগ্ধ একতারা হাতে,
সেইখানে পাখিদের জন্যে কোনো খাঁচা কেউ ভালোবেসে নির্মান করেনি।
সেখানে নদীর নাম ভালোবাসা, তরুদের খোলামেলা ডাক নাম প্রেম,
বিশ্বাস বন্ধুর মতো কাঁধে হাত রেখে হাঁটে, সেইখানে ফোটে শত ফুল।

এ্যালকোহলিক জিভ নেড়েচেড়ে, নাকে টেনে নস্যির নিরালা নেশা,
মাছের চোখের মতো নিরুত্তাপ লেন্সে ঢাকা জোড়া চোখ নিরবে নাচিয়ে
কি বোঝাতে চাইছো এখনো? সরো, হট্ যাও, একটুও পাকামো কোরো না।
দেখেছি তো তোমাদের নাচানাচি এতোদিন, এবার থামাও, ক্ষ্যামা দাও।

রূপকথা শুনিয়ে শুনিয়ে আর কতো রাত অকারনে পার কোরে দেবে?
মাটি কোরে দেবে আর কতো রাত কল্পিত আতংক দিয়ে সাজিয়ে সময়?
আসমানে ফেটে গেছে চাঁদের কার্পাস গুটি, জোস্নার সোনালি তুলো ওড়ে,
গাঙের কিনার ঘেঁষে দল বেঁধে হরিনেরা পান করে আলোর আরক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত ঝ'রে গেছে, দিন মনেও রাখেনি কারো অনাবিল হৃদয়ের ঘ্রান—
সভ্যতার বিষাক্ত নিশ্বাস লেগে মানুষ গুটিয়ে গেছে শামুকের মতো।
এতো ছোটো হয়ে গেছে আজ মানুষের বিশাল হৃদয়। হায় এতো ছোটো,
নিজের জন্যেও তার অবশিষ্ট এক ফোঁটা জাগা নেই নিজের হৃদয়ে!

জানি না কতোটা পথ গেলে পর ফিরে পাবো মুক্ত মাঠ, নির্মল হাওয়া—

২৮.০৮.৯৭ রাজাবাজার ঢাকা

সাধারনের নিয়ম রীতি

দেখলাম জনতার রাজপথে প্রানবন্ত বিজয়ী জনতা,
আনন্দমাখানো মৃত্যু আর শোক চেপে রাখা উল্লাসের হাসি।
দেখলাম, কুশপুত্তলিকার দুর্বল অসহায় হাত কি রকম
দ্রুত সম্মিলিত মানুষের উত্তোলিত হাতে হাতে ঘুরে ফেরে।

মিলিত মানুষ তার স্বপ্নসহ কি বিপুল অগাধ ক্ষমতা
দেখলাম প্লাবনের কাছে কতো অসহায় সুপ্রাচীন বট।
ফুঁসে ওঠা জোস্নার কোটাল কতোখানি অনায়াসে নিয়ে যায়
বিশদ স্রোতের টানে খড়কুটো গেরস্থ সংসার—দেখলাম।

বিবিধ বিপত্তি শেষে লখিন্দর ঠাঁই পেলো লোহার বাসরে,
দেখলাম, নির্দেশনা দিয়ে গেলো রাজপথে বিজয় মিছিল।
লোহার বাসর ঘরে তবু থেকে যায় সূচাগ্র গোপন পথ,
তবু চিরকাল বেহুলার ভাগ্যে নামে বঞ্চনা, অপার ক্ষতি।
চিরকাল বিজয়ের স্বর্নরেনু ভোগ করে গুটিকয় দেহ—

মিছিলের বিরুদ্ধ শিবিরে যারা এতোদিন উচ্ছিষ্ট গিলেছে,
তাদের অনেককেই দেখলাম নৃত্যরত বিজয় মিছিলে।
দেখলাম দরবার নটিনীরা অতি দ্রুত ঠাঁই করে নেয়,
কুকুরেরা সযত্ন পাহারায় রাখে শেয়ালগুলোকে আর
গাভীদের মৃত্যুশোকে চোখ মোছে শকুনেরা বেদনার্ত মনে,
দেখলাম, এ-ও তো দেখতে হলো উল্লাসের মুখর আলোয়।
নৌকোর বিরুদ্ধে হাতি, ঘোড়ার বিরুদ্ধে খাড়া মন্ত্রি মহোদয়,
দেখলাম, চোখে মাখা স্বপ্নগুঁড়ো উদ্বেলিত ব'ড়ে সাধারন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবলি এগিয়ে যায় ইতিহাস নির্ধারিত সামনের দিকে,
এ-ছাড়া পেছনে তার ফেরার উপায় নেই, বন্ধ সব পথ।

দাবার চালের মতো কেবলি সামনে চলা ব'ড়েদের রীতি।।

২৪.০৮. ৯৭ রাজাবাজার ঢাকা

বিচারের কথা কেউ বলছে না কেন

বিচারের কথা কেউ বলছে না কেন আজো সুতীব্র ভাষায়?
কোথায় লুকোলো তারা রক্তমাখা হাত নিয়ে কার হেফাজতে?
খুনিরা কোথায়? রাজপথ দেখতে চাইছে নির্মোহ বিচার।

উড়ে এসে জুড়ে বসা একটি দশক ধরে হত্যা নিপীড়ন,
শ্বাসরুদ্ধ, কণ্ঠরুদ্ধ, স্বেচ্ছাচারে কলংকিত পুরোটা সময়—
তসরুপ হরিলুটে যারা ছিলো ব্যতিব্যস্ত পেয়ারা গোলাম,
ক্ষমতাকে বক্‌লেস আঁটা কুত্তার মতোন তেল পুষে যারা
এতোদিন কেড়ে খেলো পুরো ননিটুকু দুধের পুরোটা সর।

উন্নয়ন রাজনীতি চর্চা কোরে চিন্নত করেছে যারা ক্যাশ,
ব্যক্তিগত চেকনাই, লাবন্যশোভন মেদ স্বাস্থ্য সমাচার,
কোথায় তাহারা? জনতা দেখতে চায় এর প্রকাশ্য বিচার।

মায়েদের চোখ ভেজা, এখনো বোনের মুখে কৃষ্ণপক্ষ রাত,
অনুজের রক্তের ভেতর পুড়ছে এখনো কোনো এক লরী,
কোনো এক শুল্কহীন শ্রীমতী পাজেরো জিপ, দীপ্তিময় ক্রলিং।

গাছের খেয়েছে সব, কুড়িয়েছে জেনে শুনে তলার পুরোটা,
মিনারে প্রবল কণ্ঠ, মধ্যরাতে ফিস ফিস প্রাসাদে প্রাসাদে—
পচা গলা ওইসব ফ্যাকাশে বীভৎস মুখ দেখতে চায় না,
রাজপথ এখন দেখতে চায় তরতাজা তুমুল তীক্ষ্ণতা,
রাজপথ বিচার দেখতে চায় সততায় নিকশিত রায়।

এখনো মায়ের চোখ ভেজা, বোনেরা পাথর আর অনুজের
রক্তের ভেতরে এক কুশপুত্তলিকা পুড়ছে এখনো, তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাত থেকে জনতা নিয়েছে কেড়ে ক্ষমতার আশ্চর্য প্রদীপ।
ইতিহাস বিকৃত করেছে যারা, তারা কই? কোথায় দস্যুরা?

অপরাধীদের জনতা দেখতে চায় কাঠগড়ায় এখন,
বাহাত্তরের সে-ভুল ফের যেন এই দেশে আবার না ঘটে।।

৭, ডিসেম্বর '৯০ রাজাবাজার ঢাকা

মিছিলে নোতুন মুখ

তুমি নিজেই এসেছো নেমে উন্মাতাল রাজপথে আজ।
দৃপ্ত সাহসী ভঙ্গি, চিবুকের সজিব ঔদ্ধত্য!
চাবুকের টান টান তীক্ষ্নতার মতো তোমার তারুন্য,
তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়া ভবিষ্যত নতজানু তোমার সামনে,
তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ইতিহাস
বড়ো স্বপ্নগ্রস্ত, বড়ো আশাবাদী চোখে।

তুমি নিজেই এসেছো নেমে,
তোমাকে ডাকতে হয়নি সরবে, লিফলেটে, বিটিভি, বেতারে।

বাতাসে নিশ্বাস নিয়ে তুমি টের পেয়ে গেছো
খাবার টেবিলে বোসে তুমি টের পেয়ে গেছো
নিজেরই কণ্ঠস্বর শুনে তুমি টের পেয়ে গেছো
মায়ের মুখের দিকে চেয়ে তুমি টের পেয়ে গেছো
অগ্রজের পাংশু কপালের দিকে চেয়ে তুমি টের পেয়ে গেছো আজ
নিজেই এসেছো তুমি নেমে—

যেন শুক্লপক্ষ জোয়ারের নোতুন জলের স্রোত,
ঝলমলে টাটকা ঘেরান উঠে আসা জনপদ বেয়ে।
যেন, বৈশাখের বক্ষ চিরে ছুটে আসা টালমাটাল হাওয়া,
নিয়ে যাবে সমূলে উড়িয়ে ভাঙা জরাজীর্ন অচল বিশ্বাস।
যেন তা আগুন, পুড়িয়ে করবে খাঁটি বস্তুজাগতিক মন।

তোমাদের পাঠ্যক্রমে ছিলো না মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস
তোমাদের হয়নি শুনতে দেয়া দশ লক্ষ মানুষের সমবেত কণ্ঠধ্বনি,
তোমাদের হয়নি দেখতে দেয়া বাঙালির শ্রেষ্ঠ মানুষটিকেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেবলি কুচক্রে আর মিথ্যাচারে, কেবলি প্রতারনায়
ঢেকে আছে সুদীর্ঘ সময়,
ভুল নায়কের মিথ্যে উজ্জলতা, উৎকীর্ন ফলক-স্মৃতি,
ভুল ইতিহাস লেপন করেছে কালি জাতির ললাটে।

তোমাকে জানতে দেয়া হয়নি তোমার পূর্বপুরুষের সুপ্রাচীন সভ্যতার কথা,
কৃষিকর্মে সুনিপুন, শিল্পে সমাহিত আর সাগর বানিজ্যে ডিঙা সপ্ত মধুকর,
এ-সব তোমার ছিলো কখনো জানতে দেয়া হয়নি তোমাকে—

তবু তুমি নিজেই এসেছো নেমে আজ মিছিলে সবার আগে,
কাঁধে তুলে নিয়েছো বন্ধুর লাশ, অচেনা সাথির দেহ।
প্লাবনের মতো ফিরে দাঁড়িয়েছো বুলেটের বিরুদ্ধে সবাই—

তোমাদের চোখ জুড়ে স্বাধীনতা শুধু এক স্বপ্ন হয়ে আছে,
তোমাদের স্বপ্ন জুড়ে স্বাধীনতা আজো এক শব্দ হয়ে আছে।
এমন কি তোমাদের দৈনন্দিন গৃহস্থালিতেও প্রতিদিন
স্বাধীনতা নিগৃহীত বুড়ো বোকাদের বাজে তর্জনা হেলনে।

স্বাধীনতা মানুষের আজো এক অনলস অগাধ আকাংখা–

স্বাধীন মাটিতে জন্ম তোমার তবুও
শোনিতে এনেছো ব'য়ে দুই হাজার বছর, তারো আগে নির্বেদ সময়,
তোমার উত্থিত হাতে অন্যায়ের অন্তহীন লড়ায়ের স্মৃতি।
তোমাকে জিততে হবে মনে রেখো ফেরার সকল পথ বন্ধ হয়ে গেছে—

২৭ নভেম্বর '৯০ রাজাবাজার ঢাকা

পাখিদের কথা ভেবে ডানা মেলে দিই

১.
সে সময় ছিলো, আজো সে সময় বড়ো বেশি সুসময়—
দু'চুমুক খাওয়া কফির পেয়ালা অপেক্ষা কোরে থাকে,
দু'জনের হাতে কড়া সিগারেট পোড়ে জীবনের মতো,
একটি টেবিলে দুই মহাদেশ মেলে ধরে পরিচয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলো আর ছায়া ঘরখানা জুড়ে ওড়ে প্রজাপতি যেন,
দুইটি নিরব উপস্থিতির যেন করে পরিমাপ।
স্বপ্ন দ্যাখার পথ খুঁজে খুঁজে দুইজনে আসি ফিরে,
দুইটি হৃদয়ে ভিন্ন ভাষায় স্বপ্নেরা বোনে বাসা।

যেন মাকড়শা, যেন বা তা জাল, আটকে ফেলতে চায়।
বন্ধন মানে তবে কি শুধুই কারাগার শৃংখল?
পাখির জীবন তবে কি সত্যি হবে না মানবপুরে?
হবে না কখনো স্বাধীন, যেমন আদিম জীবনে ছিলো?

অর্ধেক খাওয়া কফির পেয়ালা অপেক্ষা কোরে থাকে,
দু'আঙুলে জ্বলে হাত বদলের চিরপবিত্র ধুন।

২.
তারাদের সাথে কি কথা তোমার? নক্ষত্রের চোখে
যে ছবি দেখবে, ছোঁবে যে প্রবল বাসনার বাঁকা স্রোত,
তা কি শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে হবে না কী সরেখা?

না-ও হতে পারে। কেন না বুঝেছি শুধু এ-মাংশ, হাড়,
এই ত্বক, জিভ, মানবীয় জটিল অন্ত্র, পাকস্থলি—
এই শেষ নয়, বুঝেছি বিশদ, এই সব নয়, আরো
আছে এক গাঢ় গভীর আগুন, অথবা শীতল শিলা
অভ্যন্তরে আছে শ্মশানের অগ্নির মতো জেগে,
প্রচুর নিরবে প্রকাশিত তার বিপুল চঞ্চলতা।

৩.
চা, না কফি, হাই? স্মৃতি, না স্বপ্ন, কোথায় মেলেছো পাখা?
সুদূরের কোন পাহাড়বাসীর অবাক বাঁশির সুর
টেনে নিয়ে যায় গৃহকোন থেকে, চোখে ভেসে ওঠে নীল,
চোখে ভেসে ওঠে ঝলোমল নদী পাথর ছড়ানো কূলে।
শুয়ে আছে যেন সবুজ পাহাড়ে রেশমের মতো ঘাসে—
চোখে কি স্বপ্ন? না স্মৃতির খুব গহনে তলিয়ে আছো?
নাকি তুমি ওই পাহাড়ি বাঁশির সুর হয়ে গেছো নিজে!
আমি শুয়ে আছি সবুজ পাহাড়ে রেশমের মতো ঘাসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪.
চা, না কফি, নাকি অবিরল এই স্বপ্ন-আরক পান?
স্বপ্ন-নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা সন্ধার সীমানায়
পাখি হতে চেয়ে আক্ষেপে পোড়ে মানবদেহের খাঁচা।
খাঁচা খুলে যদি একবার ওড়া যেতো আকাশের নীলে!
যদি ছোঁয়া যেতো নক্ষত্রের সোনালি আলোর দেহ!

পাখি হয়ে যাই, অথচ খুলতে পারি না দেহের খাঁচা,
ডানা ঝাপটাই অভ্যন্তরে স্বপ্নের ডানা নাড়ি।

৫.
ছুঁয়ে দিলে যদি মনে হয় তারে শুধুই মাংশ, ত্বক,
শুধুই শরীর, শুধু এক বুনোউল্লাস মাখা তনু।
যদি মনে হয় দেহের অতীত কিছু নেই কোনোখানে,
দেহহীন কিছু কখনো মানুষ পায়নি নিজের কাছে।

বস্তুর সাথে মিশেছে শক্তি, পাথর এবং প্রান
অনাদিকালের ধারায় করেছে নিয়ত বিনিময়।

৬.
বলা ভালো এরে উদ্ভিদের প্রাথমিক সরলতা,
পাখিদের কথা মনে রেখে ভাবা ভালো আকাশের রঙ।
কেননা আকাশ চিরকাংখিত, চিরকাংখিত ডানা,
রুপোলি একটি পালকের খোঁজে কেটে গেছে শৈশব,
কেটে গেছে ঘোর রৌদ্রের দিন ডানাহীন, প্রান্তরে।

তাহলে কি শুধু ছায়া খুঁজে ফেরা সৌর সীমানা জুড়ে!
তাহলে কি শুধু বৃক্ষের ডাল বনে বনে খুঁজে ফেরা!

কেন ছায়া চাই? রৌদ্রের খুব মুখোমুখি যদি হোই,
যদি সূর্যের সোনালি শিখায় ঝলসায় এই ত্বক,
সেই তো শোভন। তাই ফুটে থাকি সূর্যের বিপরীতে
সূর্যমুখীর পাপড়ির মতো সুতীব্র অভিলাষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭.

চা, না কফি, না, না—এখন ওসবে নাগাল পাবে না খুঁজে,
মগজের চৌরাস্তা এখন কোলাহলময় নদী।
অন্য তৃষ্ণা কথা বলে খুব রক্তের নির্জনে,
অন্য হৃদয়, অন্য আঙুল, অন্য একটি চোখ
তাকায় তুমুল চোখের ভেতর ভেতর-চোখের দিকে।।

২১.০৫.৯৭ ধানমণ্ডি ঢাকা

চুটকি

১.

বোধের গোড়ায় ঢেলে কাড়ি কাড়ি জল
একটিও তাজা ফুল ফোটানো গেল না।
অথচ জলার ধারে কতো ফুল ফোটে,
একটিও ফুল তার বাঁচানো গেল না।।

২.

পুঁজিবাদ বলেঃ বাদ, আর সব বাদ,
আমার শরীর দ্যাখো কেমন নিখাদ।
বস্তিতে শুয়ে ছিলো অনিশ্চয়তা,
সে বলেঃ কে জানে ভালো আমার চেয়ে তা??

৩.

মেয়েটা ভীষন পাজি, বেয়াড়া দ'চোখ,
অকারনে চারপাশে বেশরম ঝোঁক।
সেকারনে সুখে আছি নাদান শায়ের,
আমার কিছুই নয়, আমার ভায়ের।।

৪.

খয়ের না খেয়ে তুমি হয়েছো এতোটা!
এতোখানি খয়ের খা আগে তো বুঝিনি।
আপনার আশির্বাদ, সত্যি বলি বস্,
আপনার ছত্র থেকে সূচাগ্র সরিনি।।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫.
কোন দেশে চ'লে আসি হেঁটে আন্দাজি!
শ্রমিকের পেশী নেই, মাংশ নেই গায়।
হাড্ডিসার হাতগুলো বৈঠা টেনে যায়,
হাসিমুখে গান গায় বিটিভির মাঝি।।

২৫.০৬.৯৭ রাজাবাজার ঢাকা

আমরা অনার্য

আমরা অনার্য—আজ এই কথা বলুক সবাই।
বাঙালী না বাংলাদেশি, হিন্দু না বৌদ্ধ মুসলমান
বন্ধ হোক এই সব অর্থহীন তর্কের প্যাঁচাল।
আমরা অনার্য, আজ এই কথা বলুক সবাই—

আর্য নয়, ফিরিঙ্গি, মোঘল নয় পাহাড়ি পাঠান,
আমরা অনার্য লোহু, এ-মাটিতে আদিম বসত।
এই মাটি, জল, নদী, সমতল ও-চরের ভূমি
সাক্ষী দেবে, বোলে দেবে আমাদের পরিচিত নাম।
আমাদের শ্রমের ঘামের জলে এ-মাটি ভিজেছে—
সাক্ষী দেবে ঘাসফুল, ফসলের পোঁয়াতি আদল।

কৃষিসভ্যতার আদি সোনালিমা পতাকা উড়িয়ে
আমরাই বাজিয়েছিলাম স্নিগ্ধ জীবনের বাঁশি।
সুষম বণ্টন আর গ্লানিহীন শ্রমের সময়
দিয়েছিলো আমাদের আনন্দের উন্মাতাল দিন।

আমরা দেখিনি আগে বৈষম্যের বৈদিক কুঠার,
শোষনের কালো চাকা, ক্ষমাহীন করাল চাবুক,
আমরা দেখিনি কোনো মানুষের রক্তমাখা দাঁত।
শিল্পের নিমগ্ন তারে ছিলো রাখা শোভন আঙুল,
আমাদের কণ্ঠে ছিলো প্রাকৃতিক সুরের সৌরভ,
আর ছিলো বুকজোড়া আদিগন্ত নগ্ন ভালোবাসা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুদূরে আঙুল তুলে তীর্থভূমি কে দ্যাখায় ওই?
আমাদের তীর্থ আজো পরিপূর্ন ফসলের ক্ষেত,
আমাদের ধর্ম আজো ফসলের সুষম বণ্টন—
হোক তবে রুগ্ন এই ফসিল রাত্রির অবসান।
আমরা অনার্য, আজ এই কথা বলুক সবাই,
টেবিলের তর্কগুলো গিলে ফ্যালো যার যতটুকু।
জীবনের আনাচে কানাচে যারা বিদ্বেষের বিষ
ছড়িয়েছে বিভেদের রঙমাখা সোনালি বাতাস,
তাদের বিপক্ষে হাত প্রতিবাদে হোক একত্রিত,
আমরা অনার্য—আজ এই কথা বলুক সবাই।

আমাদের পেশী ছিলো, আজো আছে, বন্দি শস্যক্ষেত,
ভ্রান্ত সব আইনের জালে বন্দি জিভ ও জবান।
সনাতন পাকস্থলি অধিকাংশ অপুষ্টিতে রয়েছে,
আর খাদ্য জমে আছে কতিপয় তস্করের ঘরে,
অকারনে অর্থহীন চর্বি এসে ছেয়ে গেছে দেহ।
কে তুমি শেখাতে চাও মানুষের ভিন্ন বিভিন্নতা?

সামনে বাড়িয়ে হাত আঙুলের বৈষম্য দ্যাখাও?
কে তুমি নাড়িয়ে জিভ অস্বীকার করো সাম্য-শ্লোক?
দাঁড়াও সমুদ্র তীরে, চেয়ে দ্যাখো জলের বিস্তার,
তাকাও নীলিমা নীলে, দ্যাখো নীল বিশাল উপমা
সম্মিলিত মানুষের, আর দ্যাখো বৈশাখের ঝড়—
তোমার বিকল্প তুমি, আর সব মহান ভনিতা।

যেখানে যাবার কথা ভেবেছিলো গুহার মানুষ,
যাইনি সেখানে, আজ সভ্যতার সিঁড়ি ভেঙে
আমরা এসেছি এক আনবিক ব্রীজের উপর,
ধংশের শ্বাপদ জিভ চারিপাশে লকলক জ্বলে।

পাললিক মাটি, জল, অরন্য ও শস্যের সন্তান,
তাকাও সূর্যের দিকে, শিখে নাও বিপুল দহন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মার ভিতরে ফিরে জ্বলে ওঠো রক্তের ভাষায়—
ভাসায় কে, মাটিতে শিকড় যার রয়েছে প্রোথিত!!

০৭.১২.৯৪ রাজাবাজার ঢাকা

বেহুলার ভেলা ভাসে সময়ের তুমুল তুফানে

পেছনে তাকিয়ে দ্যাখো, তারপর সামনে তাকাও।
রক্তের স্মৃতিরা এসে ভিড় করে স্বচ্ছ জানালায়,
চেয়ে দ্যাখো রাজপথে স্বপ্নবান মানুষের ঝড়,
আন্দোলনের প্লাবন প্রতিরোধ করে কুকুরেরা—

রক্তমাখা মসনদে বোসে আছে রেহায়া প্রতীক
দুঃশাসনের, কায়েমি শোষনের নগ্ন প্রতিনিধি।

পেছনে তাকিয়ে দ্যাখো, বার বার ভুল হয় কেন?
শেষ আঘাতের আগে কেন যায় হারিয়ে হাতুড়ি?
নড়বড়ে খুঁটিগুলো কে গোপনে বানায় সবল?
কারা যায় মাঝরাতে প্রাসাদের গোপন বৈঠকে?

আন্দোলন বিক্রি কোরে কেউ কেউ সেজেছে সেয়ানা,
সুবিধার চর্বি মেখে চকচকে তাদের জীবন!
রক্তপায়ী ডাকুরারা নিরুদ্বেগ আজো বেঁচে আছে।

পা চাটা কুকুরগুলো প্রকাশ্য ও গোপন রাস্তায়
আখের গোছায় আজ মানুষের মৃত্যু বিক্রি কোরে।
মিছিলের মধ্যে থাকে কিছু কিছু গোপন মনসা—

সময় সুযোগ মতো বেহুলার লোহার বাসরে
ঢুকে পড়ে কালনাগ জলপাই রঙের শরীর,
লখিন্দর—আন্দোলন নীল হয় বিষের ছোবলে।
বেহুলার ভেলা ভাসে মানুষের নিভৃত ভাষায়—

রক্তাক্ত ফাল্গুন জ্বলে কার্তিকের উন্মাতাল দিন,
নুর হোসেনের দেহ দীপ্ত তেজে ঝলমল করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্রাকের চাকায় পিষ্ট ছেলেগুলো বিধ্বস্ত গ্রেনেড,
একাত্তর জ্বলে ওঠে চেতনায় প্রবল আগুনে।
তবু কেন প্রতিবার ভুল হয়, ভুল থেকে যায়?
স্বপ্ন-যাত্রা-পথে থাকে কতিপয় স্বপ্নভুক কীট।

কেন থাকে কোকিলের সম্মেলনে কিছু কিছু কাক?
দেয়াল ভাঙ্গার দলে থাকে কেন দেয়াল নির্মাতা?
আজো দেখি তত্ত্বপ্রিয় অনর্থক টেবিল-তাত্ত্বিক
মাঠের ভূমিকা নিয়ে দূরে বোসে গলাবাজি করে।

রোদ্দুরে শুকোয় রক্ত, ধুয়ে যায় অকাল বৃষ্টিতে,
জীবনের কোনো ক্ষত শুকোয় না কোনো রক্তপাত।
জাতির ললাট জুড়ে যে বেদনা রচিত হয়েছে,
কোন শুশ্রূষায় বলো আজ তাকে করবে মোচন?

ষড়যন্ত্রের গোপন কালো মেঘ চারপাশে আজ,
বিধ্বস্ত হয়েছে দ্যাখো বিশ্বাসের সমাধীর ভিত।
মিছিলের অগ্রভাগে যারা হাঁটে নিশ্চুপ গম্ভীর,
বুলেটের সামনে তারা কখনো দাঁড়ায় না জানি—
তাদের রয়েছে ঘর সুসজ্জিত নরোম বিছানা,
রয়েছে বানিজ্য ব্যবসায় আধুনিক দ্রুতযান,
নিশ্চিত আগামি আর পরিপুষ্ট ব্যাংকের ব্যালেন্স,
এরা কি ভাঙতে চাবে কোনদিন বৈষম্যের খাঁচা?

শুধুমাত্র পাকস্থলি—আর সব শিকেয় উঠেছে
এমন জীবনে যারা পুড়ে মরে সারাটি সময়,
চারপাশে অন্ধকার নিয়ে যারা পাড়ি দেয় দিন—
কোথায় তাদের হাত? বুকজোড়া আক্রোশের ফনা?
সম্মিলিত মানুষ কোথায়? কেড়ে নেবে যারা এই
গুটিকয় সোনার চামচ, আর বনেদি দেয়াল
ভেঙে দিয়ে একাকার কোরে দেবে—কোথায় মানুষ?
বেহুলার ভেলা ভাসে সময়ের তুমুল তুফানে।।

১৪.১২.৯৪ মোংলা বন্দর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মান্ধের ধর্ম নেই, আছে লোভ, ঘৃন্য চতুরতা

যেমন রক্তের মধ্যে জন্ম নেয় সোনালি অসুখ,
তারপর ফুটে ওঠে ত্বকে মাংশে বীভৎস ক্ষতরা।
জাতির শরীরে আজ তেম্নি দ্যাখো দুরারোগ্য ব্যাধি
ধর্মান্ধ পিশাচ আর পরকাল ব্যবসায়ি রূপে
ক্রমশ উঠছে ফুটে ক্ষয়রোগ, রোগের প্রকোপ।

একদার অন্ধকারে ধর্ম এনে দিয়েছিলো আলো,
আজ তার কংকালের হাড় আর পচা মাংশগুলো
ফেরি কোরে ফেরে কিছু স্বার্থান্বেষী ফাউল মানুষ—
সৃষ্টির অজানা অংশ পূর্ন করে গালগল্প দিয়ে।
আফিম তবুও ভালো, ধর্ম সেতো হেমলক বিষ।

ধর্মান্ধের ধর্ম নেই, আছে লোভ, ঘৃন্য চতুরতা,
মানুষের পৃথিবীকে শতখণ্ডে বিভক্ত করেছে
তারা টিকিয়ে রেখেছে শ্রেণীভেদ ঈশ্বরের নামে।
ঈশ্বরের নামে তারা অনাচার করেছে জায়েজ।

হা অন্ধতা! হা মূর্খামি! কতোদূর কোথায় ঈশ্বর!
অজানা শক্তির নামে হত্যাযজ্ঞ কতো রক্তপাত,
কতো যে নির্মম ঝড় বয়ে গেলো হাজার বছরে!
কোন সেই বেহেস্তের হুর আর তহুরা শরাব?
অন্তহীন যৌনাচারে নিমজ্জিত অনন্ত সময়?
যার লোভে মানুষও হয়ে যায় পশুর অধম!

আর কোন দোজখ বা আছে এরচেয়ে ভয়াবহ?
ক্ষুধার আগুন সে-কি হাবিয়ার চেয়ে খুব কম?
সে-কি রৌরবের চেয়ে নম্র কোনো নরোম আগুন?

ইহকাল ভুলে যারা পরকালে মত্ত হয়ে আছে,
চলে যাক তারা সব পরপারে বেহেস্তে তাদের।
আমরা থাকবো এই পৃথিবীর মাটি জলে নীলে,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বন্দ্বময় সভ্যতার গতিশীল স্রোতের ধারায়
আগামির স্বপ্নে মুগ্ধ বুনে যাবো সমতার বীজ।।

২৪.০৮.৯৫ রাজাবাজার ঢাকা

একই সাপের দুই মুখ

একতার লোহার বাসরে আজ ঢুকে গেছে
মনসার সাপ,
ছোবল দিয়েছে বুকে সূতানালি বিরোধের ফনা।
আন্দোলন বেহুলার স্বপ্নাহত জীবনের মতো
থুবড়ে পড়েছে মুখ,
তৃতীয় বিশ্বের এই পাতানো খেলার মাঠে।

এইখানে মনসা ও চাঁদ বেনে একই স্বভাব,
একই মুদ্রার তারা এপিঠ ওপিঠ।
যে সব পুতুল নাচে এদেশের মঞ্চে মঞ্চে,
সড়কে ও মিছিলের আগে,
তাদের সবার সুতো নাড়ে চাড়ে দূরে-বসা একই আঙুল।

লখিন্দর-মানুষের বিষে-নীল জীবন যখন
যন্ত্রনায় অসহ্য অস্থির, ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়
মনসার সাপের উপর,
চাঁদ বেনে সামনে এগিয়ে আসে নিপুন মুখোশে।

না ডান, না বামকুল, কোনো কূলে কখনো ভেড়ে না,
বেহুলা-স্বপ্নেরা শুধু ভেসে যায় উদ্দেশ্যবিহীন—
কষ্টের ভেলায় চড়ে মৃত সব দীপ্ত লখিন্দর
দেখে যায় জীবনের বাঁকে বাঁকে নানান রঙের
সাজানো উজ্জ্বল সব প্রতারনা, ভুল ব্যাকরন।

এইখানে বিরোধী ও মসনদী একই সাপের দুই মুখ।।

০১.১০.৯১ রাজাবাজার ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারলৌকিক মুলো

ঝুলিয়ে দিয়েছে সম্মুখে এক পারলৌকিক মুলো,
ভীতি ও লালসা নাকের ডগায় কেবলি উড়ায় ধুলো।

এইবার চোখে প'রে নাও কালো অন্ধত্বের ঠুলি,
যে যতো অন্ধ তার ততো বেশি বিশ্বাসী বোলে নাম।
বিশ্বাস করো, তাহলেই হবে, পেয়ে যাবে রোশনাই।

তর্ক কোরো না ইবলিশ তবে চড়বে তোমার কাঁধে,
মহৎ তারাই ধর্মের নামে যারা করে তেজারতি।
অন্যের কাঁধে চড়ে যারা বাঁচে পরগাছা তার নাম,
স্মরনীয় তারা, অনুসরনীয়—তাদের পেছনে ছোটো।

বিশ্বাস করো, তর্ক কোরো না, তাহলেই হবে সব,
ষোড়শী তরুনী, তহুরা শরাব, আরো যতো আশনাই।
সব পাবে শুধু বিশ্বাস কোরে অন্ধ বানাও চোখ,
ইহকাল হোক ঝরঝরে পাবে পরকাল পুরোপুরি।

এখানে কষ্ট, অনাহার আর অন্যায়ে ঠাসা দিন,
এসবই মায়া, দুদিনের সুখ দুদিনের মুসাফিরি।
দুনিয়াদারির ভুলে যাও সব, মুছে দাও লেখাজোখা,
দুনিয়া মিথ্যা, পরকাল হলো সবচেয়ে বেশি খাঁটি।

বিশ্বাস করো, দেখছো যা সবি মিথ্যা এবং ফাঁকা,
যা কিছু দ্যাখোনি সত্যি সেসব বিশ্বাস করো —চুপ্!
এই বিশ্বাসে চোখ দুটো খুলে ছুঁড়ে দাও ইহকালে,
আর মগজের সচেতন কোষে তালাচাবি এঁটে দাও।
এই তো শাবাস! এখনি তুমি প্রকৃত ঈমানদার।।

২৭.১০.৯৬ মিঠেখালি মোংলা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাগেরহাট

বাঘের অথবা বাগানের হাট তা নিয়ে তর্ক আছে,
মানুষের হাতে আবাদ হয়েছে এই কথা চিরায়ত।
অরন্য আর পলিমাটি তীরে পাথরের কারুকাজ,
মেঝে, গম্বুজে, খিলানে, খুঁটিতে দূরাগত প্রস্তর,
বিস্মিত করে স্বাভাবিক মন, বিস্ময় জাগে বোধে
আর সে সুযোগে অতিলৌকিক কাহিনী গজায় ডানা,
মানুষের কাজ, অবদানগুলো রটে জ্বীনদের নামে।।

এক জ্বীন সে তো বেহেস্তি মিনা, আর কোনো জ্বীন আছে?
পিরামিড তবে কোন জ্বীনদের কাজের নিদর্শন?
অথবা কুতুব, চিনের দেয়াল কিংবা তাজমহল?
কোন জ্বীন এসে তৈরি করেছে বুড়িগঙ্গার সেতু?
পৃথিবীর সব নির্মানে মাখা শ্রমিকের তাজা ঘাম,
মানুষের মেধা, পেশীর সাহসে এই সভ্যতা গড়া।

এদেশের জীন কেরুর বোতলে বন্দি হয়েছে সব।।

০১.০৬.৯৫ মোংলা বন্দর

AMARBOI.COM

নির্বিরোধ কৃষ্ণচূড়াপুর

যদি হাতে রাখি, আর না দিই ফেরত,
ভুলে রাখি সংগোপন সিন্দুকের নিভৃত মহলে—
তাহলে নিসর্গ জুড়ে শুরু হয় তুমুল মাতম,
জলোচ্ছাস ফুঁসে ওঠে, লকলকে জিভে তার
ধংশের সূচনা লেখা।

আর যদি ছেড়ে দেই, যদি বলি ঃ নিয়ে যাও,
তোমাকে বিশ্বাস কোরে ফিরিয়ে দিলাম সব–
তবে ভূমিতে কম্পন উঠে ধসায় ভিতের মাটি,
ফাটলের শূন্যতায় ঝুলে থাকে ত্রিশঙ্কু সময়,
চেতনার মাংশখণ্ড কেটে নেয় কামোটের দাঁত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক এ-রকম এক সন্ধার দরোজা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছি—

অথচ আমার লক্ষ্য স্থির।
আমাকে ফিরতে হবে নিসর্গের সর্বোত্তম প্রশান্ত উঠোনে,
আমাকে ফিরতে হবে নির্বিরোধ কৃষ্ণচূড়াপুর।।

১১.০৬.৯৫ মোংলা বন্দর

স্বপ্নগ্রস্ত/ফিরেছি স্বদেশে শ্রান্ত সিন্দাবাদ

ঘুমের ভেতরে জেগে উঠে দেখি ঘুমিয়েছি বহুখন।

যেন আরব্য রজনীর এক হাজার বছর শেষে
ফিরেছি স্বদেশে স্বজনের কাছে শ্রান্ত সিন্দাবাদ।
অথচ আমার ঘাড় থেকে আজো নামাতে পারিনি দ্যাখো
অন্ধ বধির দৈত্যটি ঘাড়ে চেপে আছে অবিকল।

ঘুমের ভেতর এতোদিন আমি ঘুমিয়ে ছিলাম হায়!
এর মধ্যেই বদলে গিয়েছে পৃথিবীর প্রতিবেশ,
শেষ হয়ে গেছে বৃক্ষের দিন, পাখিদের সংসার।
মধ্যপ্রাচ্যে মঞ্চ সাজায় মানবিক অভিনয়—

এইভাবে যদি ঘুমের ভেতরে ঘুমিয়ে পড়তে থাকি,
আর প্রতিদিন পাল্টাতে থাকে পরমানু অবয়ব,
আর প্রতিদিন বদলাতে থাকে মানুষের দাঁত-নোখ।
বদলাতে থাকে শাহেরজাদীর গল্পের পটভূমি।

তবে নির্ঘাত তেলসংকটে ধরা খাবে তেলা-মাথা,
অতেলার তেল কখনো ছিলো না আঁতেলের অভিধানে।
আঁতেল মত্ত তেলের তত্ত্বে, তখ্‌তে তেরশ হাতি,
বগলের নিচে ছাতি নিয়ে ছাতি নামিয়ে এশিয়া হাঁটে।

ঘুমের ভেতর ঘুমিয়ে আবার স্বপ্ন দেখতে থাকি,
কী অবাক সেই স্বপ্নদৃশ্যে আবার ঘুমিয়ে পড়ি।
এইভাবে ঘুমে স্বপ্নে ও ঘুমে ঘুম ও স্বপ্ন চলে,
অন্ধ বধির দৈত্যটি ঘাড়ে চেপে থাকে অবিকল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবুদের দেখে কাবু অবস্থা হাই তোলে হাইফেন,
পুবের কাকটি পশ্চিমাটিকে ঠোঁট নেড়ে বলে—হ্যালো??

৩০.০৫.৯৭ রাজাবাজার ঢাকা

বৃষ্টির ঘ্রান দেখে/ছুঁয়ে আছি নশ্বর মাংশের দেহ

দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? বাঁক পেরোলেই ঝর্না,
আর ঝর্না মানেই তোমার চুল, কালো জল।
থামলে যে? পাড় ধরে হেঁটে যেতে থাকি,
জানি না কি ফুল, তার নাম, তবে আছে
অচেনা অনেক ফুল।
অচেনা ইচ্ছার মতো ফুটে থাকে বুকের বাগানে—
দাঁড়ালেই থেমে যাবে, ভালোবাসা হাঁটি চলো।

হাঁটিতে হাঁটিতে ভালোবাসা, চলমান স্মৃতি
হাঁটিতে হাঁটিতে কিশোরের গোলাপি মার্বেল
কুড়িয়ে পাবার মতো সুখ।

হাঁটিতে হাঁটিতে সুদূরের নিবিড় দিগন্ত,
যেন এগুলোই ছোঁয়া যাবে সরোম আঙুলে তার
নিভৃতের দুঃখ কষ্ট,
নিরালোকে ফুটে থাকা স্বপ্নময় হৃদয়-গোলাপ।

আসলে তো পরস্পর পরস্পরের দিগন্তে দেখি মেঘ,
আমরা বৃষ্টির ঘ্রান দেখে চৌচির প্রানের জন্যে,
শস্যহীন হৃদয়ের জন্যে আশাবাদী হয়ে উঠি—
পরস্পরের দিগন্ত ছুঁতে চাই, ছুঁতে চাই
দিগন্তের মেঘ।

হৃদয়-দিগন্ত ছুঁতে চেয়ে একদিন জেগে উঠে দেখি
ছুঁয়ে আছি পরস্পর আমাদের নশ্বর মাংশের দেহ।।

০১.১০.৯৬ রাজাবাজার ঢাকা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক গ্লাস অন্ধকার

এক গ্লাস অন্ধকার হাতে নিয়ে বোসে আছি।
শূন্যতার দিকে চোখ, শূন্যতা চোখের ভেতরও—
একগ্লাস অন্ধকার হাতে নিয়ে একা বোসে আছি।

বিলুপ্ত বনস্পতির ছায়া, বিলুপ্ত হরিন।
মৌশুমী পাখির ঝাঁক পালকের অন্তরালে
তুষারের গহন সৌরভ ব'য়ে আর আনে না এখন।

দৃশ্যমান প্রযুক্তির জটাজুটে অবরুদ্ধ কাল,
পুর্নিমার চাঁদ থেকে ঝ'রে পড়ে সোনালি অসুখ।
ডাক শুনে পেছনে তাকাই—কেউ নেই।
এক গ্লাস অন্ধকার হাতে নিয়ে বোসে আছি একা . . .

সমকালীন সুন্দরীগন অতিদ্রুত উঠে যাচ্ছে
অভিজাত বেডরুমে,
মূল্যবান আসবাবপত্রের মতোন নির্বিকার।
সভ্যতা তাকিয়ে আছে তার অন্তর্গত ক্ষয়
আর প্রশংসিত পচনের দিকে।

উজ্জলতার দিকে চোখ, চেয়ে আছি—
ডীপ ফ্রিজে হিমায়িত কষ্টের পাশেই প্রলোভন,
অতৃপ্ত শরীরগুলো খুঁজে নিচ্ছে চোরাপথ—সেক্সড্রেন।

রুগ্নতার কাঁধে হাত রেখে সান্ত্বনা বিলাচ্ছে অপচয়—
মায়াবী আলোর নিচে চমৎকার হৈ চৈ, নীল রক্ত, নীল ছবি।

জেগে ওঠে একখণ্ড ধারালো ইস্পাত–চকচকে,
খুলির ভেতরে তার নড়াচড়া টের পাই শুধু।

ইতিমধ্যে ককটেলে ছিন্নভিন্ন পরিচয়, সম্পর্ক, পদবী—
উজ্জলতার ভেতরে ফনা তুলে আর এক ভিন্ন অন্ধকার।
গ্লাসভর্তি অন্ধকার উল্টে দিই এই অন্ধকারে।।

০১.১০.৯৬ রাজাবাজার ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলাধুলার সরল অংক

একবারও না হেরে তুমি সবটা জিততে চাও—
অথচ তোমার হাতে সবচেয়ে ছোট তাস, রঙ
একটাও নেই। নেই বাদশা বা বিবি, অধিনস্থ
নিতান্ত গোলাম কেউ, অন্য হাতে টেক্কার টক্কর।

প্রতিবার জিতে যেতে চাও তুমি প্রতিটি খেলায়,
মন্ত্রি নেই, নিহত ঘোড়ারা, একখানা মাত্র হাতি,
টলোমলো নৌকাখানা, ছত্রভঙ্গ ব'ড়ে সাধারন—
তবু তুমি জিতে যাচ্ছো, আমি শুধু হারছি, হারাচ্ছি।

হেরে যাচ্ছি—হাতে টেক্কা, বড়ো তাস, খেলতে পারিনি,
এক কোনে মন্ত্রি স্থির, সেনাদল নিরস্ত্র, নিশ্চল।
হেরে যাচ্ছি—ইনসুয়িং ভেঙে দিচ্ছে মধ্য স্ট্যাম্প, বেল
ফেলে দিচ্ছে ক্ষীপ্র কিপারের হাত, ব্যাট উঠছে না।

ক্রমাগত হেরে যাচ্ছি, জিতছো তুমিই শুধু একা,
খৃস্টপুর্বাব্দের কোনো এ্যারেনায় যেন হলো দ্যাখা—

মুখোমুখি, চোখে চোখ, বিন্দু বিন্দু ঘামের শিশির
আরক্তিম গালে ও কপালে, উড়ন্ত ডানার মতো
ভুরু, হাতে ঝলসাচ্ছে শেষ খেলা, জীবন বা মৃত্যু।

মুহূর্তে স্পর্শের খুব কাছাকাছি দুই জোড়া চোখ,
হৃদয়ের নিকটবর্তী হৃদয়, দুরু দুরু বুক,
নিশ্বাসের ঘ্রান পাচ্ছি, কেঁপে ওঠে তোমার দু'ঠোঁট—
'ভালোবাসি, মানব জনম সাক্ষী ভালোবাসি।' আমি
সমস্ত খেলায় এই একবার বিজয়ী হলাম।।

২৮.১০.৯৬ মিঠেখালি, মোংলা

তছনছ বিশ্বামিত্র

ধ্যান ভেঙে গিয়েছে আমার—
নিমগ্নতা ভেঙে গেছে খান খান আরশিমহল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে তুমি দাঁড়ালে এসে মানব মেনকা?
ছিঁড়ে গেলো নিমগ্ন সেতার,
তৃষ্ণা বাড়ালো দু'হাত শোনিতের নিভৃত শিকড়ে
জ্বলে উঠলো আগুন
ধারালো বর্ধিষ্ণু এক কোমল আগুন।

কে তুমি দাঁড়ালে এসে মানব-পিপাসা?
এক পশলায় ঝ'রে গেলো
দীর্ঘতম সঞ্চয়ের সবটুকু মেঘ,
তৃষ্ণার্ত লালায় ধুয়ে গেলো চন্দনতিলক,
শুকনো ঠোঁটের মাটি ভিজে গেলো
বৈশাখের প্রথম বৃষ্টিতে।

অসতর্ক লাঙলের ফলা ছিন্নভিন্ন কোরে দিলো
চাষযোগ্য সবটুকু জমি, জমির গভীর।
নিশব্দ তাণ্ডবে তছনছ হলো ত্বক,
ফুলের পাপড়িগুলো ঝ'রে ঝ'রে পড়লো মাটিতে।
নিভৃত গর্জনে ফুলে উঠলো সমুদ্র যেন,
অবিরাম ঢেউএর ঝাপটায় টলোমলো উপকূল,
লুটিয়ে পড়লো পাড় কোমল বসতি।

আর তুমি ঝড় শেষে ফিরে গেলে অচেনা কোথাও—
ধ্যানভ্রষ্ট বিশ্বামিত্র তছনছ নিজের আগুনে
একাকি পুড়ছি আমি এক দ্বৈত অনুশোচনায়।।

প্রজাপতির স্বভাব

দুএকটি গোপন চুমুর স্মৃতি তুমিও লুকিয়ে রাখো,
কে না রাখে!
অথচ গর্বিত অস্বীকার মেখে যখন নিজেকে মেলে ধরো
তাকেও সুন্দর মনে হয়,
মনে হয় এই সে প্রথম ফুল, প্রথম প্রকাশ।

বিষন্ন কষ্টের ভাঁজ খুলে খুলে যখন লুটায়,
বিকেলের আলোর মতোন হৃদয় যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুব বেশি খোলামেলা হয়ে আছে,
তখন পাখির মতো একজোড়া ঠোঁট যদি ছুঁয়ে যায়
যদি পালকের মতো স্নেহময় একখানা হাত
মুছে দেয় চিবুকের বিষন্নতা—
তাতে কোনো দোষ নেই।
জানি, তারো প্রয়োজন আছে এই ভাঙাচোরা নষ্ট কাঠামোয়।

শুশ্রূষার সব দায় কাঁধে তুলে চিরকাল নিয়েছে নিসর্গ,
কেবল মানুষ তাকে সভ্যতার নাম কোরে সুদূরে ঠেলেছে।

মানুষেরই সম্পর্ক আজ শুধু সমূহ জটিল,
স্বরচিত জালে বন্দি মানুষের আত্মাটিতে
জমে ওঠে তাই এতো কোলাহল, অসহ্য চিৎকার।
খাঁচাকে ভাঙতে চেয়ে ভেঙে ফ্যালে নিজের কাঠামো—

বৃক্ষের বিরোধহীন হৃদয়কে বুকে তুলে নিই,
পাখির ডানার স্বপ্ন মেখে নিই ইচ্ছার পালকে।
অজস্র সুন্দর ছুঁয়ে যদি শিখে ফেলি প্রজাপতির স্বভাব,
ফুলেরা কখনো জানি ধিক্কার দেবে না তাকে।।

০১.১০.৯৬ রাজাবাজার ঢাকা

AMARBOI.COM

নদীর ওপারে থাকে রোদ

নদী পার হয়ে এসো, তা না হলে দ্যাখাই হবে না।
খেয়ায় খোঁয়ারি ভাঙে স্বপ্নগ্রস্ত জলজ যুবক,
সে তোমাকে নায়ে তুলে পৌঁছে দেবে পাললিক তীরে।
তাকে দিও হৃদয়ের মতো লাল একটি গোলাপ—

এখনো ফাল্গুন এসে নাড়া দিয়ে যায়নি বাতাসে,
জলের চিতানো বুক অনাবিল, প্রশান্ত এখনো।
ঢেউ ভেঙে সকলেই পাড়ি দিয়ে আসে না দরিয়া,
স্বপ্নমগ্ন স্নিগ্ধ জলে কেউ কেউ পাড়ি দিতে চায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেছে নিতে পারো এই তির তির শান্ত মুগ্ধ জল,
তা না হলে দীর্ঘকাল প্লাবন ও তুফানের জন্যে
প্রতীক্ষায় থেকে যাবে সুতনুকা তোমার বয়স।

এই পারে আমি এক মরমিয়া তরুর স্বভাব
শিকড়ে শাখায় মেলে ধরে আছি ফুল ও ফসল,
নদী পার হয়ে এসো প্রজাপতি—অথবা পেখম
খুলে ফেলে সবুজ পাতার কাছে ফিরে চাও প্রেম।

এক নদী ব'য়ে যায়, অন্য নদী ভিতরে নিরব,
কার জন্যে কোন নদী, কার খেয়া কোন ঘাটে বাঁধা
জানাই হলো না আজো।
শুধু নক্ষত্রের ঝ'রে পড়া দেখে দেখে রাত বাড়ে,
বেলা যায়—অপেক্ষায় ঝ'রে পড়ে স্বপ্নময় চোখ।

হৃদয়ের সুগভীরে নীল এক ক্ষত পুষে রাখি,
হাত তুলে ডাকি—
নদীটির ওই পারে থাকে রোদ, থাকে সূর্য,
মাঝখানে আশার কুয়াশা ঢাকা বহমান জল।।

০২.১১.৯৬ মিঠেখালি মোংলা

AMARBOI.COM

কুড়িয়ে পেয়েছি একটি আধুলি

কুড়িয়ে পেয়েছি একটি আধুলি, আর অর্ধেক পেলে,
হাতল আঁকড়ে উঠে যেতে পারি, দুঃস্বপ্নের মেলে।

সকলেই শুধু নেমে যেতে চায় যে কোনো ইস্টিশনে–
ভুল ট্রেনে উঠে অনুশোচনায় হয়ে ওঠে মৃত মাছ,
যেন না জেনেই উঠেছে তারা এ অনাকাংখিত ট্রেনে।
কেউ দম্পতি, স্বপ্ন মাখানো অনাবিল মুখখানা
দুমড়ে মুচড়ে হয়েছে এখন ভয়াবহ কদাকার,
যেন মাতালের সামনে পড়েছে মধ্যরাতের থানা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারা যে কি ভেবে উঠে পড়েছিলো কারো আজ মনে নেই,
সৌভাগ্যের দূর-যাত্রায় স্বপ্নের মরীচিকা
টেনে এনেছিলো হয়তো এদের—আজ হারিয়েছে খেই।

অথচ আমার এই ট্রেনটিতে উঠতেই হবে, বুঝি,
একটি আধুলি কুড়িয়ে পেয়েছি, বাকি অর্ধেক খুঁজি।

যে আছে আলোয়, আছে তার রাতে ফেরার সম্ভাবনা,
আছে যে আঁধারে, তার সামনেই উজ্জ্বল আলোময়
ফুটে উঠবার অপেক্ষা নিয়ে রয়েছে রোদের কণা।

পেয়েছে যে তার হারাবার ছাড়া কোনো ভয় নেই আর,
যে পায়নি তার কেবলি রয়েছে পাবার দুর্ভাবনা
হারাবার নেই। রোদের উল্টো পিঠেই অন্ধকার।

এড়িয়ে যাবার প্রশ্ন আসে না, ভেবেই ছেড়ে ছি বাড়ি
দুঃস্বপ্নের শেষে আছে জানি স্বপ্নিল বেলাভূমি,
যতোদূর হোক সোনালি আকাশ, দিয়ে যাবো পথ পাড়ি।

কুড়িয়ে পেয়েছি একটি আধুলি, বাকি অর্ধেক পাবো?
হাতল আঁকড়ে উঠতেই হবে, এই ট্রেনে আমি যাবো।।

২৬.১০.৯৬ মিঠেখালি বাংলা

AMARBOI.COM

মৃত মাছেদের শরীরের খোঁজে

দাঁড়িয়ে তোমাকে থাকতেই হবে এ-গাঢ় দুঃসময়ে।

এলিয়ে পড়তে চাইবে শরীর আলস্য-সন্ত্রাসে,
চোখের সামনে চমকাবে এসে বিবমিষা-তরবারি,
দোজখের ঝানু দারোগা তোমাকে দ্যাখাতে চাইবে পথ—
দাঁড়িয়ে তোমাকে থাকতেই হবে প্লাবনের দিকে ফিরে।

পাতা ঝ'রে যাবে, ফুল ফুটবে না, শিকড়ে শুকোবে জল,
এলোমেলো পায়ে শিশু হাঁটবে না, আলো জ্বলবে না ঘরে।
ঘোলাটে কুয়াশা জাল মেলে দেবে মগজের কোষে কোষে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুষ্টিহীনতা ঝাঁপিয়ে পড়বে সফেন নদীর দেহে,
দুইকূলে জেগে উঠবে বিষদ শূন্যতা-বালুচর।
স্রোত থেমে যাবে, পথ বদলাবে অতিথি পাখির ঝাঁক
মৃত মাছেদের শরীরের খোঁজে আসবে মাছি ও কাক।

আবেগে বাড়ানো বন্ধুর হাতে অবিশ্বাসের চাকু

দেখবে শোভন মুখোশের নিচে এক জোড়া বিষ দাঁত।
আঁধারের পোকা কুরে কুরে খাবে মাংশ, মজ্জা, ঘিলু,
সুদীর্ঘ রাতে কাছে থাকবে না প্রিয় আগুনের আলো—

দাঁড়িয়ে তোমাকে থাকতেই হবে তবু এ-দুঃসময়ে.

পাতা ঝ'রে যাবে, শিশু হাসবে না, নদী ঢেকে যাবে চরে,
মৃত মাছেদের শরীরের খোঁজে মাছিরা আসবে ঘরে।।

১২.১১.৯৬ রাজাবাজার ঢাকা

বিষ বিরিক্ষের বীজ

১. গন আদালত পর্ব ঃ

রাখাল ঃ ভায়েরা আমার। হানাদার শত্রুর কবল মুক্ত
আজ প্রিয়তম দেশ, মুক্ত আজ বাংলার আকাশ।
স্বাধীন আজ বাংলার মাটি, জল, বনানী, মানুষ—

সকলে ঃ জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

রাখাল ঃ শেষ আজ গোলামির হাজার বছর। সেনাদল
পরাজিত, বন্দি আজ সুশিক্ষিত বিপুল বাহিনী।
খাদার ভেতরে হাতি যেরকম ভগ্ন, ম্রিয়মান,
যে রকম পেড়ির ভেতর আটকে যাওয়া মোষ—
অথচ এরাই কি না করেছে এ্যাদ্দিন। অস্ত্রহীন
হাজার হাজার নিরুপায় মানুষের হৃদ্‌পিণ্ড
ঝাঁজরা হয়েছে। বেয়োনেটে ছিন্নভিন্ন শিশু, নারী

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে ধর্ষিত—পিতার সামনে, স্বামীর সামনে।
উহ্ কি বিভৎস সেইসব দিন। সেইসব রাত!

ভয়ংকর বিভীষিকা কালো মৃত্যুর পাখনা মেলে
উড়েছে শহরে, গ্রামে, জীবনের নিবিড় নিসর্গে।

কীভাবে ভেসেছে লাশ দরিয়ার বাঁকে বাঁকে, খালে,
দেখেছো তোমরা সব। দেখেছো গোপন আশনাই
আমাদের কারো কারো—শত্রুর শিবিরে তারা গেছে
লোলুপ লোভের জিভ আহ্লাদে চাটতে চাটতে।
বিশ্বাসঘাতক তারা, কুলাংগার রাজাকার, শান্তি—

এই সে কুকুর, এই সেই আক্কেল মোড়ল, তার
সব কুকর্মের কথা তোমরাই ভালো জানো। জানো
কিভাবে সে পাকসেনা সঙ্গে নিয়ে এসেছিলো গ্রামে,
লাশের উপরে লাশ পড়ে ছিলো কুমার পাড়ায়।

আগুনের লকলকে জিভ তাই কোরে দিয়েছিলো
সাতপুরুষের বসতির স্মৃতি। সোমত্ত মেয়েরা
কি রকম তছনছ হয়েছিলো সেনাদের হাতে;
তোমরা তা জানো সব। দাউ দাউ জ্বলছে আগুন
রক্তে, শিরায় শিরায় মোচড়ায় আজদাহা ক্রোধ—

গৌরব ঃ প্রতিশোধ, প্রতিশোধ নিতে হবে—প্রতিশোধ নেবো।

সকলে ঃ নিতে হবে একবাক্যে আজ জনমের প্রতিশোধ।

রাখাল ঃ বলো, বলো ভাইসব বিচারে কী শাস্তি হবে এর?

গুরু ছোটো ঃ সাত গ্রামে আক্কেল মিয়াই ছিলো আমাদের মাথা।
তার জমি বর্গাভাগে করে না এমন চাষা আছে
কয়জন এই গায়ে? ভিক্ষে হোক বা বন্ধকি হোক,
হোক চড়া সুদ, বিপদে তেনার কাছে কে পায়নি
টাকা কড়ি? তারেই তো বটগাছ মেনেছি আমরা।
মানুষ দাঁড়ায় এসে চিরকাল বড়ো গাছ, বড়ো
ছায়ার নিচেয়, আস্থাভরে নাও বাঁধে শক্ত ডালে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যার ডাকে এক ভাঁড়ে পানি খায় কুকুর বেড়াল,
একসাথে বসে এলাকার গেরস্ত, সাধু বা মুচি।
যার কাছে ছায়া চেয়ে বাড়ায়েছিলাম নত হাত,
তারই দুহাত কিনা লুটে নিলো আদোরের সব।
পায়ের তলায় পিষে যেন মাটিতে মিশায়ে দিলো—

মিয়া সাব, কি দোষে আমার পোলারে দিলেন তুলে
সেনাদের হাতে? উঠায়ে নিলেন ঘরের যুবতী
বউ, মেয়ে? আমারে ফিরায়ে দেন আমার সংসার।

গৌরব ঃ আবেগের কথা থাক, অনেক হয়েছে দায়দেনা।
কয়েক পুরুষ ধ'রে আমাদেরে জোঁকের মতোন
শুষে শুষে শাঁস রক্ত নিয়ে গেছে সব। চড়া সুদে
বিপদে সাহায্য দিছে, বিনিময়ে নিয়েছে জমিন।
আমরা হয়েছি জমিহারা, ঠিকা কামলা, মজুর—
এই যে আক্কেল মিয়া, কতো টাকা জমায়ে রেখেছো?

পণ্ডিত ঃ শাস্ত্রের বচন কভু মিথ্যা নাহি হয়।
সম্মুখে প্রমান এই জানিবে নিশ্চয়।।
পাপকর্ম জেনো সবে অগ্নি নিয়ে খেলা।
এখনি সতর্ক হও, আছে, আছে বেলা।।

রাখাল ঃ আক্কেল মিয়ার দেখি নিচু হয়ে আসছে মাথাটা।
কোথায় সে তাজ, ঝাণ্ডা? কোথায় সে দিনের খোয়াব?
কোথায় পিতারা আজ? বেজন্মা কুকুর, কই তারা?

ভাইসব, জানাও কার কি অভিযোগ আছে, আছে
কার কি নালিশ। গনআদালত রায় দেবে আজ,
রাজার বিচার হবে জনতার মুক্ত আদালতে।

পাচু বিবি ঃ আমার পোলারে কে না চেনে এই গাঁয়ে? বোবা, কালা,
সেগুন গাছের মতো টান টান জোয়ান মরদ।
চোদ্দ পুরুষের ব'য়ে আনা অভাবের গেরস্থালি,
গতর খাটায়ে তার চাকা সচল রাখতে হয়।
ঠ্যাকা বেঠ্যাকায় কবে কার বাড়ি খাটনির কাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে নাই পোলাডা আমার? আষাঢ়ের শেষ দিন
মিয়াসাব রাজাকার পাঠায়ে নিলেন তারে বেঁধে।

বোবা কালা—কিছুই বোঝে না, খালি জন্তুর নাহান
চারপাশে চায়। ইশারায় আমারে কি যেন কয়,
আমি তার মানে বুঝি নাই, বড়ো আপসোস মনে।
বাজান, বাজান, তুই চেয়েছিলি বোঝাতে কি কথা?

ছয় মাসের পোয়াতি বউ ঘরে, আলুথালু দেশ–
বাজান, বাজান, চেয়েছিলি কোন কথা বোলে যেতে।

আট দিন বাদে মসজিদের ইমাম সাব এলো,
কানের নিকটে মুখ নিয়ে ফিস ফিস কয়ঃ শোনো,
তোমার পোলার লাশ ভাসে হিতাল বনের ধারে।
কাক পক্ষি উঠায়ে নিয়েছে চোখ, শরীর খেয়েছে
লবনপানির মাছে, শেষ দ্যাখা দেখে এসো যাও।

এরচে' খোদার আসমান যদি পড়তো মাথায়!
আমি এ-কথা শোনার আগে যদি হতাম বধির,
বাজতো ইস্রাফিলের শিঙ্গা তামাম দুনিয়া জুড়ে!
সে-দৃশ্য দ্যাখার আগে কেন আমি অন্ধ হলাম না?
এই চোখে অসহায় চেয়ে চেয়ে দেখলাম তারে।
কপালে হলো না গোর পোলাটার এমনি নসিব,
শোকের ঝাপটা লেগে প্যাট প'ড়ে গেল বউটার।
তারপর কোথায় হারায়ে গেলো জীবনের স্রোতে—

আমি চাই মিয়ার লাশও ওম্নি ভাসুক নদীতে,
শেয়াল শকুনে খাক, আর তার বউ পোলাপান
সে দৃশ্য দেখুক। সাত গেরামের মানুষে বলুকঃ
জানো, কপালে কবর জোটে নাই আক্কেল মিয়ার—

দীপংকরঃ ওই ইবলিশ, আমার বাপের জ্যান্ত শরীর থেকে
চামড়া ওঠায়ে দিয়েছিলো ডলে লবন, মরিচ-গুঁড়েল।
বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে তুলে ফেলেছিলো চোখ।
তারপর তার হাত পাও বেঁধে ফেলে দিয়েছিলো গাঙে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার চোখের সামনেই তারে মেরেছিলো বানচোত—
ওর গা'র থেকে চামড়া খসাও লবন ছিটাবো আমি।

রূপবান ঃ কাসার থালের মতো টকটকে রাঙা চাঁদ,
মাগো, কোন শত্রু প্যাটের ভিতরে নড়ে?

নিজের রক্তের মধ্যে কোন পাপ বড়ো হয়!
লোহুতে শরীর ভাসে—কুমিরের মতো দাঁত,
সারি সারি, কামড়ায়, গরম নিশ্বাস লাগে
চোখে মুখে—টকটকে রাঙা চাঁদ ওঠে, মাগো
কোন শত্রু, প্যাটের ভিতরে কোন শত্রু নড়ে?

রাখাল ঃ কার কি হয় এ মেয়ে? মনে তো পড়ে না,
এই গাঁয়ে আগে এরে দেখেছি কখনো!
চেনো কেউ? জানো এর ঠিকানা সাকিন?
আহা! গ্রহন লেগেছে যেন পূর্ন চাঁদে—

মোংলাই ঃ কর্মকার বাড়ির এ মেয়ে, বড়োই সুশীলা, নম্র,
ও-ই একা ও-বাড়ির একমাত্র জীবিত এখন।
পুরুষ কজন বুলেটে ঝাঁজরা হয়ে পড়েছিলো
বাড়ির উঠোনে। আটচালা ঘরে আগুন লাগিয়ে
ছোট ছেলেমেয়ে দুটো আর বুড়িটারে ঝলসায়ে
মেরেছিলো। একে নিয়ে রেখেছিলো সেনাদের ক্যাম্পে।
গতকাল প্রথম দেখেছি তাকে বেসামাল বেশে—
সরেস পেয়ারাটারে ঠুকরে খেয়েছে যেন কাক।

রূপবান ঃ বড়ো চেনা লাগে মুখখানা—গোল রাঙা চাঁদ—
ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না—হোক শত্রু, তবু সে আমার রক্ত,
আমার নিশ্বাস। আমার গহিন স্বপ্নের শিকড়ে
ছিলো তার আদিবাস—না, না, তারে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না—

গৌরব ঃ নাটক থামাও। এতো কি শোনার আছে?
আমরা সবাই জানি, খুনি সে, ঘাতক।
তার হাত মৃত্যু হয়ে ঢুকেছিলো ঘরে,
অগনিত যুবতীর স্বপ্ন ভেঙেছিলো,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর ছাই হয়েছিলো মাথা গুঁজবার
একমাত্র ঠাঁই। জোদ্দার সে, শ্রেনীশত্রু।
তার রক্তে ধোয়া হবে পবিত্র বিশ্বাস
আমাদের সমতামন্ত্রের ঋজু বেদী।
চলো, এ-কটিকে হত্যা কোরে তারপর
ওই উঁচু বটের শাখায় বেঁধে রাখি।
সবাই দেখুক এসে বিশ্বাসঘাতক
দালালের পরিনতি, তার পুরস্কার।

সকলে ঃ তাই হোক, তাই হোক—তবে তাই হোক—

পণ্ডিত ঃ হত্যা ডেকে আনে আর এক হত্যাকাণ্ড।
এক রক্ত অন্য এক রক্তপাত আনে।।
মানুষেরে শাস্তি দিতে রয়েছে ঈশ্বর।
আইন কানুন আছে, আছে আদালত।।

গৌরব ঃ না—না—না এসব নিয়ম চলে না যুদ্ধ ময়দানে।
একদিন আগে, ওরা যদি যুদ্ধে হারাতে পারতো
এই আমাদের—চোখ তুলে, চামড়া ওঠাতো গা'র।
পশরের ঘোলাজলে ভেসে যেতো এই দেহগুলো,
কাক আর শকুনের খোরাক হতাম অনায়াসে।
তবে কেন আমরা কোরবো ক্ষমা ঘৃনিত শত্রুকে?
না-না ক্ষমা নেই, ক্ষমা কোনো মানবিক গুন নয়,
বরং তা অন্যায়, অক্ষমের অলস সান্ত্বনা মাত্র।
ক্ষমা হলো সেই ক্ষত, সভ্যতা পচেছে যার দোষে
বড়ো তাড়াতাড়ি। পণ্ডিত মশাই, পাঠশালা ঘরে
আপনিই শিখায়েছিলেন দু'চার অক্ষর, আর
যা কিছু শিখেছি এই পৃথিবীর পাঠশালা-পথে।
আপনি নিষেধ কোরে কষ্ট কেন পাবেন হৃদয়ে?
যুদ্ধ ময়দানে একটাই চিরায়ত শুদ্ধ বিধি
সমূলে বিনাশ করা শত্রু, রক্তের বদলে রক্ত।
এর কোনো বিকল্প কল্পনা নেই, নেই অন্য পথ—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইসব, একপাশ ফাঁকা কোরে দাও, এইখানে
শ্রেনীশত্রু, দালাল খতম করা হবে—তৈরি হও।

রাজাকার ঃ আমরা জানি না কিছু, আমরা তো নির্দেশ মেনেছি

১ম রাজাকার ঃ যে হুকুম মিয়াসাব দিয়েছেন শুধু সেই মতো
বলেছি, করেছি আর করেছি, বলেছি, তিনি সব।

২য় রাজাকার ঃ না শুনে মিয়ার কথা বাঁচা দায়, এই এলাকায়।

৩য় রাজাকার ঃ কে আছে বাপের ব্যাটা, কার ক'টা মাথা আছে জমা—

রাখাল ঃ চোপ শয়তান। আমরা কি এসেছি আকাশ থেকে?
এই তো তোদের মিয়া, হাত বান্ধা, জঘন্য আসামী,
আছে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে কখন বেরিয়ে যাবে
মরন বুলেট তার অপেক্ষায় টান টান হয়ে।
আক্কেল মিয়ার কি বলার আছে আর কোন কথা?

রূপবান ঃ মাগো, আকাশে চিৎকার দিয়ে ওঠে নীল ফেরেস্তারা—

আক্কেল ঃ বাবাগো সকল, আমারে কি মেরে ফেলতে চাও?
গায়েবের মালিক আল্লাহ, মালিক সে দুনিয়ার,
মানুষের জীবন মরন তার হাতে—

গৌরব ঃ থামো, পেড়ো না ধর্মের দোহাই, ওসব জানা আছে।
ধর্ম হলো নিগূঢ় আফিম, মানুষের বোধ বুদ্ধি
ভোঁতা কোরে রাখে। মানুষ বিশ্বাসে তাই বুঁদ হয়ে
ভুলে যায় পৃথিবীর নিয়মকানুন, রীতি-নীতি।

আক্কেল ঃ তোমরা দ্যাখোনি সেই বিধর্মের জুলুম-জামানা,
হিন্দুদের অত্যাচারে পেরেশানে ছিলো মোসলেম।
আর তাই আল্লাহর তরফ থেকে পাকিস্তান নামে
এক দেশ দুনিয়ায় হয়েছিলো নাজেল সেদিন।
সেই দেশ কেড়ে নেবে, ভেঙে দেবে, বহুদিন থেকে
সুপ্ত ইচ্ছা ভারতের—মুজিবর বুঝলো না, ফাঁদে
বাড়ায়ে দিলো পা। মুসলমানের দেশ হেফাজতে
দুশমনের বিরুদ্ধে আমরা লড়েছি তাই। শোনো—

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখাল ঃ দুশমন? কারা দুশমন? তোমার গাঁয়ের ছেলে,
প্রতিবেশী, পুরুষ পুরুষ ধরে সুখেদুখে যারা
স্বজনের মতো, একই জবান, তারা দুশমন?
আর ভিনদেশি, ভিন্নভাষী বর্বর দস্যুর দল
তারাই আপন? ধর্ম সব? এই মাটি, এই দেশ
এরা কিছু নয়? দালালের বাচ্চা, শালা রাজাকার—

মোংলাই ঃ এই শয়তানের মাথার মধ্যে এখনো রয়েছে
পাকিস্তানি ভূত—আছর কাটেনি, আছর কাটেনি।

রূপবান ঃ দ্যাখো, দ্যাখো, নীল ফেরেস্তারা আসে, আহা কি সুবাস!
চারদিক ম ম করে—রাঙা টকটকে চাঁদ, দ্যাখো
সুতো ছেঁড়া তসবির দানার মতোন আকাশের
লক্ষ লক্ষ তারা—তারা ডাকে, তারা ডাকে, উহ্ মাগো—

আক্কেল ঃ আল্লাহতালার নামে জেহাদ করেছি। তার ধর্ম,
তার শরিয়ত বাঁচায়ে রাখতে কোতল করেছি
বিধর্মী, বিরুদ্ধাচারী। বেশরম জেনানা যেসব
তারাই পেয়েছে শাস্তি, সবই আল্লার ইচ্ছা, সব—

মোংলাই ঃ আল্লাহতালার ধর্ম সে কি তোর বাপের নাকি রে?
শয়তান, আমাদের ধর্ম নাই? নাই ভালোবাসা?
আন্ধার যুদ্ধের মাঠে আল্লাহর নামে আমরা কি
ঝাঁপায়ে পড়িনি রাজাকার, খানসেনাদের 'পরে?

তোর আল্লা কোথায় এখন? কোথায় তোর সে ধর্ম?
আল্লা আমাদের পক্ষে তাই এই বিপুল বিজয়,
এই মাটি থেকে আজ তাই জালেম, কাফের, ভণ্ড
বিতাড়িত, বিতাড়িত মোনাফেকি, অধর্ম, অন্যায়।

রাখাল ঃ চুপ করো—অনর্থক তর্ক কোরে লাভ নেই কোনো।
তোমরা দুজনে যাও, সামনে এগোও, ওই দ্যাখো
তিনজন লোক আসছে এদিকে, ঘাড়ে রাইফেল।
কারা ওরা! থানা সদরের কোনো নির্দেশ নয়তো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৌরব ঃ চিনতে পেরেছি, ঠিক, ওরা থানা কমাণ্ডের লোক।
শালনা অপারেশনে এক সাথে লড়েছি আমরা,
তোমরা সুন্দরবনে মূলঘাঁটি পেতেছো তখন।

তিনরাত তিন দিন নাওয়া-খাওয়া নেই, নেই
সামান্য বিশ্রাম—মাটি ওলোট-পালোট করা আহা
সে এক লড়াই বটে, আসল লড়াই যার নাম।

রাখাল ঃ বাদাবনে বোসে সেই খবর শুনেছিলাম। কীযে
কষ্টে আমরা তখন— চারদিক ঘেরাও দিয়েছে
নৌবাহিনী, খাদ্য নেই, জঙ্গলের ফলমূল খাই।
বুনো মশা আর বাড়ে পোকের কামড়ে জান শেষ,
সাপ কেঁপ, কুমির, বাঘের ভয় তখন ছিলো না।
বিশ্বাস হয় না আজ ওভাবে মানুষ বেঁচে থাকে—

নবাগতগন ঃ জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

সকলে ঃ জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

(নবাগতদের একজন একখানি চিঠি দেয়
রাখালকে। রাখাল নিরবে চিঠি পড়ে।
উৎকণ্ঠিত নিরবতা। দূরে পাখি ডাকে।
গোরুদের হাম্বা রব শোনা যায়।)

রাখাল ঃ ভাইসব, নির্দেশ এসেছে, আসামী পাঠাতে হবে
থানা সদরের হাজতখানায়। আব চলবে না,
আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া চলবে না আর।
সকল বিচার হবে—হতে হবে আদালতে—

গৌরব ঃ আদালত! আদালত কেন? না—না, যুদ্ধের বিচার
হতে হবে যুদ্ধময়দানে। আসামীর সাক্ষী দিতে
কে যাবে মহকুমায়, কে জানাবে তার অপরাধ?
বিচারক, উকিল, মুহুরি কিভাবে জানবে তারা
প্রকৃতই অন্যায় করেছে কারা, কারা অপরাধী?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-সিদ্ধান্ত ঠিক নয়, এ-নির্দেশের ভেতরে আমি
অন্য এক কণ্ঠস্বর শুনি, অন্য এক ষড়যন্ত্র
টের পাই। ভাইসব, মুরুব্বিরা আছো, ভেবে দ্যাখো,
আমরা গাঁয়ের মানুষ, কজনে সাক্ষী দিতে যাবা
মহকুমা সদর শহরে? মাস দুই গেলে পর
দেখবো আক্কেল মিয়া ফিরবে খালাশ হয়ে বাড়ি।

১ম নবাগত ঃ সবার মঙ্গল চেয়ে এ–নির্দেশ হয়েছে ঘোষনা।
এখন স্বাধীন দেশ, সরকার আসীন হয়েছে,
প্রতিষ্ঠা করতে হবে আইন, কানুন, প্রশাসন,
কাজেই নিজের হাতে তুলে নেয়া চলবে না কিছু।
আমাদের কাজ শেষ, স্বাধীন হয়েছে মাতৃভূমি—

গৌরব ঃ কাজ শেষ! সবেমাত্র স্বাধীনতা পেয়েছে স্বদেশ,
এখনো রয়েছে বাকি প্রকৃত যুদ্ধের সবটুকু,
আসল যুদ্ধের শেষ সত্যি সত্যি হয়নি এখনো।
দালাল, বদর, রাজাকার, লেবাস পাল্টেছে তারা,
অনেকেই মিশে গেছে বিজয়ের বিপুল মিছিলে।

রাখাল ঃ তাদের খুঁজতে হবে, উপড়াতে হবে বিষ-দাঁত,
ঘৃন্য বিষবৃক্ষের একটি কুটিল চারাও যেন
অগোচরে না থাকে বাংলার ঘিঞ্জি আনাচে কানাচে,
না থাকে থাকতে যেন একটিও পা-চাটা কুকুর।

এই ভাঙা ভিতে আবার তুলবো ঘর মায়াময়,
আবার সাজাবো নীড় শস্যময় সমৃদ্ধ স্বদেশ।

গৌরব ঃ কিভাবে তা সম্ভব বলো, কিভাবে? আমি তো দেখছি
এখনি স্বপ্নের সাথে বাস্তবের বেঁধেছে বিরোধ,
এখনি নৌকোর সাথে বনিবনা হয় না মাঝির।
মাঠ চায় দিগন্তের খোলা নীল বিশাল আকাশ,
অথচ প্রাসাদ টানে অন্ধকারে কেবলি গুহায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১ম নবাগত ঃ নেতারা কেন্দ্রে আছেন, আমাদের চেয়ে তারা বেশি
বুঝদার। সবদিক ভাবছেন তারা, দেখছেন
সব কিছু—নোতুন দেশটি তার হাজারো সমস্যা—

রূপবান ঃ কার পাপ নড়েচড়ে প্যাটের ভিতরে?
নীল ফেরেস্তারা বোলে দাও, বোলে দাও,
কোন শত্রু বড়ো হয় আমার শোনিতে?

২য় নবাগত ঃ কে এই মেয়েটি?

রাখাল ঃ বীরাঙ্গনা, আমাদেরই গ্রামের মেয়ে। কেউ নেই—

গৌরব ঃ সমবেত বন্ধুগন, সংগ্রামী সাথিরা শোনো, শোনো,
যুদ্ধের আইন থাকে ময়দানে যোদ্ধাদের হাতে।
কার হাতে তুলে দেবো সে-পবিত্র অগ্নি-আমানত?
ক্ষমতা কি তুলে দেবো পাকিস্তানি পুলিশের হাতে?
থানায় ফাঁড়িতে যারা নয় মাস মদদ দিয়েছে?
যোদ্ধাদের বিজয়ী ক্ষমতা তুলে দেবো বৃটিশের
লাল ইমারতে? আদালত যার নাম! কৃমি কীট
শঠ তস্করেরা যেইখানে গেড়েছে গভীর খুঁটি—
তা হলে কি প্রয়োজন ছিলো এই রক্তপাত? এই
ইতিহাস ওলোট-পালোট করা অমল উচ্ছ্বাস?

১ম নবাগত ঃ নেতৃত্ব অমান্য করা যোগ্য কোনো যোদ্ধা বা কর্মীর
কখনো কৃতিত্ব নয়। নির্দেশ অমান্য হলে তার
ফলাফল জানা আছে আশা করি, বিস্তারিত
বলা নিষ্প্রয়োজন। আসামীরা সদরে পৌঁছাক।
জরুরী নির্দেশ আছে আরো—অস্ত্র জমা দিতে হবে।

সকলে ঃ অস্ত্র জমা দিতে হবে!!!

২. বীরাঙ্গনা পর্ব ঃ

সোনাভান ঃ সব মখলুকাতের সেরা তুমি কোরেছে মানুষ,
বুকের মাঝারে তার দিয়েছো মমতা। পাখিরা কেমন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুলে যায়, উড়ে যায় আকাশের ওপার আকাশে।
তরুদের শোক নেই, ঝরাপাতাদের জন্যে কেউ
করে না বিলাপ। আমার মনের মধ্যে কেন তবে
উথালপাথাল করে? ডুকরায়? কী যে এক কষ্ট
গক্ষুর সাপের মতো গলাডা পেচায়ে রাখে। আমি
চোখের সামনে দেখি নীল জল, যেন তারা মেঘ—
মেঘের নাহান ভাঙেচোরে, কতো কি যে হয়। কেন
একখানা মুখ, অবুঝ দুইডা চোখ মনে পড়ে?
এতো কান্দন কেন যে আসে! আমার বাজান সোনা,
সোজন—সোজন—

পাচু বিবি ঃ আহারে! হাজার বিলাপে কি ফিরে তারে পাবি বোন?
যে যাবার সে তো গেছে। কতো, কতো যে মায়ের বুক
খালি হয়ে গেলো আজ—হায়রে মরন স্বাধীনতা!
সে বছর সেই যে মৌসোনা বিলে ধান কাটাকাটি,
পোলাডার বাপ মরলো সেবার—

রূপবান ঃ মরনের কথা আর বোলো না লো দোহাই তোমার।
শোনো, শোনো, ওই শোনো নীল ফেরেস্তারা ডাক দেয়—
দিন নাই, রাত নাই—ডাকে—ডাকে। কয় কি হেরায়
জানো? দিয়ে দে, দিয়ে দে। আমি বলি ঃ কি চাও তোমরা?
বলে, দিয়ে দে, দিয়ে দে। কি আছে আমার! কি এমন
কাঞ্চন মানিক, যা চায় আল্লার ফেরেশতা এসে?

তা হলে কি আমার আন্ধারে যার সদা নড়াচড়া,
জীবন কাঁপানো বসবাস আমারই মর্মস্থলে,
আমার রক্তের মধ্যে, আমারই দেহের ছায়ায়
বেড়ে ওঠে আমারই শত্রু যে আমার মগ্ন চিতা—
তারে চায়? তারে চায় আকাশের নীল ফেরেস্তারা?

পাচু বিবি ঃ মাথাডারে খেয়েছিস, গেছে সব উল্টোপাল্টা হয়ে।
ও পাপ ফেলে দে বোন, ওই বোঝা পারবি না তুই
বয়ে নিতে উঁচু নিচু জীবনের এই ভাঙা পথে।
কি বা প্রয়োজন! যখন গাছটা আছে, ফল পাবি,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফের তোর শাখায় শাখায় ধরবে মুকুল, কুড়ি।
ফেলে দে ও-বোঝা, ওই ভার পারবি না বয়ে নিতে—

রূপবান ঃ হোক পাপ, হোক শত্রু, তবু সে-তো আমার শরীর,
আমার আত্মার মধ্যে স্তূপ হয়ে যে ছিলো এ্যাদ্দিন,
যে ছিলো আমার স্বপ্নে–জাগরনে ছায়ার মতোন,
ছিলো রেনু—আজ সে-ই ফুল হয়ে ফুটেছে ভেতরে।
কোথা থেকে এসেছে পরাগ কবে মনে রাখে কোন
ফলবতী তরু? আমার কি দোষ তবে, তোরা কও?
এ-আমার স্বাধীনতা, এ-আমার যুদ্ধের সন্তান।
পোলারে শেখাবো আমি স্বাধীনতাযুদ্ধ তোর বাপ—
ফেরেস্তারা ফিরে যাও, ডেকো না আমারে আর কেউ,
দেবো না, দেবো না আমি, যাও—যাও—যাও—

সোনাভান ঃ লাউডগাটার মতো লক লক উঠছিলো বেড়ে,
ফুটছিলো কেবল নোতুন পাতা ছাইমগ রঙ।
আহারে মরন যুদ্ধ! দিয়ে গেলি শোকের পাথার,
দিয়ে গেলি বিহানবেলায় এনে অমানিশা রাত।

ফুরায়ে গিয়েছে চোখে জল, তবু কান্দন থামে না—
পাখি ভুলে যায়, গাছেরা করে না শোক কোনোদিন,
হায়রে মানুষ! কেবল তুমিই ভুলতে পারো না,
বুকের ভেতরে স্মৃতি জ্বেলে কাতরাও, কাঁদো। মাগো . . .

পাচু বিবি ঃ শোনো গো বোনেরা, কান্দনে কি ফল পাবা কিছু, কও?
একজনে হারায়েছো তরতাজা সেয়ানা ছোয়াল,
আর জনে প্যাটে নিছো পাপ। খোদার কালাম বিনা
মানুষের জন্ম হয় না জায়েজ, আছে রীতিনীতি।

আমিও তো হারায়েছি আমার জোয়ান ছেলে—কই?
এক ফোঁটা পানি পড়ে নাই চক্ষু থেকে, কাঁদি নাই।
কানলে কি হয় বোন? এ-জীবনে কান্দনের সুখ
পাই নাই কোনো দিন, পাষানের নাহান এ-বুক।
আল্লাহতালার খেলা দেখি, দেখি বান্দার জীবন
হাতের মুঠোয় রেখে কতো খেলা খেলতে সে পারে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপবান ঃ মজ্জার ভেতরে জ্বলে ওঠে অগ্নিগিরি, পুড়ে যায়—
পুড়ে যায় মাথার ভেতরে গেরস্থালি। না-হওয়া
সংসার আমার—দরোজা খুলে দি, দেখি এক বাঘ,
রাঙা চোখ, চৌকাঠ সমান উঁচু, সামনে এগোয়—
পায়ে যেন শিকড় গজায়, নড়ে না, চড়ে না, ঠায়
গেঁথে থাকে—গরম নিশ্বাস পড়ে চোখে মুখে—মাগো—

তছনছ হয়ে যায় সাজানো বাগান, কখন যে
সূর্য ওঠে, ডুবে যায়, জানতে পারি না কিছু তার।
কেবল বুঝতে পারি দেহটারে উল্টায়-পাল্টায়,
ছেঁড়ে নোখে দাঁতে আর হাতুড়ি বাটালি দিয়ে যেন
হাড়-মাংশ খোঁড়ে এক কাঠমিস্ত্রি, শরীরের মধ্যে
অবিরাম আমি যেন শব্দ পাই করাতকলের।

তারপর খুলে যায় আকাশের গোপন দরোজা,
বাহারি রঙের ফুল—ফুটে আছে অজস্র, অঢেল।
সেই রঙ কোনোদিন দেখি নাই, কীযে শোভা তার!
কী যে ঘ্রান! মনে হয় এখনো সে গন্ধ পাই আমি—

পাচু বিবি ঃ আলাপ-বিলাপ রাখো, ভাবো, যেদিন কাটাচ্ছো
তার আসল সরল কথা। চেয়েচিন্তে কাটলো দুদিন,
খাবার কিছুই নেই ঘরে। সারাদিন খালি পেট।
কান্নায় বিলাপে জুড়োবে না পাকস্থলি, তার জন্যে
অন্য কিছু দিতে হবে সরল সহজ ডাল ভাত।

কেন যে দিছিলে খোদা মানুষেরে এমন আজাব!
এমন সুন্দর চিজ, দুনিয়ার সেরা, অথচ সে
দিনরাত ব'য়ে নিয়ে চলে এক দুরারোগ্য ব্যাধি;
ক্ষুধা—ক্ষুধা—খাদ্য ছাড়া যার অন্য নিরাময় নেই।
সঙ্গে চলো, ক্যাম্পে যেয়ে দেখি কিছু জোটে কিনা পেটে।
আক্কেল মিয়ার বাড়ি ছিলো ধানভর্তি বিরাট কোলাচ,
সবারই হক আছে, ওই ধানে, জমি তো খোদার,
মানুষে ফালতু কয় এই সব আমার, আমার।
আহা, কতো কি যে কয়, ভাবে, এই রঙিলা মানুষ!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাটের বিবির লাহান এই যে শোকের উৎসব,
গরীবের মানায় না—চলো, চলো, বেলা যায়, চলো—

৩. শুঁড়িখানা পর্ব ঃ

রাঙ্গামিয়া ঃ বঙ্গবন্ধুর ডাকে২ লাখে লাখে কাতারে কাতারে
ভেতো বাঙ্গালিরা নেমে আসলো পথের পরে,
হাতে অস্ত্রপাতি, ২ শত্রুঘাতী যুদ্ধ হল শুরু,
ছোকরা পোলাপানে এবার মানলো না আর গুরু।
লড়াই চলতে থাকে, ২ দখল রাখে হানাদারের দল,
অস্ত্রপাতি অনেক বেশি উন্নত কৌশল।
মারে বাঙ্গালিরে, ২ গেরাম ঘিরে, হিশেব কিতেব নাই
গেরামের পর গেরাম পোড়ে, গেরস্থালি ছাই।
নদীর বাঁকে বাঁকে, ২ ভাসতে থাকে হাজার হাজার লাশ,
বুকের মধ্যে থাকতে চায় না কোনো মতেই শ্বাস।
সে তো অচিন পাখি, ২ খাঁচায় রাখি কষ্টেশিষ্টে বেঁধে,
আজরাইলের মরন ফলা যেথায় সেথায় বেঁধে।
শোকের সময় তো নেই—২

মোংলাই ঃ রাখো ওইসব পুরোনো প্যাচাল, থামো তো,
আরো দুই পেগ ঢালে এই দিকে আনো, নামো তো।
বোসে আছো যেন সেরাজদুল্লা,
দাও গোটা কয় গুল ও গুল্লা,
কাঁচা ছোলা দিতে এবারো ভুল্লা—
হবে না তোমার কিছুই হবে না, বুঝেছো?
ঘরের মাঝে তো বেতাল আগুন পুষেছো!
আছো বেশ খুব ছেনালির ঘোরে,
ও-ই সব দেবে ছারখার কোরে।
একদিন উঠে টের পাবে ভোরে
দেহের খাঁচাটি প'ড়ে আছে শুধু বিছেনে,
আর সব দিয়ে লুচি বানিয়েছে সে ছেনে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বকুলি ঃ আহারে আমার উপদেশদাতা রসের নাগর,
কানায় কানায় টলমল যেন মধুর ভাণ্ড।
রসিক আমার জোয়ারের নায়ে রঙিন বাদাম
তুলে দিয়ে বুঝি বসতে চাইছো হালখানা ধ'রে?

মোংলাই ঃ সে আশা কি আর মানায় এখন, বলো তো মানায়?
ওই দেখছো না, হালের মাসিটি কেমন তোমার
জোয়ারের নায়ে পাল তুলে দিয়ে নেশায় ঝিমায়।
কি যে সুধা ওরে গিলিয়েছো আহা! এক ফোঁটা যদি
পেতাম তবে এ জীবন ধন্য মানতাম আমি।
মন্দ কপাল! শিঁকের হাঁড়িটি ছিঁড়ে পড়লেও
সামনে পড়ে না, পড়ে তা মাথায় ভেঙ্গে খান খান।

বকুলি ঃ এতো মধুমাখা জিভখানা নিয়ে বনে-জঙ্গলে
যুদ্ধের মাঠে বারুদ পোড়াতে কিভাবে রসিক?
মরন বুলেট কিভাবে চালাতে খানেদের বুকে?
শুনেছি, তোমার হাতেই মরেছে উনিশটা খান
মুরগির মতো ঠ্যাং উল্টিয়ে ছটফট কোরে—

মোংলাই ঃ হাহ্ হা! সেসব যুদ্ধের কথা থাকুক এখন।
আমার পেয়ালা ভরে দাও তুমি তোমার শরাবে,
হতে চাই আজ আমিও মাতাল-নৌকোর মাঝি।

বকুলি ঃ আহা, আহা, শোনো, শোনো হয়ো না উতল।
বাহিরে আগুন আমি, অন্তরে শীতল।।
আমি যে বিষের নেশা জানে সর্বজন।
সাপ কোপ জন্তু ভরা আমি এক বন।।
আমার ভেতরে তুমি হারাবেই পথ।
যেমন হারায়ে ছিলো খানেদের রথ।।

রাখাল ঃ লোকমুখে শুনেছি সে কথা, ভুলায়ে ভালায়ে তুমি
নৌকায় উঠায়েছিলে একদল শত্রু খানসেনা।
রাজাকার, তা-ও ছিলো দুই চারজন। তারপর—
তোমার মুখেই শুনি সে কাহিনী, শুরু করো তবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোংলাই ঃ তার আগে কথা আছে, এই যে দেখছো সুধাভাণ্ড,
আর ওই দ্যাখো জ্বলন্ত আগুন দাঁড়ানো সামনে।
বোসো সকলেই, পান হোক, বিজয়ের শুভরাত
হোক উদযাপন। বকুলি, যতো ভাণ্ড আছে সব
একে একে আনো, লড়ায়ের ক্লান্তি আজ ধুয়ে ফেলি।

গৌরব ঃ কিসের বিজয়? কিসের উদযাপন আমাদের?
বঙ্গবন্ধু, যার ডাকে অস্ত্র হাতে নিয়েছি তখন,
নিয়েছি মুঠোয় তুলে দুঃসাহসে প্রাত্যহিক প্রান—
শত্রু শিবিরে এখনো বন্দি সেই প্রানপ্রিয় নেতা।

রাখাল ঃ উতলা হয়ো না, পৃথিবীতে আজ কোনো শক্তি নেই
আটকে রাখতে পারে আমাদের প্রানের নেতাকে।
অপেক্ষায় থরো থরো বাংলার মাটি ও আসমান,
বাংলার জলের ধারা, ঘাস, ফুল প্রতীক্ষায় আছে—
আছে, কখন আসবে ফিরে, কখন স্বাধীন এই
মাটিতে রাখবে সে পা, শ্বাস নেবে স্বাধীন বাতাসে
তার অপেক্ষায়, আছে তাঁর পথের উদ্দেশে চেয়ে।

পিতার অবর্তমানে যোগ্য সন্তানেরা যেরকম
জ্বেলে রাখে স্বপ্ন তাঁর, আমরাও ঠিক সেইভাবে
ছিনিয়ে এনেছি সূর্য, বিজয়ের রক্তমাখা ভোর।

গৌরব ঃ তোমাদের বোঝাতে পারি না, আমি পারি না দ্যাখাতে,
আশংকারা কুরে খায় আমার মগজ। আমি দেখি,
টের পাই, কি যেন ঘটছে খুব গভীর অতলে।
তোমরা বিশ্বাস করো এ-বিজয় চূড়ান্ত হয়নি—

যেই অস্ত্র কাঁধে নিয়ে প্রান্তরের পথে, রনাঙ্গনে,
শত্রু হননে ছিলাম ক্ষমাহীন সুতীব্র সৈনিক,
ক্ষুধা পেটে, ঘুম নেই, চোখে শুধু স্বপ্নের ঝিলিক।
সেই অস্ত্র হাতে নিয়ে আমরা নামতে চাই আজ
বিধ্বস্ত দেশের সকল নির্মানে। অথচ এখনি
অস্ত্র জমা দিতে হবে! ভাবো, একবার ভেবে দ্যাখো!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোংলাই ঃ বড়ো বেশি দুর্ভাবনা তোমাকে বিরক্ত করে, তুমি
বীজ ছড়িয়ে দিয়েই মেতে ওঠো ফসল বণ্টনে।
যে নেতারা যুদ্ধমাঠে আমাদের করেছে চালনা,
অনর্থক কেন ভাবো আজ তারা করবে অহিত?

রাখাল ঃ তর্ক থাক, এসো, আনন্দের উদযোগ নিই সবে।
নয় মাস কষ্টে কষ্টে তেতে আছে মাথার মগজ,
এসো তাকে সাফ করি, ধুয়ে ফেলি কষ্টের কালিমা—

বকুলি ঃ সকলের কষ্ট ধোয়া যায় না রাখাল দাদা, জানো,
সব কষ্ট মোছেও না। এ–তো নয় জলের দাগ যে
রোদ্দুরে শুকিয়ে যাবে কোন এক শীতের সকালে।

মোংলাই ঃ থাক, থাক, কষ্ট নিয়ে কষ্টাকষ্টি এবার থামাও।
সুধাভাণ্ড অপেক্ষায়, কখন ছোঁয়াবে তাতে ঠোঁট!
কখন ভুলবে এই জীবনের সুখ মন্দ-ভালো!
বকুলি বকুল ওগো, শোনাবে না তোমার কাহিনী?

বকুলি ঃ কাহিনী শুনতে চাও আমার কাহিনী?
মনে তবে ভাবো এক নদীর জীবন।
কতো মাঠ, কতো ঘাট ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়,
কতো যে প্রান্তর, বন, কতো লোকালয়,
পেরিয়ে কতো না বাঁক তবে তো সাগর।

হয়তো বা নদী বোঝে সাগরের মানে,
আমার হলো না বোঝা জীবন সাগর।
এতো বাঁক পেরোলাম এতো ঘাট ছুঁয়ে,
সবখানে দেখি একহাজামজা খানা।
বদ্ধ সে জলের মাঝে বৃথা খুঁজি পথ,
বৃথা খুঁজি জীবনের পরম সাগর।
তাই তো এ-বদ্ধ জলে ঢেউ তুলি আমি—

রাখাল ঃ এ কাহিনী! এ তো জানি আমরা সবাই।
কিভাবে ডুবিয়ে ছিলে সৈন্যসহ নাও,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই বলো। শুনেছি তো লোকমুখে, আজ
তোমার মুখেই চাই শুনতে সে কথা।

গৌরব ঃ থাকো তোমাদের বিজয় উৎসব নিয়ে, আমি যাই।
ক্যাম্পে এসে হত্তে দিয়ে প'ড়ে আছে গ্রামের মানুষ,
খোরাকির চাল নেই, কোনোমতে খুটি চালা দিয়ে
মাথা গুঁজে আছে তারা পোড়া ভিতে, বিরান সংসারে।
পার্শ্ববর্তী বন্ধুদেশে শরনার্থী হয়ে যারা ছিলো,
ফিরছে সবাই তারা, তাদেরও খাদ্য দরকার।

রাখাল ঃ সেই ভালো, আনন্দ জমে না যদি মন থাকে বৈরি,
ওদিকটা সামলাও তুমি, আমরা ফিরছি পরে।

রাঙ্গামিয়া ঃ বুঝলে রাখাল দাদা, তোমরা তো যুদ্ধে চ'লে গেলে,
এদিকে তখন কী-যে লটোঘটো, দোকান চলে না।
কে খাবে তামাক তখন! বেঘোরে জীবন চ'লে যায়,
পরানটা হাতে নিয়ে ঘোরে সকলেই দিনরাত,
খবর আসতে থাকে, এই আসে, মিলিটারি আসে!

তারপর ঠিকই আসলো একদিন, সাথে দেখি
আমাদের আক্কেল মোড়ল। আমার বুকের 'পরে
রাইফেল তাক কোরে কয়, শালা মুক্তি, হিন্দু হ্যায়?
আমি বলি, মুক্তি নেহি বন্দি হ্যায়, হুজুরের মর্জি,
এই সুরা-টুরা বেচি-টেচি—আপনারা খিদমত
পাবেন আমার কাছে, যা যা দরকার এনে দেবো।

আহারে! গেরামটারে উল্টেপাল্টে দিয়ে সাহাবাড়ি
ঘাটি গেড়ে বসলো খানেরা। কলস কলস তাড়ি
দিয়ে আসি রোজ সন্ধেবেলা, মাঝেমধ্যে কোনোদিন
বকুলিরে রেখে আসি। সে-যে কী দোজখ! সাতদিন
তারপর বিছানায় প'ড়ে থাকে, উঠতে পারে না।
শেষে এক ফন্দি কোরে পূর্নিমার জোঘার জোয়ারে
বকুলি ডুবিয়ে দিলো সৈন্যভর্তি বিরাট সে-নাও।
দুটো লাশ পেয়েছিলো বাকি সব দরিয়ার পেটে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিকে কেমন যেন সন্দ সন্দ টের পাই গ্রামে,
চামে ভাবি, বিয়ে কোরে ফেলি বকুলিরে, নষ্ট মেয়ে,
পথে ঘাটে ম'রে যাবে, থাক, আমার ঘরেই থাক।
মানুষ কি আর মরা মাছ যে সে নষ্ট হয়ে যাবে!
ও তো সমাজের কথা—সেই থেকে পেতেছি সংসার।

মোংলাই ঃ তিন কাল চ'লে গেছে, এখন উঠেছে জেগে চর,
ময়ুরপংখি এ-নাও কি কোরে যে বেয়ে যাবে তুমি!
নিচেয় কঠিন বালি, পালে কি হাওয়া পাঁও আজো?
সারাদিন থাকো তো ছিলুমে মজে বোম ভোলানাথ—
আর পাখিটি তোমার উড়ে উড়ে ফুলে ফুলে ঘোরে।

রাঙ্গা মিয়া ঃ সেতো অতি সত্যি কথা, ওর হলো প্রজাপতি মন,
সারাদিন এ ফুলে ও ফুলে বসে পান করে মধু,
তারপর ফিরে আসে নীড়ে তার আমার শাখায়—
সত্যি বড়ো ভালোবেসে ফেলেছি এ নবীন বাঁশরী।

বকুলি ঃ যে কেউ বাজায় তারে, সুর তোলে মনের মতোন,
তুমি শুধু দেখেশুনে মুয়েমুছে তুলে রাখো তারে।
আমার মতোন কোরে আমারে কি বাজাবে না কেউ?
কোনদিন সার্থক নদীর মতো পথ কেটে কেটে
যেতে পারবে না ওগো মায়াময় সংসার সাগরে?
এই খোজা পুকুরের জলে আর কতোদিন রবো?

মোংলাই ঃ এই তো হাজির সামনেই এক বেগবান নদীস্রোত,
নোঙর ওঠাও, খুলে দাও গিঁট বুড়ো বটগাছ থেকে।
আমার জলের ধারায় ভাসাও ময়ুরপংখিখানা,
আমি সেই নদী সমুদ্রে যার মিশে গেছে অবয়ব।

বকুলি ঃ মিষ্টি কথায় ভুলছি না গো ভুলছি না,
রসিক নাগর বাঁধন আমার খুলছি না।
প্রলোভনেও নোঙরখানা তুলছি না,
একটুখানি ঢেউ দিলে আর দুলছি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বকুলি ঃ রূপবান, যা বোন, ঘরের ভিতরে যা। সানকিতে
দ্যাখ চাট্টে পানিভাত আছে, লংকা ড'লে খেয়ে ফ্যাল,
ইচ্ছে হলে শুয়ে থাক, বারান্দায় চাটাই বিছানো।

শোকে তাপে দিকহারা হয়ে গেছে, মাথা ঠিক নেই।
আহারে, কি জমজমাট সংসার ছিলো মিস্ত্রি বাড়ি!
আজ খালি প'ড়ে আছে শূন্য ভিটে, স্মৃতি, হাহাকার—

দীপংকর ঃ রাখাল-দা, এখুনি যেতেই হবে, অবস্থা খারাপ।
ক্যাম্পে গোলাগুলি শুরু হয়ে গেছে নিজেরা নিজেরা,
একদিকে গৌরবের দল, ধোনাইদা অন্যদিকে—

রাখাল ঃ কি ঘটনা খুলে বল, কারো গায়ে লাগেনি তো গুলি?

দীপংকর ঃ না, তবে চলছে বেপরোয়া। ঘটনা হয়েছে এই—
আক্কেলের ধানের কোলাচ কেটে দিয়ে সব ধান
ভাগ কোরে গ্রামবাসীদের দিয়ে দিচ্ছিলো গৌরব।
তখন ধোনাই এসে বাধা দেয়, তারো দল ভারি,
বলে, এইভাবে ধান বিলবাট কোরে দিলে পরে
আমরা কি খাবো? আমাদের চলবে কি ভাবে? বলে,
সরকারি রিলিফ না এলে কিছুই যাবে না করা।
আর গৌরবদা বলে, জমিন খোদার, এই ধানে
সকলের আছে হক, তা ছাড়া না খেয়ে আছে লোকে।

রাখাল ঃ তাহলে তো পরিস্থিতি খারাপ খুবই, চলো যাই।

মোংলাই ঃ চলো, সময় পেলো না আর গ্যাঞ্জাম লাগাতে, শালা—

রাঙ্গামিয়া ঃ ও বকুলি বুঝিস কিছু?
ছুটছে কে যে কাহার পিছু?
মক্কেলে চায় কিছুমিছু—
ঝড়ের হাওয়ায় ভাঙলো সবি
রইলো না আর উঁচু নিচু।
কথায় বলে, পোলাপানরে
নেই দিতে নেই দৈয়ের হাঁড়ি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখাল ঃ এ-যে দেখি বৃন্দাবনে শ্রীরাধা ও কৃষ্ণের আলাপ,
এরপর হবে নাকি নিগূঢ় রসের কামলীলা?
আমি তবে হয়ে যাই কুঞ্জবনে নিবিড় তমাল।
কিন্তু সে কাহিনী তুমি—কই বললে না? সেই নৌকো—

রূপবান ঃ নৌকো নেই, শুধু জল, চারিপাশে অথৈ জলরাশি
খলবল ছুটে যায়, কে আমারে পার কোরে দেবে?
কে আমারে নিয়ে যাবে শুকনো মাটির ওই তীরে?

রাঙ্গামিয়া ঃ গোলমাল মোটে করিস নে ছুড়ি, চুপ হয়ে বোসে থাক,
সারাদিন তোর বক বক শুনে মাথার কম্মো শেষ।

রূপবান ঃ কথা যে ফুরোয় না গো, এতো কথা জমা হয়ে থাকে!
এতো মেঘ ওড়ে! বাজ পড়ে মাথার ভেতর, মাগো—

মোংলাই ঃ মাথার মধ্যে বাজ পড়ে নাকি? হা হা,
দারুন, দারুন, ঘটনাটা বেশ, হি, হি,
আমি তবে হোই বৃষ্টির জল, হো হো—

রূপবান ঃ হাসো কেন? হাসো কেন? কোথা থেকে আসে এতো হাসি?
আমারে ঝুলায়ে রেখে সমাজের ফাঁসির দড়িতে
তোমরা উল্লাস করো! হাসো খিলখিল—ঝিলমিল,
ঝিলমিল করে চোখের নদীর জল কি সুন্দর!
তোমরা দেখতে পাও? কিরকম কষ্টের ছোবলে
নীল হয়ে গেছে আজ আমার জীবন—ফেরেস্তারা,
ও আমার নীল ফেরেস্তারা, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও—

রাখাল ঃ আহ্ হৈচৈ কোরো না এখানে, যাও, ক্যাম্পে চলে যাও,
দ্যাখো সেইখানে কিছু খাওয়া-দাওয়া পাও কিনা।

রূপবান ঃ আবার আমারে ক্যাম্পে নিতে চাও তোমরা সবাই!
হায় মরনের ক্যাম্প! ফের সেই হাবিয়া নরক!
নীল ফেরেস্তারা, আমারে উঠায়ে নাও আসমানে,
আমারে উঠায়ে নাও, নিয়ে যাও, তুলে নিয়ে যাও—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেতে তো ছাই পারবে না কেউ
করবে কেবল কাড়াকাড়ি।

বকুলি ঃ অত সব প্যাচ ঘোচ বুঝি না কিছুই,
আমার কেবলি ইচ্ছা নদীটারে ছুঁই।
শত পথ পাড়ি দিয়ে যেই নদী যায়,
জীবনের শান্তি হয়ে সাগরে হারায়।

৪. অস্ত্র সমর্পন পর্ব ঃ

(দুজনের সাথে পাঁচজন কোরে মুক্তিযোদ্ধা। কিন্তু তাদের মুখ বাঁধা।)

রাখাল ঃ বঙ্গবন্ধু ফিরেছেন দেশে। তখন বলেছিলাম
পৃথিবীর কোনো শক্তি পারবে না আটকাতে তাঁকে।
সত্যি হলো সেই কথা। দ্যাখো আজ বাংলার আকাশ
রঙিন হয়েছে আনন্দ উল্লাসে, পাখিদের কণ্ঠ
গেয়ে ওঠে সুমধুর বিজয়ের গান। ঝরাপাতা,
তারাও খুশিতে ওড়ে ডানা মেলে পাখির মতোন।
তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে হবে আজ অস্ত্রসমর্পন—

গৌরব ঃ ভাবতে পারি না আমি, কোনোভাবে মেলাতে পারি না!
বঙ্গবন্ধু, এ বাংলার মাটি যাকে নির্মান করেছে,
বাংলার কৃষক, জেলে, সর্বহারা, শোষিত শ্রমিক,
যার কণ্ঠে কথা বলে ভুখানাঙ্গা পীড়িত মানুষ,
যার হাত ভেঙে দিলো বনেদি বাড়ির মাতবরি,
সে বলছে অস্ত্র জমা দিয়ে যার যার কাজে যাও!

বিশ্বাস হয় না। এর মধ্যে আছে অন্য ষড়যন্ত্র,
অন্য চতুরতা আছে সুগোপনে, আছে অন্য চাল।
যুদ্ধের পুরোটা নয় মাস পাকিস্তানি কারাগারে
বন্দি আমাদের প্রানপ্রিয় নেতা। যুদ্ধ মাঠে
অন্য মাথা চালনা করেছে সেই উত্তাল প্লাবন,
নায়ের হালের বৈঠা ধরে ছিলো অন্য এক হাত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে-দৃশ্য দ্যাখেনি নেতা, দ্যাখেনি সে দীপ্ত জলোচ্ছ্বাস,
মানুষের সর্বশেষ সহন ক্ষমতা, তার ঋজু
ফিরে দাঁড়াবার তেজ, বিপুল তিতিক্ষা-ত্যাগ আর
সমুদ্রের জলের মতোন একাকার একাত্মতা।

এ-কথা নেতার নয়, তাঁর মুখ দিয়ে অন্য কেউ,
অন্য কোনো মতলববাজ কৌশলে বলিয়ে নিচ্ছে।
বেহুলার লোহার বাসরে ঢুকে গেছে কালসাপ,
তা-না হলে বঙ্গবন্ধু, তাঁর কণ্ঠে একি কথা শুনি!

রাখাল ঃ ঠিকই তো শোনো। যুদ্ধ শেষ, কি হবে অস্ত্রে এখন?
যুদ্ধে বিধ্বস্ত স্বদেশ, প্রয়োজন এখন নির্মানি।
এখন কি ঠিক হবে অনর্থক অস্ত্র কাঁধে ঘোরা?
অস্ত্র জমা দিয়ে চলো হাত দি দেশগড়ার কাজে—

গৌরব ঃ যুদ্ধ শেষ! যুদ্ধ শেষ! বার বার এক কথা বলো!
সব যুদ্ধ হয় না যুদ্ধের মাঠে, আরো যুদ্ধ আছে।
কেবল মাঠের যুদ্ধ হলো শেষ, এখন লড়াই
জীবন-গড়ার, শোষণহীন সাম্যের জীবন।
ন্যায়, শ্রম আর যোগ্যতায় দৃপ্ত আনন্দ জীবন—

বেনিয়া বৃটিশ আর পাক-লুটেরার প্রশাসন
টুকরো টুকরো কোরে ভেঙে দিতে হবে। গ্রাম জুড়ে
সামন্ত-সমাজ-রীতি জগদ্দল পাথরের মতো
হাজার বছর ধরে চেপে আছে মানুষের ঘাড়ে,
দিতে হবে আজ তারো শিকড়ের মূলগুলো কেটে।

কেরানি পয়দা আর আমলা নাজেল করা এই
উপনিবেশিক প্রতারক শিক্ষানীতি, দিতে হবে
সমূলে উৎখাত কোরে এইসব ভাওতা ভনিতা।
যোগ্যতার মানদণ্ড হবে শুধু মেধা আর শ্রম—

রাখাল ঃ রাতারাতি হয় না কিছুই, শোনো, শোনো, শান্ত হও,
জমা দাও অস্ত্রপাতি। সরকার স্বাধীন এখন,
লক্ষ প্রান দিয়ে গড়া স্বাধীনতা বিফল হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৌরব ঃ রাতারাতি কিছুই হয় না জানি কখনো কোথাও,
রাতারাতি হয় শুধু ষড়যন্ত্র, প্রাসাদে প্রাসাদে
ক্ষমতার জন্যে কামড়া কামড়ি, চক্রান্তের খেলা।
তা-না হলে এতো মেঘ কেন দেখি স্বপ্নের আকাশে!
কেন এতো শেয়াল কুকুর দাঁত বের কোরে ঘোরে
চারপাশে আমাদের, কেন এতো লোভ, প্রতারনা!

আক্কেল মোড়ল, দ্যাখো শত্রু সে, দালাল, খুনি, তবু
তার পক্ষে লোক আছে এখনো এ গাঁয়ে, আছে তার
সম্পদের নিরাপত্তারক্ষী। সেদিন তোমরা জানো
তার ধান অনাহারি লোকদের দেওয়া গেল না,
নিজেদের মধ্যে হলো গোলাগুলি-তীব্র মতান্তর।

সুদীর্ঘ দিনের অভ্যস্ত জীবন ভেঙে ফেলে দিয়ে
অনভ্যস্ত এক নোতুন জীবন গ'ড়ে তোলা, শোনো
সে ভীষন কঠিন লড়াই—লড়াই নিজের সাথে,
আপন রক্তের মধ্যে বেড়ে ওঠা স্বভাবের সাথে।
যুদ্ধ শেষ, যুদ্ধ বোলে তুমি আসল যুদ্ধের
মাঠ থেকে ফিরিয়ে রাখতে চাও পরিতৃপ্ত চোখ।

রাখাল ঃ তবে কি বলতে চাও তুমি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ
আমরা অমান্য কোরে অস্ত্র জমা দেবো না এখন?
প্রানপ্রিয় নেতৃত্বের কাছে হবো বিশ্বাসঘাতক?

প্রবল জলের বিপরীতে কতিপয় খড়কুটো
আমরা দাঁড়াবো ফিরে? তা হয় না, তা হয় না, শোনো,
এখনো সময় আছে, স্থির হও, মাথা ঠাণ্ডা করো।

গৌরব ঃ হা বিশ্বাস, হায় স্বপ্ন! মাথাটা কি পদ্মার ইলিশ
যে তাতে বরফ দিয়ে কোনো এক বাজারে উঠাবো?
তারপর দেখেশুনে কিনে নেবে মগজ-ক্রেতারা!

আমার সিদ্ধান্ত স্থির। যতোদিন শেষ না হয় এ
জীবন বদলানোর কঠিন লড়াই, ততোদিন
এ-হাতে দেখবে এই ক্ষমাহীন নির্মম ইস্পাত—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখাল ঃ অস্ত্র জমা দেবে না তাহলে? এই তবে শেষ কথা?
নেতার নির্দেশ করবে অমান্য? বিশ্বাসঘাতক —

গৌরব ঃ জবান সামলে কথা বলো, বিশ্বাসঘাতক কারা
সে কথা বলবে ইতিহাস অনাগত ভবিষ্যতে।

রাখাল ঃ আর ইতিহাস কেন? এখনি তো দেখছি নমুনা,
সদ্য স্বাধীন হয়েছে দেশ, হাজারো সমস্যা তার,
অথচ এরই মধ্যে অন্তর্ঘাত, বৈষম্য, বিভেদ
শুরু হয়ে গেছে। বাস্তববর্জিত এক অন্ধ স্বপ্নে
মাথা কুটে মরছো তোমরা—ওই স্বপ্ন ভুল, ভুল।

গৌরব ঃ সকল মানুষ দুবেলা দুমুঠো খেতে পাবে, আর
যার যার মেধা ও শ্রমের যোগ্যতায় পাবে কাজ।
দালান না হোক, হবে সকলের জন্যে কুঁড়েঘর,
রোগে ভুগে পথে ঘাটে মরবে না মানব সন্তান—
এই স্বপ্ন যদি হয় ভুল স্বপ্ন, তবে এই ভুল
পবিত্র ফুলের মতো বুকে ধোরে রাখবো আমরা।

রাখাল ঃ সে তো আমরাও চাই, আমাদেরো উদ্দেশ্য সমতা।
গরীবের ডাল-ভাত, মোটা কাপড়ের বন্দোবস্ত
করছি আমরা, রিলিফ আসছে, হচ্ছে বিতরন।
না খেয়ে কেউ কি মারা গেছে? বলো, তোমরাই বলো?

গৌরব ঃ এই এক কুপথ্য—রিলিফ! ভিক্ষুকের মেরুদণ্ড
থাকে না কখনো, ক্রমশ সে হয়ে যায় সরীসৃপ।
কল্যানের নাম কোরে মেরুদণ্ড হরন চলছে,
কি বিপুল আয়োজন তার, কি বিরাট যজ্ঞ আহা!

রাখাল ঃ অজ্ঞদের এ-রকমই ভাবনাচিন্তা, তারা থাকে
কল্পনার সুউচ্চ মিনারে বোসে, আর মনে ভাবে
রয়েছে মাটির কাছাকাছি। তত্ত্ব দিয়ে সমাধান
হয় না জটিল বাস্তবের, আঁতলামি হয় শুধু।

গৌরব ঃ সেজো না সৌখিন মূর্খ। তোমরাই বাস্তববর্জিত—
এই গাঁয়ে যে ধান মজুদ ছিলো বিভিন্ন গোলায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রামশুদ্ধ লোকের তা ছয় মাস খোরাকি পোষাবে,
অথচ মজুতদার পুষে রেখে তোমরা বিলাচ্ছো

রিলিফ-লাঞ্ছনা, সরীসৃপ জীবনের তবারক।
ঘাভর্তি শরীরটাকে ঢেকে দিচ্ছো রঙিন পোষাকে—

স্বপ্নহীনতাই দেখি আজ পায় স্বপ্নের মর্যাদা,
অযোগ্যরা হয়ে ওঠে স্বপ্নদ্রষ্টা, কর্নধার মাঝি।

রাখাল ঃ ভাঙনের শব্দ পাচ্ছি, গন্ধ পাচ্ছি প্রতিবিপ্লবের,
অস্ত্রসমর্পন তা হলে কি করছো না তুমি আজ?

গৌরব ঃ আমার এ–অস্ত্র আমি সমর্পন করেছি আগেই,
সমতামন্ত্রের কাছে সমর্পিত এ–অস্ত্র আমার।

৫. ক্যাম্প পর্ব ঃ

শীলভদ্র ঃ পাঁচশো কম্বল এসেছিলো, বেছে বেছে ভালোগুলো
তোমরা নিয়েছো। পচা শাড়িগুলো দিলে আমাদের।
এক সের চালও দিলে না, নিজেরাই নিলে সব।
এই নাকি তোমাদের স্বাধীনতা? মন্ত্র, স্বপ্ন, সাধ?
এই নাকি বিচার আচার তোমাদের? এই নাকি
আমার সোনার বাংলা, মায়া মমতায় ভরা?
ভাত ভুলে দৈনিক আটার রুটি, এই স্বাধীনতা!
কোনো দরকার ছিলো এই স্বাধীনতা আমাদের?

মোংলাই ঃ প্যাচাল পেড়ো না, গম তো পেয়েছো? যাও, বাড়ি যাও।
যতো সব ঝামেলা খ্যাচাল। তুই ব্যাটা ছুঁচো শীল,
তোর আবার স্বাধীনতা কি! চটির আবার ফিতে!
ঘরে বোসে বস্তা বস্তা গম পাচ্ছো বিনা কামকাজে,
আর কতো, কতো চাও? এ–কি রাজার ভাণ্ডার নাকি?

রাখাল ঃ শোনো ভাই, জিনিশটা বোঝো, গত নয় মাস ধ'রে
দেশটারে লুটেপুটে খেয়ে গেছে পাক হানাদার,
কিচ্ছু নেই, কেবল ছোবড়াডারে ফেলে রেখে গেছে।
এই তো অনেক পাচ্ছো, টেনেটুনে পরান বাঁচাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবুজ বিপ্লব শেষ হলে রিক্ত নিস্ব কৃষকের
আর কোনো চিন্তা নেই, মিটে যাবে সব জ্বালাপোড়া।

মোংলাই ঃ বন্ধু দেশ বাদ প'ড়ে গ্যালো, তারাও কি কম কোরে
নিয়েছে উশুল? ফাকা কোরে দিয়ে গেছে লোকালয়।
হাজার বছর ধরে লুটপাট চলছে কেবলি,
সুযোগ পেয়েছে কি বসাবে থাবা, কেড়ে নেবে সব—

দীপংকর ঃ আমার কী হবে এখন রাখাল দাদা? আমার তো
দুনিয়াপুরিতে আর থাকলো না কেউ, সব গ্যালো—
স্বাধীনতা নিয়ে গ্যালো সব। এই ক্যাম্প উঠে যাচ্ছে,
শুনলাম ক্যাম্প ছেড়ে সকলেই চ'লে যাবে বাড়ি!

আমি যাবো কোনখানে? কোথায় আমার বাড়ি, ঘর?
বিরান পৈতৃক ভিটে শূন্য খা-খা প'ড়ে আছে ধু-ধু।
হায় স্বাধীনতা! হায় স্বাধীনতা! নিয়ে গেলি সব—

পাচুবিবি ঃ এতো কি বিলাপ করো? বাঁচা-মরা কারো হাতে নাই,
যে যাবার সে তো চলে যায়, বন্ধ থাকে না কিছুই।
ভাঙা ভিতে ঘর হয়, শুকোয় চোখের জল, দুঃখ?
সে-তো মানুষের ছায়ার মতোন, সাথে সাথে থাকে।

দুনিয়া জাহানে আমারো তো কেউ নেই, ছেড়ে গেছে সব।
প্যাটের ছেলের মতো সুচোখে দেখবো তোরে, চল,
আমার সাথেই চল, পোড়া কপাল রে আয়, আয়—

রাখাল ঃ এই তো মায়ের মতো একখানা কাজ হলো বটে,
শাবাস, শাবাস! মিটে গ্যালো সব সমস্যা তোমার।
ইচ্ছে হলে ক্যাম্প ছেড়ে বেলাবেলি আজি যেতে পারো—

দীপংকর ঃ যুদ্ধমাঠে এক স্বপ্ন অহর্নিশি তাড়াতো আমাকে,
স্বাধীন দেশের মাটি কেড়ে নেবে সব ভেদাভেদ,
সকলের চাওয়া-পাওয়া মিলেমিশে এক হবে,
জন্মের মতোন ঘুচে যাবে দূরত্বের কাঁটাতার—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই স্বপ্ন শেষ হবে, ভেঙে যাবে মাঝগাঙে এসে
সওদা বোঝাই নাও, বুঝিনি এতোটা তাড়াতাড়ি।

পাচুবিবি ঃ চিরকাল পৃথিবীতে মানুষের নিয়তি এমন,
দুর্যোগ দুর্ভোগ ছাড়া একসাথ হতে সে পারে না—
সুখের বাতাস পেলে ভেঙে যায় খানখান হয়ে।

ধোনাই ঃ কথাটা জানানো দরকার, শোনো সকলেই, বলি,
আক্কেল মিয়ার জমিজমা আমার দায়িত্বে থাক,
এ-বছর দ্যাখাশোনা আমিই করতে চাই, আমি।
চাষবাস করো যারা দ্যাখা কোরো সময় মতোন।

মোংলাই ঃ সে-কি কথা! হাজার একর জমি একা নিতে চাও?
পুরোটা একাই নিলে অন্যদের কি হবে গতিক?

ধোনাই ঃ রেশন ডিলারি পেলে, দুই দুটো হাটের আদায়,
আর কতো? ঠিক আছে, বিশ বিঘে বর্গাভাগে নাও,
বিঘে প্রতি পাঁচ মন কড়াইলের ধান দিও তুমি
শীতকালে। কবিগান এইবার আমিই আনাবো।

গুরুছোটো ঃ বেশ, ভালো কথা, যার হলো অম্লশূল, তারে দিলে
সুবাসিত দাঁতের মাজন! আমি হচ্ছি খাঁটি চাষা,
জমিনের সাথে বাঁধা চিরকাল আমার কপাল।
তোমরা চেনো না কেউ মাটির চেহারা, কোনোদিন
পোয়াতি জমির সাথে তোমাদের দ্যাখা হয় নাই,
অথচ সকল জমি নিয়ে নিচ্ছো তোমাদের হাতে।

ওসব হবে না, জমিনের ভালোমন্দ দ্যাখাশোনা
বুঝবো চাষিরা। তোমাদের কাজ তোমরা চালাও—

রাখাল ঃ খাঁটি কথা, জমি হলো কৃষকের আপন সন্তান,
সেইখানে অন্যকারো বাহাদুরি চলে না কখনো।
তবে কিনা পরিত্যক্ত জমির দায়িত্ব, সব দায়
বর্তমানে আমাদের। তোমরাই চাষবাস করো,
কিন্তু হিশেবটা আমাদের কাছে দিতে হবে, বুঝো।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুছোটো ঃ বুঝলাম, নাটাইটা হাতে রেখে ঘুড্ডিডিরে বলা,
উড়ে যাও, মুক্ত মনে উড়ে যাও আকাশের দিকে!
গৌরবের কথাই দেখছি ফ লে যাচ্ছে একে একে—
যে ভূত তাড়াতে গিয়ে প্রান দিলো লক্ষ লক্ষ লোক,
সে ভূত চেপেছে আজ সংগোপনে তোমাদের ঘাড়ে।

ধোনাই ঃ তুমিও তিরিশ বিঘে নিয়ে নাও, কথা ওই এক,
শীতকালে বিঘে প্রতি পাঁচ মন কড়ালির ধান।
আর ওই সব নাম ভুলেও নিও না মুখে কেউ,
ওসব দুষ্কৃতকারি, দেশ ও দশের দুশমন।
ওদের ধরিয়ে দাও, তুলে দাও পুলিশের হাতে—

মোংলাই ঃ এই তো সেদিন সন্ধেবেলা দিঘির বাঁধানো ঘাটে,
মাথা কেটে নিয়ে গ্যালো মতুল্লা মিয়ার, চিন্তা করো!
তার মতো মাথায়ালা লোক কটা আছে আশেপাশে?
বড় লোক, মানী লোক—শেষ কোরে দিতে চায় ওরা—

গুরুছোটো ঃ ধনী, মানী যাই বলো, লোকগুলো ভালো লোক নয়,
মাকাল ফলের মতো বাপরঙ বাইরে বাহার।
কিরকম কদাকার ভেতরের চেহারা তাদের
কে না জানে সেই কথা। কারো কারো সম্পদের গায়
বুকফাটা হাহাকার মাখা, চোখের জলের দাগ,
কারো কারো টাকায় রক্তের ছোপ, বিষের যাতনা।

ধোনাই ঃ কি ঘটনা! নেতা হয়ে গেলে নাকি চাষবাস থুয়ে?
কেমন কেমন যেন টের পাই কথার ভেতর
অন্য গন্ধ আসে—সর্বহারা, সর্বহারা মনে হয়।
গৌরবের সাথে যোগাযোগ আছে নাকি ছোটো মিয়া?

গুরুছোটো ঃ প্রয়োজন এসে যোগাযোগ কোরে দেয়, প্রয়োজন—
সূর্যটা যখন ঠিক মাথার উপরে থাকে, আর
ছায়া থাকে পা-র নিচে, টের পায় সকলে দুপুর।
চৈত্রের হাওয়া এসে ছ্যাকা দেয় যখন শরীরে,
যখন মাঘের শীত কেঁপে ওঠে হাড়ের ভেতর—
টের পায়, ছেলে বুড়ো সকলেই টের পেয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখাল ঃ সে কথা সঠিক বটে, তবে কিনা সময় খারাপ,
কে না বোঝে নিজের ভালাই, সুখ, সুবিধা, সুযোগ!
কালবোশেখির ঝড়ে কেউ উড়ায় না নীল ঘুড়ি,
দাঁড়ায় না মুখোমুখি শ্রাবনের উতলা জলের।
কেউ কি এমন বোকা রোদ্দুরে লিখতে চায় নাম
জলের অক্ষরে! আর হাত দেয় কেউটের লেজে!

সকলেই ছায়া খোঁজে, ছায়া চায় ঠাটানো দুপুরে,
বানভাসি হলে খোঁজে খড়কুটো, কূলের আশ্রয়।
ছায়ার জন্যেই চাই কিছু কিছু শক্ত বড়ো গাছ—
কচুর পাতার নিচে কি আর আশ্রয় মেলে কারো?

ভেবেচিন্তে কথা বোলো, কাজ কোরো নিরব জবানে,
সময়টা ভালো নয়—অসময়ে মেঘ কোরে আসে।

গুরু ছোটো ঃ সময়টা ভালো নয়—আসমানে উড়ছে শকুন,
মধ্যরাতে ডাকে কাক অমঙ্গল কর্কশ জবানে,
মাটির আশ্রয় ছেড়ে বহির্বায় উদ্বাস্তু সাপেরা,
তেমাথায় শেষ রাতে ডেকে ওঠে কাতর কুকুর—

সময়টা ভালো নয়, সময়টা ভালো নয় মোটে,
বাঘেরা হয়েছে দেখি লোকালয়ে গোরুর রাখাল।

AMARBOI.COM

৬. গর্ভপাত পর্ব ঃ

গৌরব ঃ ঘরে কি খাবার আছে? ভাত আছে, ভাত? কতোদিন
অন্নদানা জোটে না কপালে। বাদাড়ে জঙ্গলে থাকি,
মানুষের স্বপ্ন বুকে পথে পথে পশু হয়ে ঘুরি।
খুঁজি শ্রেনীশত্রু, খুঁজি বিপ্লবের বিরুদ্ধ শক্তিকে—

বদলে ফেলতে হবে ঘুনেধরা জীবনের ঘর,
এই জুলুমের সমাজসংসার, তার রীতি-নীতি।
দুই দিন দানাপানি পড়ে নাই পেটে, আছে কিছু?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বকুলি ঃ কতোদিন পরে দেখি মানুষডারে, কেমন আছো ?
ভাত নেই, আছে খান কয় শুকন্নো আটার রুটি,
মান্‌শালে সবার রেজেক থেকে উঠে গেছে ভাত।
না-খাওয়া মানুষেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে ছুটছে—
শুনছি খবর, শহরের পথে পথে মানুষের লাশ
প'ড়ে আছে, কাফন জোটে না কারো কবর জোটে না।

এই স্বাধীনতা এনেছিলে বলো তোমরা সকলে?
পথেঘাটে জন্তুর নাহান মরবার স্বাধীনতা?
এই জঠরে পাথর বেঁধে রাখবার স্বাধীনতা?

গৌরব ঃ দেখছো না, ঠাঁই নেই আমাদের আজকে কোথাও,
লোকালয় হয়েছে নিষিদ্ধ। সাত পুরুষের ভিটে
কবরখানার মতো আলোহীন আন্ধারে ঝিমায়।
পলাতক আসামীর মতো গোপনে গা-ঢাকা দিয়ে
চলি, ফিরি, কা'ধে ঝোলে স্বপ্ননীল তাজা হাতিয়ার।

জীবন বদল হবে—এই স্বপ্ন আজ অপরাধ,
যুদ্ধের সাথিরা আজ অনেকেই বিরুদ্ধ শিবিরে,
বন্ধুর শোনিতে ভেজে লাল আজ বন্ধুদের হাত।
ওলোট-পালোট হয়ে গ্যালো সব—হায় স্বাধীনতা!

বকুলি ঃ লোকে বলে, তুমি নাকি রাখালের খুনের আসামী?
তোমার হাতেই নাকি সে হয়েছে খুন, সত্যি নাকি?
অপরাধ নিও না, জানতে ইচ্ছে করে, তাই বলি—

মনে পড়ে যুদ্ধ শেষে ফিরে এলে তোমরা সবাই,
রাখালদা তোমাদের নেতা, মানুষটা বড়ো ভালো।
হাসিমুখে কথা কয় সকলের সাথে, রাতে দিনে
যে কারো বিপদে দেখি বুক দিয়ে ঝাঁপায়ে সে পড়ে—
তারে কেন মারলে তোমরা, কেন, কোন আপরাধে?

গৌরব ঃ শ্রেনীশত্রু ছিলো সে-সে ছিলো শ্রেনীশত্রুর দালাল,
গরিবের রক্ত চুষে যারা খায়, যারা বড়োলোক,
সে ছিলো তাদের দলে, তাবেদারি করতো তাদের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বকুলি ঃ শ্রেনীশত্রু! শ্রেনীশত্রু কি জিনিশ বুঝি না গৌরব,
গরিব ঘরের পোলা, গরিবের বিপদে আপদে
তাকেই তো পেয়েছি নিকটে, পাশে, স্বজনের মতো।
কেন বা সে হতে যাবে গরিবের বড়ো দুশমন?

গৌরব ঃ এখানেই ফাঁক, ফাঁকি, তোমরা বোঝো না কিছু তার,
গাছের শিকড় কেটে যদি তুমি পানি ঢালো ডালে,
তাতে কি গাছের কোনো উপকার হয়? নাকি উল্টো?
উল্টো হয় তাতে ক্ষতি, ধংশ হয় বৃক্ষের জীবন!

তেম্নি রাখালেরা অবিকল টিকিয়ে রাখতে চায়
ঘুনেধরা সমাজের বস্তাপচা নিয়মকানুন,
ক্ষমাহীন শোষনের কলকব্জা, পুরোনো জুলুম।
মৃত্যু তার অনিবার্য, অবশ্যই মরন তাদের,
বন্দুকের নল হলো ক্ষমতার একমাত্র উৎস।
মেহনতী মানুষের মুক্তি ছাড়া অন্য পথ নেই—

বকুলি ঃ ওইসব তত্ত্বকথা দ্যাখো আমি বুঝি না কিছুই,
ভায়ে ভায়ে গোলমালে মজা নেয় পাড়া প্রতিবেশী,
আর সেই সুযোগের ফাঁকে ঢুকে পড়ে শত্রুপক্ষ—
আমার কেবলি ভয়, কেবলি সংশয় জেগে থাকে,
বিপদের আলামত দেখি আমি চারপাশে আজ।

গৌরব ঃ আত্মীয়, স্বজন, পরিজন এসব কিছুই নয়,
শোনো, একমাত্র সত্যি হলো নীতি, আদর্শ-বিশ্বাস
আর সব প্রতারক ছেঁদো মায়া, পুরোনো জঞ্জাল।

শরীরে পচন যদি ধরে, কেটে ফেলে দিতে হয়,
ক্ষত কেউ পুষে রাখে না, এটাই প্রকৃত বিধান।

বকুলি ঃ গৌরব, একটা কথা বলি? অপরাধ নিও না গো,
এই গাঁর তোমরা সোনার ছেলে, জয়ী মুক্তিযোদ্ধা,
ভায়ে ভায়ে গোলমাল ভুলে যাও, গাঁয়ে ফিরে আসো।
আমি এক নষ্ট মেয়ে, তবু বলি, গাঁয়ে ফিরে আসো,
বাপদাদার বসত ভিটে হাহাকার কোরে কাঁদে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে এসে ঘর-গেরস্থালি করো, সংসার সাজাও,
মানুষ সুন্দর তার হাতে গড়া সোনার সংসারে।

গৌরব ঃ এ-সব মেয়েলি কথা, বড়ো বেশি সামন্ততান্ত্রিক,
বড়ো বেশি গৃহ-কাতরতা মাখা, ঠাসা কুঁড়েমিতে।
আমার সংসার হলো সংগ্রামের বিশাল দুনিয়া,
লড়ায়ের মাঠ হলো আমার পরম গেরস্থালি।

সাম্যমন্ত্রে উৎসর্গ করেছি আমি আমার জীবন,
আমার সংসার নেই, ঘর নেই, নেই পরিজন।
মেহনতী মানুষের মুক্তির পতাকা হাতে নিয়ে
আমি আজ তছনছ কোরে চলি শত্রুর শিবির,
বিপ্লবের আগুন ছড়িয়ে দিই গ্রাম থেকে গ্রামে।

আত্মা থেকে আত্মায় ছড়িয়ে পড়া সে-অগ্নিশিখায়
পুড়ে পুড়ে খাঁটি হবো, খাঁটি হবে সমগ্র স্বদেশ।
শোষকের রক্ত দিয়ে তিলক আঁকবে আমাদের
জননী, বধূরা। হবে রক্তহোলি, হত্যার উৎসব।

বকুলি ঃ মাগো, ভয়ে হৃৎপিণ্ড সেঁধিয়ে যায় পেটের ভেতর।
এ কি কথা বলো তুমি! এ কি সব তোমার কল্পনা?
শুনে মনে হয় এ বুঝি হাবিয়া দোজখের কথা—

এতো রক্ত, এতো মৃত্যু, এতো কষ্ট, নির্যাতন শেষে
সবুজের মধ্যে আঁকা লালসূর্য পতাকা উড়িয়ে
তোমরা ফিরলে গাঁয়ে, জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
ধ্বনি দিতে দিতে, এই তো সেদিন, সেদিনের কথা।
যুদ্ধের ঘা শুকোয়নি, আজো মায়েদের চোখ ভেজা,
কোল খালি, পোড়া ভিতে এখনো ওঠেনি সব ঘর,
এরি মধ্যে আবার যুদ্ধের কথা বলছো তোমরা!

গৌরব ঃ যুদ্ধ ছাড়া মানুষের অন্য কোনো পথ খোলা নেই,
কখনো সে যুদ্ধ হয় প্রকৃতির সাথে, কখনো বা
নিজেদের মধ্যে জেগে ওঠা খল পশুত্বের সাথে।
অস্তিত্বের যুদ্ধে যায় মানুষের প্রতিটি দিবস—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রূপবান ঃ বুবু, রিলিফের ক্যাম্পে গেছিলাম আজ, চেয়ে দ্যাখো
কি সুন্দর শাড়ি দিছে একখান জমাট বুননি,
দ্যাখো, টিয়েবোড়া সাপের মতোন কি বাহারি রঙ!
চাল দেয় নাই, দিছে গম। কয়, চাল নাই, শেষ।
শেষ তো হবেই, সব গেছে নেতাদের বাড়ি বাড়ি।
খাটাশ আটার রুটি খেয়ে আর পারি না লো বুবু—
পেটের পোলাডা বোধহয় শুকায়ে মরেছে পেটে,
নড়ে না চড়ে না, কাল মেরে পড়ে থাকে প্যাটখান।

ওমা! এ দেখি গৌরব দাদা, কখন এসেছো গাঁয়ে?
ভালো আছো? কতো কথা শুনি মানুষের মুখে মুখে—

গৌরব ঃ থাক, থাক, মানুষের কথা থাক, তুমি ভালো আছো?

যুদ্ধের জ্বলন্ত স্মৃতি সাথে নিয়ে ঘোরো প্রতিক্ষন,
মাঝে মাঝে মনে হয়— কথাটা জানায়ে রাখি আজ,
তোমার সন্তান হলে তার নাম রেখো স্বাধীনতা।
তুমি হবে সেই গরবিনী মা, মহান জন্মদাত্রি—

রূপবান ঃ কী যে কও তুমি! খালেদের বাচ্চা পেটে নিয়ে ঘুরি,
কতো আকথা কুকথা কয় লোকে মুখের উপর।
গেরস্তরা সব দূর করে, কোথাও আশ্রয় নেই—

গৌরব ঃ সেকি কথা! কে তোমারে গাল দেয়, কোন বানচোত?
অপবাদ দেয় কারা, বলো, তাদের কলিজা ছিঁড়ে
আমি বাজারের কুত্তা দিয়ে খাওয়াবো সত্যি সত্যি,
কসায়ের ছুরি দিয়ে কেটে নেবো সবটুকু জিভ।
স্বাধীন স্বদেশে যদি বীরাঙ্গনার লাঞ্ছনা হয়
তবে তার উপযুক্ত শাস্তি দিতে কাঁপবে না হাত।

রূপবান ঃ ওইসব কথা থাক, মেনে নিছি কপালের লেখা।
কিছুতে কিছুই আর হয় না এখন, চেয়ে চেয়ে
শুধু দেখি, শুধু শুনে যাই, পিছে ফিরে তাকাই না।
নীল ফেরেস্তারাও এখন আর ডাকে না আমায়
দুনিয়ার ফেরেস্তারা ডাকে আজ বেহায়া জবানে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঠিক আছে, সন্তানের নাম আমি থোবো স্বাধীনতা।
হায় স্বাধীনতা! স্বাধীনতা! বলো একি স্বাধীনতা?

পুলিশ ঃ এক চুল নড়বে না কেউ, ফেলে দাও অস্ত্রপাতি,
এতোদিনে পেয়েছি তোমাকে আমি হাতের মুঠোয়।
এলাকার পাঁচ পাঁচজন গন্যমান্য বড়োলোক
হত্যা করেছো, হত্যা করেছো মুক্তিযোদ্ধা রাখালকে।
খুনি ডাকাত এবার তোর পালা, শালা শয়তান—

রূপবান ঃ না, না, ওকে আটকাতে চেও না তোমরা, ছেড়ে দাও,
ছেড়ে দাও ওকে, ওযে আমাদের লোক—উহ্ মাগো—

পুলিশ ঃ মুহূর্ত বিলম্ব নয়, যেতে হবে এখনি সদরে।
ওহ্! নয় মাস দালালির অভিযোগে আজো আমি
কোনঠাসা হয়ে আছি, এতোদিনে এসেছে সুযোগ।
চাই কি পেয়েও যেতে পারি প্রমোশন এইবার—

গৌরব ঃ একজন বিপ্লবীকে বন্দী করে কোনো লাভ নেই,
হাজার হাজার, তরুণের হৃদয় জ্বলছে আজ।
সে–আগুনে পুড়ে খাক হয়ে যাবে সকল শোষক,
স্বৈরাচারি সব জুলুম, বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক—
জয়, মেহনতী মানুষের জয়—

পুলিশ ঃ চল শালা, বিপ্লব পাছায় ঢোকাবো এবার, চল—

রূপবান ঃ ওকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—উহ্ মাগো, আ-আ-

বকুলি ঃ হায়, হায়, একি হলো! রক্তে ভেসে যাচ্ছে, এতো রক্ত!

৭. ক্ষমা পর্ব ঃ

আক্কেল ঃ আল্লাহ মেহেরবান, তার ইচ্ছা ছাড়া দুনিয়ায়
হয় না কিছুই, নড়ে না গাছের পাতা। শুকরিয়া
তারই ইচ্ছায় আজ পেয়ে গেছি সাধারন ক্ষমা।
হেহ্ ক্ষমা! ক্ষমা? তুই কে রে ব্যাটা ক্ষমা করবার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেরামের খবর কি? ভালো তো সবাই? ঘরবাড়ি
ঠিকঠাক আছে সব? কোলাচের ধানের খবর
জেলে বোসে পেয়েছি সবই, জানের ছাদকা, যাক—
এলাকায় সবাইরে খবর পাঠাও, শুক্রবারে
বাদ জুমা আমার কাচারি ঘরে আসবে সবাই।
সকলের দোয়া চাই, নির্বাচনে দাঁড়াবো এবার।

কবি ঃ সাধারন ক্ষমা পেয়ে ফিরে এলো আক্কেল মোড়ল,
আর হত্যা, অস্ত্র মামলায় গৌরব গ্রেপ্তার হলো।
পুলিশের বুটের লাথিতে উঠোনে ছিটকে পড়ে
গর্ভপাত ঘটলো রূপবানের। ধুলো, মাটি, রক্তে
মুখ থুবড়ে থাকলো তার অপরিপুর্ন সন্তান;

যার-নাম স্বাধীনতা রাখা হবে ভেবেছিলো ওরা—
জন্মের আগেই মারা গেলো অভাগার স্বাধীনতা।।

২২.০৬ ১৩.৯৭ রাজাবাজার ঢাকা

AMARBOI.COM

খুটিনাটি খুনশুটি ও অন্যান্য কবিতা

১.
থুয়ে যাও তুমি তোমার খোঁপার ফুল,
সরল খোয়াবে জড়িয়ে রাখবো তারে।
আমি তারে মনে ভাববো আমার কূল,
বৃক্ষের ছায়া বিরান পথের ধারে।

আমি তারে মনে ভেবে নেবো ভালোবাসা,
পরানের কাছে পরানের লেখা চিঠি
নিরব জবানে রচনা সর্বনাশা।
দূর আসমানে তারাদের মিটিমিটি—

পরম পিরতে আবডালে ভেঙে ফ্যালা
হলো না তোমার, এখনো শরম জ্বলে,
এখনো তনুর চারপাশে মেঘ ম্যালা,
ভেজেনি শরীর গাঢ় বৃষ্টির জলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই দরিদ্র বাসনাটি রাখি মেলে,
থুয়ে যাও, যাও খোঁপার ফুলটি ফেলে।।

০৩.০৬.৯৭ রাজাবাজার ঢাকা

২.

হাতখানা রাখো ঠিক কপালের 'পরে,
বিশ্বাস করো করি না ছলনা কোনো,
পুড়ছে শরীর অতিলৌকিক জ্বরে।
পাষান জড়তা ঝেড়ে ফেলে দাও, শোনো ঃ

স্পর্শের চে' পবিত্র কিছু নেই,
প্রকৃতির এই পূর্ন পরিধি জুড়ে
প্রত্যেকে চায় ছুঁতে হোক যেভাবেই,
প্রজাপতি আসে ফুলের শরীরে উড়ে।

জল ছুঁয়ে যায় তীরের চিবুক চিল
বাতাসে ডানার ছোঁয়া রেখে ভাসে নীলে।
থেকো না হৃদয়-দরোজায় এঁটে খিল,
ছোঁয়া দিতে দাও তোমার ঠোঁটের তিলে।
ডানা ঝাপটায় পাখিটি বুকের ঘরে,
পুড়ে যায় তনু অতিলৌকিক জ্বরে।।

০৩.০৬.৯৭ রাজাবাজার ঢাকা

৩.

বহুদিন পরে দ্যাখা হলো জনপদে,
লাবন্য ঝরা দুপুরের ফুল যেন,
যেন বালুচর জেগেছে স্রোতের নদে।
চোখের শিয়রে কালিমা জমেছে কেন?

কুশল শুধোতে উত্তর দিলে চোখে,
বুঝতে পারিনি, ব্যাকরন গেছি ভুলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জড়বাদিতায় গিয়েছি বড্ড বোখে,
এখনো রয়েছি বস্তুতন্ত্রে ঝুলে।

মনে হয় দেখে আমিষে শর্করায়
মিলেমিশে বেশ হয়েছে মানিকজোড়।
মিটে গেছে সব জীবনের দেনা দায়,
প্রয়োজন নেই ম্যারাথন কোনো দৌড়।

বাসনারা ঘোরে নিরালোক জনপদে,
আমাকে খেয়েছে ভালোবেসে প্রিয় মদে।।

২২.০৬.৯৭ রাজাবাজার ঢাকা

৪.

ডুবিয়েছিলাম স্বপ্ন বোঝাই নাও,
এখন দেখছি এ যে এক বিস্ময়!
নৌকো ডুবেছে, স্বপ্নেরা ভেসে যায়—
নাওখানা তবে হারালাম আমি ফাও?

স্বপ্ন বিষয়ে আমার ধারনা কম,
খুশিতে ছিলাম গোপনে নিজেকে বোলে ঃ
দিয়েছি বেকুব স্বপ্নের কান ম'লে,
ডুবিয়ে দিয়েছি, রনতরী যেরকম।

দেখছি এখন স্বপ্নেরা ভাসে জলে,
সাঁতরায় রাজহংসের অনুরূপ।
বেগতিক বুঝে হয়ে আছি নিশ্চুপ,
পড়েছি বেতাল অভাবিত গ্যাড়াকলে।

স্বপ্ন ডুবিয়ে নির্ভার হতে চেয়ে,
ডুবছি এখন স্বপ্নের বোঝা বয়ে।।

২৩.০৬.৯৭ রাজাবাজার ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫.

পা দুখানি শুধু ছোঁয়া যায় কোনো মতে,
এমনি সুযোগ এমনি পরিস্থিতি।
দ্বিধাহীন হাতে জেগে ওঠে পদপ্রীতি,
ধেয়ে পেয়ে আসে নিন্দুক শতে শতে।

তুমিও বেজায় শরমে বলছো ঃ ছি ছি,
এ কি অশোভন? কি যে এ কেলেংকারি!
আমিও বেকুব, মালকোচা মেরে সারি,
ভূত ভবিষ্যৎ নাড়িচাড়ি মিছেমিছি।

স্বরসতি প্রেমে হয়ে থাকি মশগুল,
তাই কি এমন অধপাতে গেছি নেমে?
এইখানে এসে চিন্তারা যায় থেমে,
গেয়ে ওঠে সুরে জবাবের বুলবুল—

পা ছুঁয়েছি শুধু আর সব র'লো বাকি,
নারী তো নারীই, নারীর আবার পা কি??

২৩.০৬.৯৭ রাজাবাজার ঢাকা

৬.

আগে শুধু ছিলো কুঁড়ে ও নিন্দুকেরা,
আর কতিপয় অবোধ পালের গোদা।
যেই নিয়ামত পাঠিয়ে দিয়েছে খোদা,
অপরূপ তা যে, সব পানীয়র সেরা।

তারও পেছনে লেগেছে এখন দেখি
দুরাশাগ্রস্ত রাষ্ট্রিয় তক্ষক।
নয় তারা মোটে স্বপ্নের রক্ষক,
অন্যের অনুরোধেই গিলেছে ঢেঁকি।

কেন নিষেধের পতাকা উড়িয়ে আসো?
অকারনে তোলো নিন্দার সোরগোল?
এর মাঝে পাবে মহাবিশ্বের দোল,
খুঁজে দ্যাখো, ভাবো, তারপর ভালোবাসো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিও কি ছাই চেয়েছি এসব খেতে!
শরাব হয়েছে মাতাল আমাকে পেতে।।

২৩.০৬.৯৭ রাজাবাজার ঢাকা

৭.

গোলেমালে চ'লে যাচ্ছে কেবলি দিন।
বিশশতকের যন্ত্রপাতির কাছে
খুঁজে পেতে দেখি রয়েছে অঢেল ঋন,
গ্রন্থ-কেতাবে সবি তার লেখা আছে।

যানবাহনের বিস্ময়কর গতি
শীর্ন করেছে প্রাকৃতিক পা দুখান,
লোকালয় থেকে বৃক্ষরা দূরে অতি,
যন্ত্রের জেলে ফেঁসেছে অন্নজান।

পশু হত্যার দরকারি হাতিয়ার,
উন্নত হয়ে ফিরেছে নিজের দিকে।
কোথায় মানুষ? কোথা বসবাস তার?
শুধু মানুষের উপমাই আছে টিকে।

হাতে নিয়ে ঘোরে অক্সিজেনের নল,
নিজের বমেই সভ্যতা রসাতল।।

২৫.০৬.৯৭ রাজাবাজার ঢাকা

৮.

রাজা বাহাদুর নিয়ম দিয়েছে ফেঁদে,
অনুমতি ছাড়া শরাব যাবে না ছোঁয়া।
প্রেমিক কবিটি এই ফ্যারে গেছি বেঁধে,
জঞ্জাল জমে, হয় না মগজ ধোয়া।

অনুমতি পেতে অর্থের প্রয়োজন,
ভাগ্যের গুনে লক্ষী হয় না সাথি।
কিভাবে সাধন করি এই আয়োজন?
আমিটি তো নই জগৎ শেঠের নাতি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে সাজে কিছু ধার-হাওলাত পেলে,
ভাবি অনুমতি নিয়ে নেবো এইবারে।
কিন্তু দিনের সন্ধাটি নেমে এলে,
ঢুকে পড়ি সোজা গেলাশের দরবারে।

কিভাবে আমার অনুমতিখান জোটে?
টাকা পেলেই তো গেলাশ ছোঁয়াই ঠোঁটে।।

২৮.০৬.৯৭ রাজাবাজার ঢাকা

৯.
বড়ো সাধ হয় পাখিদের মতো উড়ি,
মৃত্তিকাসংলগ্ন মানবদেহ
নিতান্ত এক দুরাশায় একা পুড়ি।
আমার স্বপ্ন শরিক থাকে না কেহ—

কেউ হেসে ভাবে কড়া তামাকের ঘোর,
ফতুর মগজ গেঁজিয়ে গিয়েছে দেখি।
সরল তরলে রাত পার কোরে ভোর
হেসে কোরে যায় প্রভাতকালীন রেকি।

কেউ বিমানের প্রসঙ্গ তুলে বলে ঃ
বিকল্প তাও আছে তো উড্ডয়নে,
চ'ড়ে বসো সেই নভোজাগতিক কলে।
কিবা লাভ বলো ফালতু স্বপ্নায়নে?

আমি তো পেয়েছি খুঁজে উড়বার ডানা,
তাই শুধু শুনি, হয়ে থাকি বোবা, কানা।।

০৭.০৭.৯৭ রাজাবাজার ঢাকা

১০.
লাশ হয়ে যাই লোহার বাসরঘরে,
পাশে নাগরিক বেহুলা রয়েছে শোয়া।
এখনো রাত্রি রয়ে গেছে এক পোয়া,
আবাজ ফেটেনি পাখির কণ্ঠস্বরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরের ঘটনা সিনেমার অনুরূপ–
চক্ষু মটকে নিহত শক্ত স্বামী,
ক্রন্দনরত বধূটি ও তার মামী,
বাকিরা নিরব, শোকে বিলকুল চুপ।

কলার ভেলার বিকল্প হলো ট্রাক,
বেহুলা ভাসায় ছয়টি চাকার ভেলা।
পিচের নদীতে ভেসে চলি সারাবেলা,
পাশ দিয়ে ছোটে তাজা স্বপ্নের ঝাঁক।

দেবতা-সভায় পৌঁছে লক্ষ্য করি,
একাকি এসেছি, সাথে নেই সুন্দরী।।

২৮.০৭.৯৭ রাজাবাজার ঢাকা

১১.

চোখের কোনায় জমা জল, না ঘিচুটি?
এই প্রশ্ন মনে হলো এখানে এসেই।
নদী এক বয়ে গেছে শহর ঘেঁষেই,
খোলা মাঠ দিগন্তকে দিয়ে দিছে ছুটি।

হাওড় বাওড় জল খুব চেনা নয়,
আমার শোনিতে আছে অরন্যের স্মৃতি,
জোয়ারের ভরা নদী বিপুল বিস্তৃতি।
প্রাচীন মাটির ঘ্রান এখানে ঘুমায়—

চোখের কোনায় আজ জমেছে পিচুটি,
চোখের কোনায় জমা হয়ে আছে জল।
আমাদের বৃক্ষশাখে নেই কোনো ফল,
গোপন দাবার চালে হয়ে গেছি ঘুঁটি।

জমিন, আকাশ, স্বপ্ন, ক্ষেতের ফসল,
কিছু নেই, সুদ গুনি—পাই না আসল।।

২২.০৭.৯৭ ফেরিঘাট ময়মনসিংহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২.
ভরা ভাদ্রের ঠাটানো দুপুরবেলা,
একা বোসে আছি ভাবনার ছিপ ফেলে।
যেন আমি এক পরাবাস্তব জেলে,
পেতেছি মগজে জল-বড়শির খেলা।

খুব মনোযোগে ফাতনায় রাখি চোখ,
ঠোক দিয়ে যায় চিন্তার চুনোপুটি।
মগজের জলে মাকড়ের ছোটাছুটি,
উল্লাস করে নষ্ট পানির পোক।

রুই কাতলার খবর হয় না কোনো
মৃদু সমিরনে ফাতনাটি কাঁপে শুধু।
ঢেউ-খেলা-জল চারিপাশে করে ধু-ধু,
নিবিড় আবেগে প্রত্যাশা হয় ঘন।

আমি কি তাহলে নিভৃত চণ্ডীদাস!
কিসের আশায় হয়ে আছি কার দাস? ?

০৬.০৮.৯৭ বাবুপুরা ঢাকা

AMARBOI.COM

১৩.
সহসাই দেখি মন্দির ঘিরে আছে
টুপিয়ালা মাথা অজস্র মারমুখি,
আল্লার নামে ভাঙচুরে লেগে গেছে।
আর ভীত টিকি সোজা ভগবানমুখি—

উভয়ে তো বেশ শান্তির কথা বলে,
পুরান কেতাবে দেখেছি সে সব পড়ে।
এখন দেখছি ঘনঘোর কুতুহলে,
ঝাঁপিয়ে পড়ছে একে অন্যের ঘাড়ে।

বস্তু দেখছি মিলিয়েছে বিশ্বাসে,
রক্তারক্তি লুটপাট সোনাদানা।
তর্ককারিরা দূরে বোসে মৃদু হাসে,
বিশ্বাসকারি দেবালয়ে দেয় হানা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখে ধর্মের পূত-খোমা-মোবারক,
দূরে সরে আছি হয়ে এক ধ্যানি বক।।

০৭.০৮.৯৭ বাবুপুরা, ঢাকা

১৪.

পরশপাথর কখনো যায়নি পাওয়া
পাওয়া গেছে শুধু পরশিত সোনা-প্রস্তর।
স্বপ্নদিঘিতে সারারাত নাও বাওয়া
একাকি চাঁদের একাকি স্বপ্নগ্রস্তর।

খুলে ফ্যালো আলখেল্লার অস্বস্তি
প্রপিতামহের প্রথা বিপরীত সরলতা।
বুলডোজারের নিচে সমাহিত বস্তি,
কংক্রিটে ফোটে মানব-স্বভাবি তরুলতা।

শিকড়ের মূলে তক্ষক করে ইশারা,
ত্বকে খুঁজে পাই শ্যামল সুখের গৌরব।
ছোঁয়া চুম্বন আদোর হয়েছে কি সারা?
নিরব নাভিতে জাগে নেবুপাতা সৌরভ।

এই ফাল্গুনে তরুন ফুলের মতো,
নিয়েছি সুবাস বিলাবার মৃদু ব্রত।।

০৯.১১.৯৭ বাকুশা ঢাকা

১৫.

পা পিছলে যেই পড়েছি তোমার প্রেমে,
ওম্নি প্রকৃতি পাল্টালো ঋতু-জামা।
দখিনা বাতাস নিসর্গে ঘ'ষে ঝামা
কুয়াশা-শ্যাওলা ওঠাতে উঠলো ঘেমে।

হিচ্‌ড়ে পিচ্‌ড়ে হাতড়াই চারপাশ,
কিছু ধরে যদি অন্তত কিছুখন
ঝুলে থাকা যায়, পতিত বেকুব মন
খোঁজে আতিপাতি আপাতত আশ্বাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনেছি অনেক প্রেমে পতনের সুখ,
আকুলি-বিকুলি নানা প্রশস্তি কথা।
অবিশ্বাস্য, মিছে সব, রূপকথা—
সুখেরা নিছক ঢেকে আছে প্রিয় মুখ।

ভাগ্যিস পা-টা পিছলে গেলেও শেষে,
টিকে আছি পদ-পদ্মকে ভালোবেসে।।

২১.১১.৯৭ রাজাবাজার ঢাকা

১৬.
প্রতিশ্রুতি পতাকার মতো ওড়ে ওই,
নিসর্গের হিয়া সাক্ষী জনতার হাত,
দিতে হবে রাত্রি ছিঁড়ে স্বাধীন প্রভাত—
অঙ্গিকার ভঙ্গ তুমি করো না নিশ্চই।

রক্তের কালিতে লেখা বিজয়ের গান,
ভুলে গেলে ঝলসাবে বুকের আগুন।
কুমারীর গর্ভে ফের জন্ম নেবে ভ্রুন,
নিমেষে সাবাড় হবে সুখের বাগান।

কয়জনে ছুঁতে পারে সাপের মাথায়
সাবধানে রেখে দেয়া অমূল্য মানিক!
সাহস সাহসী হয়ে জয়মাল্য নিক,
কারুকাজ তোলো তুমি কালের কাঁথায়—

আমাদের সুরে গান গলায় ধরো না,
অঙ্গিকার ভঙ্গ তুমি নিশ্চই করো না।।

০৬.১২.৯৭ রাজাবাজার ঢাকা

১৭.
নিখিল দিয়েছিলো নরক-নগ্নতা,
আমার চোখে ছিলো অমলিন দৃষ্টি।
হৃদয় ছুঁয়েছিলো মেঘের মগ্নতা,
তবুও ঝরলো না প্রার্থিত বৃষ্টি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুটিয়ে নিলে হাত, আঙুল সোনালিমা,
ফোটালে পাথরের বুক জুড়ে কান্না।
সহসাই কণ্ঠে নেমে এলো কালিমা,
ঝ'রে গেলো মাটিতে আলোকিত পান্না।

আলতো ছুঁয়ে গেলে, এ-মন কুয়াশায়
আশায় বাঁধে ঘর হলুদাভ রাত্রি।
জোস্না-পাতা ঝরে মাটিতে শিহরায়
উদাসি প্রান্তর উদাসিন যাত্রি।

এখনো আলো আসে জানালা খোলা রাখি,
পেছনে গান গায় খাঁচায় পোষা পাখি।।

২০.১২.৯৭ রাজাবাজার ঢাকা

মাঝের দেয়াল

ধুলোরা জমবে কয়োটির হাড়ে
নির্মম রাত ভাসাবে আঁধারে,
নগ্ন জীবনে পচনে পতনে পিপাসা পরাবে পুষ্পহীনতা
এতোটা দীনতা ছড়াবে আমাতে নষ্ট অমার জটিল জীবানু?

বকুল-সকাল খুলে দিয়ে যায়
সূর্যের ঘর, কালো দরোজায়
হাত রেখে বলি, বুকের দুয়ারে করাঘাতে বলি, সূর্য আসুক
ভালো না বাসুক—তবু ক্ষতি নেই, আর্দ্রতা যাক, আন্ধার যাক।

ফুল দিয়ে কারা ঢেকেছে ক্ষুধাকে,
জন্ম লিখেছে কালো মৃত্যুতে—
মাঝের দেয়াল জানে তার সব, কতো ব্যবধান, কতোটুকু দূর
কেন বাঁশি-সুর বাজেনি তাদের গৃহের গুহায় জোস্নার রাতে।

রক্তের দাগ দেখেছে কবিতা
চোখ জুড়ে তাই এতো নিরবতা,
এতো প্রতিবাদ পরতে পরতে জমে ওঠে যেন পাললিক মাটি,
শত্রুর ঘাঁটি জনতা চিনেছে, চিনেছে কি ভুল রাজার ভূমিকা?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষাদ আসুক বেদনায় বিষে
পরাজয় যাক রক্ততে মিশে,
বাহুতে বক্ষে নেমে এসো ঋজু প্রজ্ঞা-সবল তাজা প্রতিরোধ,
ভেঙে দাও কালো শ্রেনী ব্যবধানে
কলুষিত বোধ নষ্ট হৃদয়,
প্রতারক ক্ষয় নির্মূল হোক সুস্থ রোদের সবল আঘাতে।

শস্যের বিশ্বাস

হে আমার ভিক্ষুকের হাত বাহু থেকে খ'সে পড়ো,
করুনাসিক্ত জীবন হে আমার পরাজয় তুমি মৃত্যু হও
তুমি খ'সে পড়ো শুকনো লতা।

চারিদিকে এতো বেশি বন্যজীবন যাপন—
গৃহপালিত স্বভাব—এতোবেশি প্রভুভক্ত কুকুরের সুখ!
কোথায় উদ্ধার বলো, কোথায় শোভন সুস্থ মমতার রাখি?

শৃংখলে রুদ্ধ মনন—পরাধীন আকাংখার ভাষা
স্বদেশের রুগ্ন দেহে উল্লাসে মত্ত ছাত্র—কুকুর—শকুন—
তাদের বন্ধুর হাত ধরে রাখে জাতির পতাকা!

হে আমার ব্যাধি—জরা—জীর্নতা পাণ্ডুর বোধ,
হে আমার প্রতারনা—রুগ্ন লোভের কালিমা—হে আমার ক্ষয়
বিশ্বাস থেকে খ'সে পড়ো অনাবশ্যক হলুদ পাথর
খ'সে পড়ো, মৃত্যু হও।

হে জীবনের যেটুকু ভগ্নস্তূপ ধ্বংস তুমি অপসৃত হও,
এই ভূমে আরো এক নোতুন নির্মান হবে শস্যের বিশ্বাসে।

আবরিত আশ্রয়

প্রতিকূল প্লাবনে কি ভেসে যাবে মানুষের ধান!
এইসব পাললিকা—এইসব শস্যের হাত
কোনো বকুল-দরোজাকে খুলবে না স্পর্শে আঘাতে
পরশের পাললিক তীব্রতায়!
প্লাবনে কি ছিন্নমূল হারাবে সব ব্যাকুল প্রস্তুতি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন নির্জন জানালার পাশে তোমার বেড়ে ওঠে প্রতীক্ষার বয়স!
কোন বর্ষায়-কোন জোস্নায় অলস-আলতো চুলে
উর্মিল উদাসিনতা মেখে নিজেতেই কেঁপে কেঁপে ওঠো,
প্রথম চুম্বন, প্রথম স্পর্শের মতো।

মাংশের মন্দিরে আরতির আয়োজনে দুলে উঠে
চন্দন ফুলে সাজিয়েছি এই আজন্ম আচ্ছন্ন বেদী—
কোথায় প্রতিমা?
কোন সব মুখের ভিড়ে লুকোনো মুখ, কোন অবয়ব ঢেকে আছে তারে
কোন চোখ আড়াল করেছে তার আঁখি-নক্ষত্র!

নিরাশ্রয় এই বাসন্তি বিক্ষোভ ভেসে যাবে প্লাবনে বাতাসে
সময়ের গণ্ডার এসে ছিঁড়ে খাবে শস্যসুলভ বৃক্ষ, পাখিদের,
মর্মে তনুতে তবু অঘ্রান বাড়ে, সঞ্চয় বাড়ে বিশ্বাসী বুননে।

শস্যের হাতে স্পর্শ করো জীবনের এইসব বিচ্ছিন্নতা,
এইসব খণ্ডিত প্রতিশ্রুতি প্রত্যাশায় গেঁথে দাও অমেয় সিবন।
আর এ-সংশয়ে নয়—পাললিকা, এবার অভ্রয় হও
ভিড়ের ভেতর থেকে হাত তুলে বলো: মানুষ
এই আমি তোমার উদ্ধার।

AMARBOI.COM

পাললিক উদ্ধার

আমাদের বাসনায় ছিলো কিছু ভুলবোধ
প্রাপ্যের পূর্নতা তাই এতো মনে হয়
নিঃস্ব করুন
তাই এতো পাওয়াকেও মনে হয় ব্যর্থতা, মনে হয় ম্লান।

ক্ষমা হও—ক্ষমা হও দুর্দিনে দুঃসময়ে
সুশোভিত হৃদয়ের যতোটুকু পারো তবু
থামাও যাতনা,
নির্মল রোদ দিয়ে ধুয়ে নাও বেঁচে থাকা মলিন জীবন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনপদে জেগে থাকে যে-উদাসী মানুষেরা
যে-বাউল বনভূমি খুলে রাখে অন্তর
নিবিড় মাটিতে,
তার কাছে নতজানু গুল্‌মের মতো বলো ঃ ক্ষমা দাও প্রানে,
হে উদাস অপরূপ, আমার এ-বুকে দাও শোভন মমতা।

নির্মম নোখ জুড়ে কি ভীষন কালো লোভ
আমাদের বুক জুড়ে কি করুন শূন্যতা,
নিজেতে তাকাও

অবিনয়, চেয়ে দ্যাখো কি রকম পচা ক্ষত শরীরে তোমার,
কি রকম বিষাক্ত ঘৃনাবোধ ঢেকে আছে অমল হৃদয়।

বৃক্ষের কাছে যাও, পাখিদের কাছে যাও
পাহাড়ের কাছে গিয়ে প্রান খুলে বলো তারে ঃ
ওগো প্রশান্তি!

আমাদের দাও কিছু দ্বিধাহীন মমতার কোমল ক্ষমতা,
বুকে কিছু ক্ষমা দাও, ঘৃনাহীন দাও কিছু মানবিক প্রেম।

চিল-ডাকা নদীর কিনার

তা হলে প্রস্তুত হও।
আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই চিল-ডাকা নদীর কিনারে,
সেই শাদা শংখভোর, ভাটিয়ালি, একতারা, সিঁদুর আশ্রয়—
সে-আমার মুগ্ধপ্রান, সে-আমার হারানো হরিনপুর।

এই ভুল অরন্যের পথে-পথে এতোদিন কেটেছে জীবন,
আমরা কি হারাইনি লালনের একতারা মাটির হৃদয়
আমরা কি হারাইনি প্রিয় পথ, প্রিয়তম গ্রামের ঠিকানা?
উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে এইভাবে কতোদূর যেতে চাও বলো!

জন্মপরিচয় নেই, জন্মের মাটি তো আছে—
সেই মাটি সত্য হোক, সেই দেহে সত্যাবদ্ধ আসুক পরান,
আমাদের তীর্থ হোক অঘ্রানের শস্যপূর্ন ফসলের মাঠ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা হলে প্রস্তুত হও।
অপর বেলার বাঁশি বেজে ওঠে দূরের তুফানে,
চেতনায় যে-কুয়াশা গেড়ে আছে হলুদ শিকড়
আজ তাকে খুলে ফেলো, খুলে ফেলো রুগ্ন শাখা, বিষন্ন বাকল

আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই চিল-ডাকা নদীর কিনারে . . .

আশ্রয়

তোমার করতলের পরে ক্লান্তিটুকু রাখি
রাখি আমার অক্ষমতাগুলো।

আমার যা-সব সুখের কানাকড়ি
বিপুল-শিখা মেধার সোনাদানা,
আমার যা-সব সফল কারুকাজ
অন্যেরা তা পাক—
তুমি আমার ক্লান্তিমাখা ব্যর্থতাটুক রাখো।

ছিনিয়ে আনা রোদের সমারোহে
মগ্ন হবে রুগ্ন মানুষেরা।
ওরা সবাই শস্যকনা নেবে,
তুমি আমার লাঙল-চেরা মৃত্তিকাকে রেখো।

পৃথিবী চায় সকল সফলতা,
পৃথিবী চায় সফল বানীটিরে।
যে-অমা তার বক্ষ চিরে জ্বালে
স্বপ্নমাখা সুখের শিখাখানি
তুমি আমার সেই অমাটুক স্নেহের চোখে রাখো।

আমার গৌরবের সাথি নিখিল জুড়ে আছে,
ব্যর্থ রাতে গ্লানির সাথি তুমি—
তোমার প্রিয় ছায়ার তলে ক্লান্তিটুকু রাখি, রাখি আমার
বিষন্নতাগুলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেব্রাক্রোধ

প্রত্যেকের কিছু সৌভাগ্য থাকে, কিছু পাওয়া থাকে,
প্রত্যকের কিছু সিগ্ধ সোনালি রোদমাখা সকাল থাকে,
যার কাছে দ্বিধাহীন ফিরে গিয়ে নিজেকেও খণ্ড খণ্ড কোরে
খুলে রাখা যায়,

যার মাঝে অনায়াসে খেলা করা চলে ভাসমান নিশ্চিন্ত হাঁস,
পালকের ফাঁকে ফাঁকে অন্তরংগ জলের মতো।

প্রত্যেকের বুকের নিভৃতে কিছু দগ্ধ ক্ষত থাকে লুকোনো,
কিছু অসম্পূর্ন নির্মান, ভাংগাচোরা গেরস্থালি ঘরদোর,
প্রত্যেকের নিজস্ব কিছু নিদ্রাহীন রাত্রি থাকে
যাকে চিরদিন নষ্ট নোখের মতো রেখে দিতে হয় কোমল অনিচ্ছার বাগানে
যাকে শুধু লুকিয়ে রাখাতেই সুখ, নিজের নিভৃতে রেখে
গোপন পোড়াতেই একান্ত পাওয়া।

অভ্যন্তরে কিছু না পাওয়া থাকে অভিমানে, অন্য দ্বিধায়
কিছু ডোরাকাটা জেব্রা ক্রোধে নিশ্চুপ আত্মহনন,
অভ্যন্তরে কিছু নিসংগতা থেকে যায় অনন্ত অবধি–
আকাশের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসে মেঘের কবুতর,
করতলে চিবুকের ভালোবাসা রেখে একজন থেকে যায় অচেতন ঘুমে,
এই সূর্যের সমস্ত বয়সে তাকে কোনোদিন জাগানো যাবে না,
মাটির মতো নিঃশব্দে জেগে থেকে তার চোখ দেখবে সকল কিছু।

প্রত্যেকেরই কিছু সৌভাগ্য থাকে, কিছু দগ্ধ ক্ষত থাকে বুকের নিভৃতে—
আমার ভেতরে আছে একখণ্ড ক্রোধ—অভিমানেভেজা প্রেম
অমিতাভ সবুজ ঘাতক।।

আবরনে অর্ধেক

অর্ধেকখানি রেখেছো খুলে বাকি অর্ধেক ঢাকা।

একখানি দোলে উথাল পাথাল
আরখানা খুব গভীর শীতল,
একখানা আছে একদিক থেকে ফাঁকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্ধেক তার যেখানে বিছাও সেইখানে জাগে ঘুম,
বাকি অর্ধেক মেলে ফেল্লেই যৌবন খোলে চোখ।

অর্ধেক দোলে উথাল পাথাল
বাকি অর্ধেক মেঘলা শীতল,
একখানা থাকে সমস্তখন বিপরীত দিকে মুখ।

অর্ধেকখানি রেখেছো খুলে বাকি অর্ধেক ঢাকা
তোমার দুদিকে সবকিছু আছে, আমার দুদিকই ফাঁকা।

রক্তের বীজ

ভয় কেন আর গভীরে কাঁপায় প্রান?
সংশয়! তাকে ছিঁড়েছি দুহাতে টেনে।
এখন আমার ভেতরে বাইরে প্রস্তুতি জেগে ওঠে,
এখন আমার অর্গল খোলা জানালায় নাচে রোদ।

শিকড়ের মূলে ঘুম ভেঙে জাগে আমি,
ক্ষয় পচনের ক্লেদ কালিমাকে ছেনে
গড়ে প্রার্থিত প্রতিমার তন্ময় হৃদয়ের বিশ্বাস।
মেঘলোক নয়—ফিরে আসে মন এ-মাটির খাঁটি স্বাদে।

ফিরে এসে আমি অধরে ছোঁয়াবো ফুল,
নোনা সৈকতে শুটকির ঘ্রানে ভেজা
মুখর বাতাসে ভাসাবে আমার প্রতিমার মন্দির—

তাই
মাটিতে আমার রক্তের বীজ বুনি
মাটিতে আমার জন্মের গান শুনি,
ভাঙা জীবনের কংকালে ওড়ে আগামীর শুভদিন।

ঝরাপাতা তুষের আগুন

অর্ধেক জীবন গেলো ঝরাপাতা তুষের আগুনে।
জীবনের ক্ষত-মাংশে উড়ে আসে লুব্ধ মাছি, কালো কীট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুরে খায়, কুরে কুরে খায়–
আমি তবু পচনের এই পুঁজ বুকে রেখে জেগে থাকি কেন?

আমিও কি রুগ্ন পাতা? তবে আমিও কি নষ্ট দেহ
জীবনের মাটি থেকে ছিঁড়ে আনা ছিন্নমূল বৃক্ষ শিশু?
অর্ধেক জীবন গেলো—হায় আমিও কি ঝরাপাতা
তবে আমিও কি ব্যর্থপ্রান
যোজন যোজন জুড়ে প'ড়ে থাকা বালুচর, নদীর কফিন!

প্রসন্ন আলোর দিকে যে-হৃদয় রয়েছে তাকিয়ে,
যে-হাত পাথর কাটে আঁধারের, বোনে বীজ নোতুন ফসল
তারাও কি ব্যর্থ তবে, তারাও কি জীবনের ব্যর্থ রক্তপাত!
হে বিশ্বাস-হেম, তবে আমিও কি ব্যর্থগান, বিফল বাসনা?

এ-কেমন মৃত্যুময় শ্মশানজীবন!
হৃদয়ের রক্ত, ঘাম, ধুলোবালি মুছে শুধু প্রহর ফুরোয়,
বিষন্ন শাখায় শুধু ফুটে থাকে গন্ধবনহীন করুণ কুসুম!

হায়, আমিও কি ব্যর্থগান, তবে আমিও কি ব্যর্থ রক্তপাত?

১৪ শ্রাবন ৮৫ সিদ্ধেশ্বরী ঢাকা

AMARBOI.COM

পিতার নীল নকশা

সামনে দাঁড়ায় ঘোর সংসারে বাবার মৃত জায়নামাজ
যার উষ্ণ অস্তিত্বে একদিন কিছু পৈত্রিক পুন্য প্রার্থনা শূন্যের দিকে
পাখা মেলে উড়তো শাদা পারাবত—

অই সব পুন্য প্রার্থনার নির্বোধ বাসনারা আমার রক্তের ভূমিতে
বৃক্ষের বীজ বুনে বিস্তৃত হোতে চেয়েছিলো শিকড়ে পাতায়
অথচ আমার ভেতরে বাবাকে হত্যা কোরে আমি এক অনন্ত ফেরারী।

সামনে দাঁড়ায় ভিটেমাটি পৈতৃক বসতবাড়িতে পিতামহের শূন্য করতল
বাবার প্রৌঢ় মাংশের বন্দরে একাধিক ভুলের সুরম্য সরলতা—
আমি জানি বাবা কোনোদিন নিজেকে চিনতে পারেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবনের গভীর উঠোনে এক নীল করবীগাছের ছায়ায়
বিষময় ফলে তাঁর নিঃসঙ্গ হাতখানা বিভ্রমে কেঁপে উঠেছিলো
আজো কেঁপে ওঠে দুঃস্বপ্নের হাওয়ায়।

শুভ্র শ্মশ্রুর আড়ালে ভুলের জ্যামিতিক রেখায় বাঁধা অসহায় ক্ষোভ,
তোমার প্রার্থনায় একটি ভুল শব্দ ছিলো তুমি তাকে জানতে না
এ-জন্মে কোনদিন ভুল কোরেও তুমি জানবে না সেই ভুল ব্যর্থতা
তোমার প্রার্থনার শরীরে লুকোনো অসুখ।

আমি কোনোদিন রঙ্গিন করবীর ফলকে খাদ্য ভাবিনি,
ধানের গন্ধ ছুঁয়ে তোমার স্বপ্নের পোষা হরিন
বনের গহনে ফেলে এসেছি।

সামনে দাঁড়ানো পিতামহের সবচে' গাঢ় ব্যর্থতা
বাবার প্রৌঢ় মাংশের বন্দরে প্রার্থনার ভুল শব্দ, সংসার, মানুষ
আমার রক্তে বীজ বুনে বিস্তৃত হোতে চেয়েছিলো শিকড়ে পাতায়।

অথচ আমার ভেতরে বাবাকে হত্যা কোরে আমি এক অনন্ত ফেরারী . . .

মাংশের মুখোশ

একটি মানুষ খুন কোরে এই তো এলাম আমি
প্রার্থনা ঘরে,
দ্যাখো শরীরে আমার কি মধুর আতরের ঘ্রান
কি মোহন স্বর্গীয় শোভা সারা অবয়ব জুড়ে,
আহা ঈশ্বরই সব মঙ্গল করেন!

এই দ্যাখো একজন কুমারীর যোনির মাংশ
আমার বুক পকেটে,
আমি কি বিশ্বাসযোগ্য নই, এখনো কি আমি নই ত্রাতা?
চোখে মুখে তোমরা কি দ্যাখো না আমার সেই অপূর্ব ছবি?
ঈশ্বরের শেষতম রক্ষক আমি এই কলুষিত পৃথিবীতে
আমাকে অবজ্ঞা কোরো না।

হে নরকবাসীগন নিশ্চয়ই তোমাদের পথ ভুল।
এখনো হত্যার রক্তে করোনি স্নান, পুর্ন হওনি ঘৃনাবোধে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনো সত্যের মতো ভ্রান্ত শবদেহ নিয়ে রয়েছো মুখর?
নিশ্চয়ই তোমরা নরকবাসী হবে।

এই দ্যাখো শিশুদের মাংশ কি সুস্বাদু, আহা
কি চমৎকার অসহায় মানুষের বেদনার্ত হৃদয়।
যতোটুকু পারো কেড়ে নাও মানুষের প্রাপ্যের ফল
যতো পারো যন্ত্রনা বিদ্বেষে ভরে তোলো পৃথিবীর জলবায়ু।
হে পুন্যার্থী মানুষেরা
মনে রেখো, ঈশ্বরই সব মঙ্গল করেন, তাঁর প্রতি নিবেদিত হও।

এই দ্যাখো একজোড়া কাটা মাথা, একজন কুমারীর যোনির মাংশ
আমার বুক পকেটে,
আমি কি বিশ্বাসযোগ্য নই?

টের পাই

তুমি এলে টের পায় নিখিল, নীলিমা, মেঘ
দেবদারু পাতার বিজন,
নির্জন নিমগ্ন রাত জেগে ওঠে পূর্ণ কোলাহলে।

কানায় কানায় জল ভ'রে ওঠে পামাল দরিয়া,
জোস্নার আলোকচূর্ন মাখে সারা গায়ে চিতল হরিন—
টের পায় নোনাজল, প্রকৃতির প্রানীকুল, বনের আঁধার,
তুমি এলে টের পায় সভ্যতার সাজানো নগর।

মৃন্ময় চিবুক বেয়ে ঝ'রে আসে চোখের শিশির
ঝ'রে আসে স্বপ্ন-আর্দ্র জল, বিহ্বল, ব্যাকুল বাসনা।

আমি কি পাই না টের?
আমি কি পাই না টের এইসব, নিসর্গ-নগর জুড়ে
তোমার ভ্রমন-ধ্বনি বেজে ওঠা সুনিবিড় পাতার মর্মর?
তবে এ-কান্না কিসের, এই জল, ব্যথার শিশির?
এই মত্ত গাঙের তুফান বুকের ভেতরে কেন বাজে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টের পাই।
নিসর্গে নগরে তনু রয়েছে ছড়ানো
হৃদয়ের মর্মে খোলা রয়েছে হৃদয়—

টের পাই—ভেতরে সাজায়ে রাখি প্রতীক্ষার পরম পিপাসা,
তুমি এলে টের পাই, শোনিতে শিরায় বাজে ভ্রমনের ধ্বনি।।

মা-র কাছে ফেরা

ওখানে ভীষন খরায় ফসলের চরাচরে পাখা মেলে বোসেছে এক
বন্ধার বাজপাখি, তার ঠোঁটের বিষ আমার রক্তের শহরে ঢুকেছে
শত্রুসেনারা যেমন বিজয়গর্বে ঢোকে পরাধীন দেশের ভেতরে।
মা, এই পরাধীন শরীরে কোথাও মুক্ত আকাশ নেই, মাঠ নেই—
রক্তে মাংশে খরার পতাকা উড়িয়ে রেখেছে ভিন্ন শাসক সেনারা।

কতোদিন ঘুমোই না মা! সেই কবে কৈশোরের প্রথম সকালে
সংসারের গন্ধেভেজা তোর সোঁদা বুকে মুখ লুকিয়ে নির্ভাবনায়
ঘুমিয়ে যেতাম স্বপ্নের নিরাকার সমুদ্রের ঘোলা লোনা জলে
সেই কবে, কতোদিন আগে—কিছুক্ষন বুকে রাখ, বুকের শান্তিতে!
কতোদিন ঘুমোইনি, নিদ্রার মতো জেগে আছি নিদ্রিত চোখে
কতোদিন, সেই কতোদিন . . .

ওখানে অভাব, মাকি, দীর্ঘশ্বাসে আগুনের বিপুল জলোচ্ছাস,
দেবদারুর শীর্ন পাতাগুলো ঝ'রে গেছে মাটির হৃদ্‌পিণ্ডে।

সারারাত পথের নির্জনতা সরিয়ে সরিয়ে মানুষের মৃত হাড়
কান্নার কংকাল দেখে আমি আর কোনোদিন কবরের পাশে যাইনি
সড়কের জীবন্ত কবর এসে বুকের ভূমিতে জেগেছে
সম্মিলিত মৃত্যুর উৎসব।

জানালাগুলো এখোনো খুলিস নি মা?
কতোদিন আকাশ দেখিনি, অনায়াসে পাখা মেলে উড়ে যাওয়া
পাখিদের পালক ঝ'রে পড়া, রঙিন প্রজাপতি, নক্ষত্র, মেঘ
কতোদিন ঝড়ের পূর্বাভাসে সঞ্চিত কালো মেঘ দেখিনি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ-দুটো অনিদ্রায় পোড়া পাথর চোখে
তোর মাতৃত্বের চুমু দিয়ে আমায় ঘুম পাড়িয়ে দে
কতোদিন ঘুমোই নি মা, কতোদিন ঘুমোই না . . .

বিকল্প বসতি

অভিমান ভালোবেসে ফিরেছি নিজের ভেতরে
চলতে চলতে হঠাৎ বিরুদ্ধ বাতাসে
গুটিয়ে যাওয়া সামুদ্রিক ঝিনুকের মতো
দারুন দহনের রাতে গুটিয়ে নিয়েছি সেই নগ্ন করপুট
অভিমান ভালোবেসে ভেতরে গড়েছি ঘর বিকল্প বসত।

শরীরে আবরন টেনে অন্তরালে রেখেছি ক্ষত
যত্নে আদরে লালিত প্রিয়তম একাকী বেদনাকে
মাঝরাতে ডেকে তুলে দাঁড়াই সমুখে মুখোমুখি,
আলোয় নতমুখ কাঁপে, কাঁপে না বেদনার তরী।

যে-কোনো দরোজাই প্রবেশের উপযুক্ত নয়
কিছু কিছু দুয়ার আছে যে-সব ঢোকার পথ
যে-সব খোলা থাকে, হাওয়ার গমন উপযোগি পথ থাকে—

তোমার দুয়ারে প্রত্যাখ্যান ছিলো তাই করাঘাত কোরিনি
নিজের ভেতরে ফিরে নিজেকেই রচনা কোরেছি পথ
প্রবেশের উন্মুক্ত দরোজা

অভিমান ভালোবেসে তোমায় ভুলতে গিয়ে তোমাকেই নির্মান করেছি।

মেঘময় মুখরতা

দুঃসময়ে মেলে রাখবো উদাসী তরুর মতো
শব্দের পত্রালি শাখা প্রশাখা,
পাখা মেলে ছায়া দেবো এই গেরস্থালি
ভাঙাচোরা শীর্নহাড় জীবনযাপন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৈত্রের ক্ষেতের মতো চৌচির শুষ্ক নিবাসে
সরল গর্ভিনী মেঘ জলের শ্রাবন দেবো
পাখা মেলে অনুর্বর শস্যভূমিতে ছড়াবো আর্দ্র আবাদ।

জন্মে ছিলো না পাপ, জ'ন্মে হয়েছি পাতক . . .
জননীর স্নেহার্দ্র চুমোর চিহ্নহীনতায়
শূন্য ললাট কী ক্ষুব্ধ বিক্ষোভে আজ
শ্রমিকের পেশল বাহুর মতো সক্রোধে
ভাঙে না ভাগ্যের অলীক বিধান!

করতলে রেখা নেই—প্রতিবাদী হাতে ছোঁবো
গন্তব্যের সুনীল শিখর।
স্বপ্নহীন চোখের সকেটে
এই দ্যাখো জ্বেলেছি স্বপ্নভুক ব্যতিক্রম আলো—

দুঃসময়ে মেলে দেবো তরুসুলভ ছায়া
এই ভাঙাচোরা শীর্ন হাড় জীবনযাপন,
প্রতিবাদী হাতে ছোঁবে গন্তব্যের সুনীল শিখর।

AMARBOI.COM

মাংশের এ্যাশট্রে

তিন সাত নয় দুই একশত মৃত সিগারেট
একশত নিসংগ চিৎকার ইথারের পেশীতে শিরায়—
একজন জীবিত ধাতব ধারনের বিপনী মেলে
শেষতম পরীক্ষায় ঋজু অবিনীত ঘাতক প্রতিমা
একশত মৃত সিগারেট একশত নির্মান তৃষ্ণাতাড়িত কাক।

শব্দে ধ্বনিতে ধ্বসমান ধ্বংসের ধূর্ত সাঁতার, আসে
শিকারী কুমিরের চোখ লালায়িত নিঃশব্দ গমনে
তীক্ষ্ণ থির লক্ষ্য জনপদে বোধে ও মেধায়
স্নেহহীন গৃহের নীড়ে।
সম্ভোগে সজ্জিত নয়—শোনিতে শ্বাপদের নষ্ট নোখ
শকুনীর বিকৃত রমন রাত্রির নগ্ন নাভিমূলে
অতৃপ্ত যোনির জাগরন মুখর যন্ত্রনার ধ্বংসস্তুপ
একশত মৃত সিগারেট একশত গনিকার জীবনযাপন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেরুদণ্ডে দণ্ডিত আসামীর প্রমানিত অপরাধে
নত চব্বিশটি অস্থি-র সজল বিনীত বাসনায়
ব্যর্থ কাংখার মতো বাজে ক্লেদাক্ত গীটার
কনভয়, বি-৫২ একটি শাদা কুকুরির রিরংসা
কালো বালকের শিশ্নের সোঁদা ঘ্রান শুঁকে শুঁকে . . .
শস্যের গর্ভিনী ডগা খেয়ে প্রকাশ্যে পালায়
এক ধাতব পাখির ঠোঁট
একশত মৃত সিগারেট জেগে ওঠে জলপাই কার্ফুর রাতে।

পরিচয়—লাল যোগচিহ্ন বুকের বুনটে
প্রোটিনের পোস্টারে আঁটা জন্মাবধি ফাঁকা আশ্রয়ভূমি।
পিতৃত্বের নিষিদ্ধ নিবাসে প্রোন্নত দীপ্র গ্রীবা জেগে আছি তবু
জননীর লজ্জার ফসল অবিনীত ঘাতক সাহস শেষতম পরীক্ষায়
নির্মান নয়—একশত মৃত সিগারেট কোরেছি ধারন মাংশের এ্যাশট্রে।

উন্মোচনের ঘ্রান

তার সবদিক বিস্ময়ে ঘেরা সন্দেহ
তার সবদিকে আশংকাদের চতুর চলাফেরা
বিস্ময় জুড়ে জেগে থাকা তার ঘরের দরোজাগুলো
তার চারিদিকে লতাপাতাময় নিবিড় আচ্ছাদান।

কোন বকুল ভোরে খুলেছিলো তার ঘর
আলোর মাদুরে একে একে তাকে খুলে
মেলে রেখেছিলো স্মৃতি বিস্মৃতিগুলো
কোন বকুল ভোরে আমার ভেতর খুলেছিলো তার
সন্দেহের আবরন!

ধ্বনি থেকে গ্যাছে প্রতিধ্বনিতে
তবু জেগে আছি বিপরীত জলে একা,
য্যানো দ্বৈরথ এসে থেমে দাঁড়িয়েছি দ্বিমুখি পথের কাছে

বুকে হাত রেখে বুঝেছি আছে
ধ্বনি নেই আছে প্রতিধ্বনির ছায়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার সবদিক বিস্ময়ে ঘেরা সন্দেহ
তার মাঝে সে-ই খুলে আছে তাকে
উন্মোচনের ঘ্রান,
কোন বকুল ভোরে আমার ভেতর খুলেছে সে তার
সন্দেহের আবরন!

জলের উপত্যকায়

বড়ো অসময় এসে তুমি স্মৃতিচিহ্ন রেখে যাও
বড়ো অসময় এসে বোসে থাকো অচেতন ভুবনে।
তোমাকে বোঝার আগেই তুমি বোধের উৎসে
নতজানু প্রার্থনার মতো ধূপে ও লোবানে জড়াও
কোমল বিন্যাস

তোমাকে ছোঁবার আগেই তুমি অস্পর্শতায় ফিরে যাও!

তুমি নিঃশব্দ গমনে এসে দেখে যাও আমার পৃথিবী
সৌরসাগরে ভাসে মোশুমি দিঘল জাহাজ
কোন আলোকবর্ষে তোমায় দ্বিতীয় বোধের মতো
বুকে নেবো অনিদ্র বেদনার কোমল আঘাতে?

তোমাকে ডাকার আগেই তুমি প্রতিধ্বনিতে বেজে ওঠো
দূরের পাহাড়ে তোমার শরীরের শূন্যতা ঘিরে
ভাসমান ধ্বনির দেহকো ফিরে যায় বিষাদ নীলিমা।

অসময় করাঘাতে ভেঙে যায় কবাটের ঘুম,
জলের উপত্যকায় নতজানু বাতাসের মতো
উন্মোচন বুকে এলে কি প্রবোধে ফেরাবে আমায়?

অসময়ে এসেছো বোলে অসময় হোয়েছে সময়
বেদনায় এসেছো বোলে বেদনাই তীর্থ আমার।

রাজকীয় লাংগল

তবু ফসলে পূর্নিমা জলের জোয়ার আছে পাললিক ভূমির ভুবন
রাজার ক্ষমতার মতো আছে একখানা ধারালো লাংগল ফলা
চকচকে ইচ্ছায় শানিত উর্বরা চাষাবাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উনুনে ভাতের হাঁড়িতে সিদ্ধ হচ্ছে আমাদের যৌবন
কাটাহাত-হাড়মাংশ, মাথার সোনালি মগজ-চোখমুখ
প্রেমিকার ফ্যাকাশে ঠোঁট-স্তন-উরুসন্ধি-উর্বশী রাত
হৃদ্‌পিণ্ডের কালো কংকাল।

উনুনে পুড়ছে ভাত হৃদ্‌পিণ্ড
রক্তেমাংশে আগুন খেলছে, আগুন-আগুন—
তবু জলমাখা মেঘের পালক চারিপাশে মেলে আছে পাখা,
কতোখানি পোড়াতে পারে আগুনের অনাহারী গ্রাস
আগুন তো বিকল্প আশ্রয়ভূমি।
ঋজু করোটিতে সভ্যতা পুড়ছে অমীমাংসিত ক্লেদে,
একদিকে খরাচৌচির মাটি আর একদিকে জলে পরবাসী বন্ধুরা
চিঠিতে চিঠিতে শুধু একরাশ কুশল বিনিময় না দ্যাখা কৌতূহলে
শূন্যতা কেঁদে ওঠে নেই—নেই—নেই

তবু একখণ্ড ভূমি আছে আজীবন কর্ষনের অপেক্ষায় নত
আছে একখানা রুপোলি লাংগল ইচ্ছায় শানিত রাজার ক্ষমতা
ঘৃনায় বাসনায় পুষ্পিত রাজদণ্ড।

অন্তরাল প্রার্থনা

পাতা ফুল খেয়ে গাছকে চিনতে পারিনি
এইটুকু দেখে কীভাবে তোমায় চিনবো!

যে গাছের কাছে গচ্ছিত রেখে সময়ের সারাবেলা
পাতার প্রকাশ ধারন করেছি মেধায় মাধবীতে
তবু কতোখানি ছুঁয়েছি বৃক্ষ, তরুর গভীর তনু
সারাক্ষন শুধু সুষমা দেখেছি ক্ষতকে কীভাবে দেখবো!

পালকের নিচে যে কৌতূহল রেখেছো নিখুঁত সাজিয়ে
তাকে খুঁজে খুঁজে সময় কেটেছে অচেতন বিক্ষোভে
অতল উৎসে অমেয় আকাশ কীভাবে তোমাকে চিনবো!

চোখের বাইরে কারুকাজ দেখে থেমেছি ভেতরে যাইনি
চুলে ও ললাটে হাতের ছোঁয়ায় বুনেছি স্নেহের বাসনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবু কি পেরেছি শরীর ছাড়িয়ে পুজোঘরখানি দেখতে
কার প্রার্থনা একাকী প্রদীপে ধূপের ধোঁয়ায় গন্ধে
পুড়ছে সাঁঝের শুভ্রনামে শুভ্রতা!

এইটুকু দেখে কতোটুকখানি দেখেছি
দ্যাখার ভেতরে না দ্যাখাই ছিলো বেশি,
দেখেই কীভাবে চিনবো তোমাকে না দেখে চিনেছি যাকে
অদ্যাখার মাঝে ছড়িয়ে ছিলো সে অচেনা দ্বিধায় গ্রস্ত।

পাতাফুল খেয়ে গাছকে চিনিনি তোমায় কীভাবে চিনবো
এইটুকু দেখে অবয়ব বীথি কীভাবে জানবো প্রার্থনা পুজোঘর!

পলাতকা শুভ্র আংগুল

পশ্চাতে প্রিয় নামে ডেকে ওঠে কাদের কণ্ঠস্বর!
যেন স্মৃতির ভেতর থেকে উঠে আসছে সারি সারি
রূপশালি কেয়াফুল, শস্যের শিষ নুয়ে পড়া ফসলের ভারে,
যেন দুধখই খেজুর পাটালি হাতে ডেকে ফেরে আয়ের দুচোখ—
কারা ডাকে, পশ্চাতে প্রিয় নাম ধ'রে ডেকে ওঠে কাদের ব্যাকুল কণ্ঠ!

যে পথে পদচিহ্ন রেখে যাই সকাল বিকেল
হাওয়ার মোহনায় এসে দুহাতে বাতাস সরিয়ে
যে পথে ফিরি শোভন সম্রাট
সে পথে দুঃসাহসও কোনোদিন একাকী যায়নি হেঁটে।

পেছনে ডেকে ওঠে স্বজন শেফালিকা শুভ্র আংগুল
ব্যথিত বিদায়ের মেঘ ছিঁড়ে বেরিয়ে আসা রোদের মতো
প্রতিবেশী পলাতক পাখি পুনর্বার পরাজয় পাড়ি দিয়ে যাবে,
সকলেই কোথাও যাবে—কোনো পিছু ডাক থাকবে না?
মৃদু করছোঁয়া রেখে কাঁধে কারো চোখ হবে না
অমংগল যাত্রার জলময় নিষেধ?
কোনো পিছু ডাক থাকবে না!

ফসলের উৎসব শেষে ফুরাবে ইঁদুরের গৃহের সঞ্চয়
কুকুরের কান্নায় মুখরিত হবে জীবনের দীর্ঘতম রাত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিরেন রসের পাত্রে জমা থোকা থোকা ফেনার শাদায়
ভেসে থাকবে একাধিক মাছির মৃতদেহ,
ধানের স্মৃতি বুকে নিয়ে পড়ে থাকবে খড়কুটো দূরের প্রাংগন

প্রিয়নাম ধ'রে কোনো পিছু ডাক থাকবে না, কোনো পিছু ডাক থাকবে না। . . .

জোস্নার সবুজ আগুন

ভালোবেসে বুকে নিলে দংশনে রক্তাক্ত করে
হৃদয়ের সবুজ সমতল। তবু বুকে এলে তৃপ্তি আসে
জলন্ত আকাশ ঢাকে একঝাঁক জলের কনিকা,
নিমেষে উর্বরতা নেচে ওঠে শস্যের সতেজ গ্রীবায়
ফসলের সুষম বিন্যাসে।

বুকে এলে জমাট কান্নার শিলা মুখরিত স্রোতে
নেমে যায় বন্যার সমুদ্রগামী মাছের মতোন,
অবয়বে ডানা মেলে পোয়াতির সুষমা বীথি
যেন শংখচিলের পালক ছড়ানো ঘাসের বিথারে।

কীভাবে ফেলে যাও এইসব কারুকাজ, ছবি, শিল্পকলা
এইসব তরু, ঘোলাটে চাঁদ, চকচকে রুপোলি সিকি,
উদাসিন জলের মতো ভেঙেচুরে তুলে আনো নরোম পাললিক
কী ভীষন ইচ্ছাকৃত উদাসিনতায় বিস্তৃত হতে থাকো
বুকের টারবাইনে!

তোমার অস্তিত্বের শূন্যতাকে ধরে রাখি বিপুল বাসনায়
ইচ্ছার বাঁকা ঠোঁটে একটি ধূসর গোলাপ পুড়ে যেতে থাকে
পুড়তে পড়তে এসে ঠেকে গেলে চুম্বনের মাধবীভূমিতে
ভুলে যাই দ্বিতীয়বার তোমার রক্তমাংশ, কোমরের উন্মুক্ত আকাশ,
নখের হিংস্রতায় ছিঁড়ি বাহাত্তুর হাজার দিন—একখানি জৈবিক শহর . . .
কী ভীষন উদাসিনতা তোমার রক্তের ভেতর ছড়িয়ে রয়েছে
একাধিক উত্তর মেরু, তুষার শীতার্ত প্রেম।

বুকে এলে পদ্মার ভাঙন আসে অসহায় চোখের কিনারে,
সংসারের ভিতে এক একাকী মাতাল উড়ায় তাসের বিভিন্ন প্রতিক,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাঁয়ের বসতি উঠে যায় প্রতিবেশী নিরাপদ দেশে।
ভাসমান আয়ু নিয়ে পরমায়ু খোঁজে
সেই পোড়োবাড়ি ফেলে যাওয়া অবিশিষ্ট আসবাব

যাকে কোনোদিন কেউ রাখেনি নিকোনো গৃহের আশ্রয়ে
ভালোবেসে বুকে নিয়ে চিরকাল তাকেই বলেছি প্রেম
প্রিয়তম তীর্থভূমি।

সামুদ্রিক অহংকার

পুষ্পিত হাতে ডাক দিয়েছি, আসবে না কেন!

তোমাকে যে হাতে ধারন করেছি আজন্ম বাসনায়
যেখানে বুনেছি ফসলের অনন্ত চাষাবাদ অনিদ্রায় দহনে
রক্তিম প্রতীক্ষা জুড়ে যে শস্যের ঘ্রান বেড়েছে দৈর্ঘে সীমান্তে
সে হাতেই তোমাকে ডাক দিয়েছি, আসবে না কেন?

এই হাতে ডাক দিয়ে কখনো ফিরিনি ব্যর্থ বিষাদ
নদীর মতো এই হাতে আঁকিনি কোনো বালুচর বিষন্নতা,
এই হাতে কলরবে মুখরিত পাখিদের শিশু
এই হাতে অতন্দ্র প্রেম একাকী সাজায় স্বপ্নের গেরস্থালি
এ হাতেই ছুঁয়েছি তোমায়, ভালোবেসে কেন বুকে রাখবে না
পোড়া কালো চাঁদ বিনিদ্র নিশিথ!

যতোটুকু চেয়ে তোমাকে ছুঁয়েছি কাংখায় চেতনায়
শুধু চাই ততোটুকু পাওয়া, ততোটুকু শুধু আমার পৃথিবী
শিহরনমাখা ব্যাকুল বকুল সুখ।

শিশির বিশ্বাসে ডাক দিয়েছি, আসবে না কেন!

এই হাতে ফুল দাও এই চোখে স্বপ্নের মেঘ
এইখানে তুমি থাকো এইখানে আমার গ্লানি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বরচিত চন্দ্রশহর

তুমি যাকে ভাঙন ভেবে ভেতরে ভেতরে দারুন কেঁপে উঠেছিলে
সে আমার সৃষ্টির কাছে আমাকে সঁপে দেয়া প্রথম সমর্পন
ভেঙে ভেঙে বেড়ে ওঠা স্বরচিত গৃহের বিন্যাস, বিপরীত উন্নতি।
অভ্যন্তরে তাকালেই তুমি আমার পুনর্নির্মান দেখতে পাবে—

ধারনের অক্ষমতায় একদিন সরে যেতে যেতে ব্যবধানের দুই প্রান্তে
দুজনের অনিচ্ছাকৃত থেমে থাকার মাঝে জেগে উঠবে দূরত্বের
নতুন চরাভূমি
একদিকে একটি ভাঙনের গৃহ অন্যদিকে দ্বিধাগ্রস্ত তোমরা দুজন।

এইভাবে যেতে যেতে তুমি দূরের জানালা থেকে কখন তাকাবে
নীল অভিমান জ্বেলে একাকী আলোর মতোন
সরাবে আঁধারের নরোম কুয়াশা
আমি তাই দেখে দেখে ভেঙে যাবো দ্বিধার কার্নিশ।

নিদ্রার সম্মোহন ফিরে গেলে তুমি খুলবে পোষাক
স্নানঘরে জলের শব্দ হবে ভেজা চুলে খেলবে এক
মাতাসের দারুন কিশোরী।

আয়নায় দাঁড়ালেই দেখবে দুদিকের ছায়া
ভালোবাসা ঘামের মতো লেগে আছে সমস্ত শরীরে,
আমি তাই দেখে দেখে স্বরচিত ভাঙনের গৃহে
ধীরে ধীরে বেড়ে যাবো চন্দ্রশহর
তাকালেই তুমি আমার পুনর্নির্মান দেখতে পাবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কৃষ্ণচূড়াকে প্রেম ভেবে

(শ্রদ্ধাভাজনেষু আবদুস সাত্তারকে)

পার্কে বিকেলের নরোম রোদে
আমিও একদিন
যাবতীয় পোষাকগুলো খুলে ফেলে
ঘাসের মতো নগ্ন হোতে চেয়েছিলাম

আমার বসন্ত ছিলো
আমার কোকিল ছিলো।

আমি কৃষ্ণচূড়াকে প্রেম ভেবে
কোনো এক বসন্তের রাতে
গোপনে বুকে রেখেছিলাম

তখন বসন্ত ছিলো
আমার কোকিল ছিলো।

আজো আমার বসন্ত আছে
এখনো কোকিল আছে
অথচ কৃষ্ণচূড়া—
আমার প্রচুর উত্তপ্ত রক্তে
চিরদিন সিক্ত থেকেও
ক্রমশ ধূসর হোয়ে গ্যালো।

আমার বসন্ত আছে
আমার কোকিল আছে
শুধু কৃষ্ণচূড়া নেই।

৮.১০.৭৩

নিজেকে নিয়ে আছি, নিজে নিজে আছি

নিজেকে নিয়েই আছি।
বাতাসে বসন্তের কসুমিত সৌরভ
ছড়ালে অথবা কোনো গাঢ় নিসর্গে যদি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার নরোম হাত রাখে; তবু উদাসীন থাকি
নিজেকে নিয়েই থাকি।
নিরপেক্ষ বিকেলে ক্লান্ত সারাদিন
শেষে জনৈক এক যখন অলস হাতে
খুলে রাখে নীল তার রোদ-চশমা এবং
প্রকৃতি বিষন্ন হাতে পাল্টিয়ে নেয়
রোদের হলুদ সার্ট; তখন আকাশে রাত
নিজস্ব ছায়া দ্যাখে। বাতাসের শ্লথ চুলে
হাসনুহানার ঘ্রান প্রখর মাতাল

তবু আমি দুটি চোখ অলৌকিক চশমায়
আবৃত রাখি; কাজেই সন্ত্রাস সমস্যা অভাবেও
আজকাল কিছুতেই কিছু যায় আসে না—শুধু

হাত দুটি রেখেছি আমার আকাশের ললাটে
অথবা কোথাও কোনো বাস নিয়মিত চলতো
এখন চলে না আর।

পেছন থেকে তুমি পুরোনো প্রেমের স্বরে
ডাকলেও আমি তাকাবো না আর; ভালোবাসা
নামক স্টীমারেও উঠবো না বোলে আছি
নিজেকে নিয়েই আছি।

ব্যক্তিগত আয়নায় যে প্রতিবিম্ব
তাতে লুকোনো কোনো অর্থ নেই য্যামোন
রাতের ভেতরে রাতের ছায়া, তাই একাকী
জোৎস্নার বুকে শুয়ে আছি বাতাসের ছায়ে

এবং নিজে নিজে আছি
নিজেকে নিয়েই আছি।

৭.৪.৭৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিসর্গ স্মৃতিতে ভাসে

কাশফুল করবী
আঁকি পটে তার ছবি
বিহানে মেঠো পথে বাঁশরী নিয়ে
শিশির সিক্ত পায়
রাখালেরা চলে যায়
মাঠ ছেড়ে মাঠে,
ডাহুকীর মালা দোলে
আকাশের পটে।

ছায়াবীথি বনযূথী
সরু পথ তার সিঁথি
কবরীতে মঞ্জুলি গরদী পরা,
মলয়া আঁচল ওড়ায় ছন্দহরা।

রুপোলি গাঁয়ের বধূ
হরগাজা কেয়া মধু
নীরবে ভালোবাসে যুঁই বকফুল
কেতকী পরশ বুলায়
আমের মুকুল।

কলমী হেলাঞ্চ দল
মালঞ্চে নির্মল ফুটেছে কতো
বাগানের নাম হারা
কিশোরীরা যতো।

নিষ্প্রান শহরের ইট কাঠ ছেড়ে—
আমার হৃদয় ছোটে নিসর্গের
রাখালিয়া সুরে।

রাতের নটির চুলে মানুষগুলো

রাতের দারুন নটি বোসে আছে আমার টেবিলে
এ শহরে আজ আর ঘুমোবে না কেউ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একশো মদ্য মাতাল রাজপথে গ্রীনলেনে
বিষ্ণুচরন স্ট্রীটে সদরঘাটে সর্বত্র শুধু
ব্রোথেল খুঁজে খুঁজে ব্যর্থ হবে—
মানুষগুলো আজ আর ঘুমোবে না কেউ।

সে শুধু একটিবারই দরোজা খুলে
বোলেছিলে এসো—আমি দ্রুত ধাবমান
রিকশার ভেতর দেখলাম তাকে, পরিচিত মুখ
কড় কড়ে দুখানা মূল্যবান কাগজ তুলে দিলে
তুমি চলে এলে আমার বশে একান্ত বাধ্যগত
গৃহিনীর মতো। আমি অনায়াসে কাটালাম রাত
সুখের নিদ্রাহীনতায়।

জানি ভোর হোলেই তুমি আমাকে চিনবে না
আর চিনবো না আমিও।

এ শহরে কেউই ঘুমোয়নি কোনোদিন
মগজে তরল দুঃশ্চিন্তা ঢেলে দেখেছো ক্যামোন
ওরা সকলেই জেগে আছে সোনিয়া লায়লা
সাবুর বাবা ফুলজান শুধু ঘুমোয় না কেউ

যেতে যেতে যাই, যেতে যেতে ভাবি এবং যাই
এ শহর সরাসরি ঘুমের বিরুদ্ধে মত্ত প্রপাগাণ্ডায়
কাকেই বা দেবে তুমি দোষ, দোষের বোমা
ঝুলছে প্রত্যেকের পিঠে কাঁধে ও বাহুতে।

রাতের চুলের ভেতর বোসে আছি এখন
মুখোমুখি তুমি আর আমি

তোমার শাড়ি বেয়ে নেমে আসায় সুখ বাতাসের মতো
অনবরত ছুঁয়ে যাচ্ছে স্পর্শকাতর মন।
'ঘুমোবে না তুমি?' বোলতেই অনায়াসে
শুয়ে গেলে ইচ্ছাকৃত বাসনার মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষগুলো আজ আর ঘুমোবে না কেউ
অথচ এ শহরে তুমিই একমাত্র
শুঁয়ে আছো নিদ্রার বিছানায়।

৮.৯.৭৪

তোমার জন্য লিখি, তোমাকে লিখি না
আমি তোমাকে কবিতায় লিখি না
গানেও লিখি না
ক্যানো না আমার গান
আমার সকল কবিতা
তোমার জন্যই লেখা।

আমি তোমাকে কখনো স্বপ্নে দেখি না
কখনো ভাবিও না
ক্যানো না আমার ভাবনা
আমার সকল স্বপ্ন
তোমার জন্যই
একমাত্র তোমার জন্যই।

চাঁদ আকাশের জন্য ওঠে
অথবা আকাশ চাঁদের জন্য
এ-সব অনেক তর্কের ব্যাপার

আমি তোমার জন্য লিখি কিন্তু
তোমাকে কখনো লিখি না।

২.১০.৭৩

হৃদয়ের মতো টেলিপ্রিণ্টার

আমি সর্বক্ষন চিঠি লিখি তোমাকে
গোপন টেলিপ্রিণ্টার আছে
লেখার মতো কাগজ থাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইনভেলাপও আছে অনেক
টেলিপ্রিণ্টার আছে
টেলিপ্রিণ্টার আছে।

আমার আজ্ঞ্যবহ ইথার আছে
আমি তোমাকে চিঠি লিখি
কুশল-সংবাদ জানতে চাই
অথবা নিত্য কাজের কথা
আমারও ইথার আছে
ইথার আছে।

তোমার মতো আমারও আছে
ক্যামেরার মতো চক্ষু আছে
ফিল্মের মতো হৃদয় আছে
ফ্রেমে রাখা ছবির মতো স্মৃতি আছে
আমারও হৃদয় আছে
আমারও ছবি আছে
ছবি আছে।

তোমাকে প্রতিদিন দেখার মতো
অনেক রকম খবর আছে।

আমারও টেলিপ্রিণ্টার আছে
হৃদয়ের মতো টেলিপ্রিণ্টার আছে।
১.১০.৭৩

সম্পূর্ন ভালোবাসার অযোগ্য

আমাকে আজকাল কেউই
কেউই আর ভালোবাসে না।
যে সব প্রেমিক ছিলো
আগেকার
বাসের হ্যাণ্ডেল, রেশনের কিউ
হাফসোল জুতোয়
বড়ো আপন ফুটপাথ্

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদের আজকাল নোতুন প্রেমিক
ওরা আমাকে চেনে না এখন
এমন কি ভালোবাসাও

ইদানীং আমাকে আর
ভালোবাসে না।

২৭.৯.৭৩

তুমিও প্রেমের মতোই দুর্বোধ্য

তোমাকে আমার প্রেমের মতোন
মনে হয়
মনে হয় গাঢ় লাল
একথোকা কৃষ্ণচূড়া
প্রেমেরই মতোন দুর্বোধ্য
তুমি কি প্রেম বুঝতে পারো
'চোখের ভাষা কিভাবে পড়ে
প্রেম কি অতি দুর্বোধ্য নয়
রমনীর মতো?

তোমাকে আমার প্রেমেরই মতোন
মনে হয়
মনে হয় ড্রয়িংরুমে ফ্ল্যাস বাল্‌ভ
উজ্জ্বল জ্বলছে

তুমি কি যৌবন বুঝতে পারো
রমনীর স্তনের কোমলতা
এসবও কি দুর্বোধ্য নয়
জীবনের মতো?

প্রেম দুর্বোধ্য, নারী দুর্বোধ্য
এবং তুমিও তোমার
প্রেমের মতোই দুর্বোধ্য।

২৯.৯.৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কেচ এবং ক্যানভাসবিষয়ক

ক্যানভাস আমার সবচেয়ে প্রিয় ছিলো
সবুজ রাত্রে আমি একাকী জ্যোৎস্নার মতো
টেনে যেতাম নিখুঁত তুলির ছোঁয়া
সহস্র বিনিদ্র রাত আমার সুবর্ন ক্যানভাসে আঁটা

য্যামোন বুকের ভেতর স্মৃতির পোস্টারগুলো
এঁটে আছে অন্যরকম স্নেহের টানে, স্পর্শে।
ক্যানভাসে স্কেচ এঁকে একদিন কেটে যেতো দিন
কেটে যেতো রম্য রাত—আমার শুধু ক্যানভাস ছিলো।

এখন ক্যানভাস আমি দেখি না আর
ক্যানভাসে স্কেচ দেখে আমি নিহত ইচ্ছার মতো
মরে যাই আত্মার অনুর্বর ক্ষেতে ; যেহেতু
প্রকৃত ক্যানভাস ছিলো আমার নির্জন হৃদয়।

ক্যানভাসে স্কেচ দেখে আমি চিৎকার করি
আমি ফিরে যেতে চাই সেই সব বিনিদ্র রাতে।

আমার প্রকৃত ক্যানভাসে তোমার স্কেচ আঁকা ছিলো
অথচ তুমিই থাকোনি আমার হয়ে।

২২.১.৭৪

AMARBOI.COM

অলক্ষ্যে যে চোখ আমার

নিশ্চিন্তে দোজখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি বোলে
দিনে অন্তত একবার আমার শ্রাদ্ধ করেন অভিজ্ঞ পিতা,
মাস্তর সারাক্ষন নিঃসন্দেহ আশংকা ছেলে অলুক্ষুনেই হবে।
অতিকায় ঢোলা প্যাণ্ট বেলবটম নামক, মাথায় একরাশ
অসম্ভব লম্বা.মস্তান চুল—অথচ মস্তান আমি নই।
একবুক বিপ্লব নিয়ে সদর্পে হেঁটে যাই পথে
একচোখে আমার জ্বলে জ্বলন্ত প্রেম আরেক চোখে
বিক্ষুব্ধ ভাঙনের বিস্ফোরন এসব সকলে জানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথচ আমার অন্য একটি চোখে কি সব আছে
কখনো কেউ তা জানে না।

১৭.১২.৭৩

অজ্ঞাতনামা এ কোন স্থানে

এ আমি কোথায় এলাম, এ কোন স্থানে!
মরা চোখে মরে ছবি নিরাশার মধ্যাহ্নে
ডানা ভাংগা গাংচিল খোঁজে নীড়
সবুজের বুক জুড়ে জেগে আছে কান্নার ঝড়।
শালিকের ভেজা ঠোঁটে কাঁপে সুর বেদনার
ঝরাপাতা ধুয়াশায় মালা গাঁথে একাকী।

কিশোরী ব্যাকুল এক ধূসর চোখে
খুঁজে ফেরে খেলাঘরে পুতুলের বিয়ে
খেলনা টিনের, রঙিন কাগজ, পাতা-বাঁশী,
দুব্‌ঘাস জোনাকী। বুঝি তার জীবনের খেলাঘরে
একাকী তেমনি খুঁজে ফেরে সবুজ পাতার হাসি।

এ আমি কোথায় এলাম অচেনা পথে
যে পথ চেনা ছিলো শিশুর বিশ্বাসের মতো
আপন হৃদয়ের মতো সে পথ সহজেই
বিপথে হারিয়ে গ্যালো মরুভূমির মাঝে
একটি সোনালি সবুজ গ্রাম অসংখ্য কান্নায়
বিভক্ত হয়ে গ্যালো। সহজ হাসিগুলো রাতারাতি
করুন কান্না হয়ে গ্যালো মাত্র কটা দিনে।

এ আমি কোথায় এলাম চিরচেনা—অচেনা স্থানে!

২৮.১২.৭৩

ক্ষুধার্ত পাপ নীল আগুনে পোড়ে

দণ্ডায়মান যে রমনী সম্মুখে আমার
দুটি ঠোঁটে হাসির আলপনা আঁকা,
সলাজে নম্র নিপুন সংগিনী য্যামোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৈনিক অতি প্রয়োজনীয় কথাগুলো বোলে যায়
তেমনি জানিয়ে গ্যালো নিজের সমর্পনের কথা।

উজ্জ্বল আলো নিভে গেলে চারিপাশে
অসংখ্য ক্ষুধার্ত ছুঁড়ে দেবে সহস্র হাত
নম্র সলাজ বধূ অভিজ্ঞ হাতে খুলে দেবে
আপন সায়ার ফিতে ব্রেসিয়ারের কোমল হুক।

নিজেই জ্বালিয়ে তুলবে এক গভীর অগ্নিকাণ্ড
এবং নিঃসংকোচে ভিজিয়ে নেবে বিশেষ প্রকোষ্ঠগুলি।
ক্রমশ আগুন নিভে গেলে দ্রুত হাতে তুলে নেবে যাবতীয় পোষ
এবং বিনিময়ে প্রাপ্ত অবৈধ আগুনের মূল্য।

বিষণ্ন ক্লান্তি মেখে ফিরে যাবে বিধ্বস্ত আস্তানায়
যেখানে জারজ সন্তান তার অনাথ্যরী সারাদিন।

২৮.১২.৭৩

AMARBOI.COM

তোমার প্রেম কংক্রীটের রাস্তা ভোলে

তোমার সুচতুর প্রেম যদি নির্বিবাদে কখনো
হয়ে যায় কংক্রীটের সুন্দর রাস্তা
হৃদয়ের স্বয়ংক্রিয় মিউনিসিপালিটির কল্যানে
অথবা সজ্জিত করা হয় লাইটপোস্টে রাস্তার পাশ।

যদি ট্রাফিকের নিয়ন্ত্রন আলো অযথা
মাঝপথে না করে বিব্রত ভুলক্রমেও
এবং যেখানে-সেখানে ছড়ানো ইট-কাঠ
এ-সব না থাকে। ট্রাফিকজ্যামবিহীন
যদি হতে পারে অথবা রাজনীতির শোভাযাত্রা

সে পথে যায় না, আইন রক্ষাকারীর কোনো
ভ্রাম্যমান টুপ সে সবও আসে না

এবং পথের পাশের ডাস্টবিন থেকে পঁচা ঘ্রান
যদি না ছড়ায় তাহলে বলতে পারো—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং আমার নোতুন মডেলের ভক্সহল
আমি নির্বিঘ্নে চালিয়ে আসতে পারি

যদি তোমার প্রেম হয় কংক্রীটের মসৃন রাস্তা।

১১.৯.৭৩

ইতস্তত ঃ প্রস্থানের পথে

আমাকে কোথায় যেতে হবে
কোন দিকে
সমুখে হেঁটে যাবো অথবা বাঁয়ে
কিংবা পেছনের পথে?
আমাকে কোথায় যেতে হবে
কোন দিকে!

যেদিকে ফেরাই আঁখি সর্বত্রই
তোমার নিজস্ব প্রতিকৃতি
সবখানেই তোমার চোখ
তোমার স্নেহের বাতাস।

একে কি প্রেম বলে
অথবা প্রেমেরই মতোন তেমন কিছু
আমি রবীন্দ্রনাথের প্রেম
পড়িনি কখনো।
প্রেম কোন্ পথে আসে
কিংবা যায়?
যে পথে ফেরাই চোখ
সর্বত্রই তোমার তুমি
আমাকে কোথায় যেতে হবে তাহলে
কোন পথে!
ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা 'স্বপ্না'র
কুমারী স্তনের মতো
আমি ক্রমেই বাড়তে থাকি
তোমার ভেতর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অথচ তোমার তো এমন কোনো
ব্রেসিয়ার ছিল না যা দিয়ে ঢাকবে।

ক্ষত শুকিয়ে গেলেও কিছুটা
চিহ্ন তো থেকেই যাবে
পোড়া স্মৃতির মতো
অথবা সঞ্চিত বিষাদ।

তুমিতো আঙুল তুলেই দেখিয়ে দিলে
অথচ বোঝে না
কোন পথে যেতে হবে আমাকে
কোন দিকে!

৭.৯.৭৩

স্নেহের করাতে রক্তাক্ত 'ক্রোকাস'

তোমার অতি কাছে আমি য্যালো বেঘ
নিদারুন উৎকণ্ঠার দোলে বুকের স্ক্রীন,
আশার পশ্চাতে হাঁটে ব্যর্থতা
চেতনার অধ্যুষিত রাজ্যে নামে টর্নেডো।

তুমি আসবে বোলে সেদিন রাতে
দু'চোখে জেগে ছিলো মোহময় সুখ,
স্মৃতির এ্যালবামে গাঁথা পুরোনো হাতে
একগোছা নিষ্পাপ ফুলে আগত মৌসুম
করেছিলো অলক্ষ্য ইঙ্গিত অতি সাবধানে।

আমি তো জানি না সে ভাষার সেই চোখ
ক্লান্তিতে শুয়ে ছিলো কিনা সেখানে
অথবা জেগে ছিলো কিনা হৃদয়ের ফুটপাথে,
নিরুপায় আমাকে তোমার স্নেহের করাতে
করেছে রক্তাক্ত। (জানি না স্নেহ নাকি অন্য কিছু)
এবং আমার ক্রোকাস, আমার হৃদয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার স্নেহের করাত প্রবেশ করে
তীক্ষ্ণ বুলেটের মতো।

ব্র : 'ক্রোকাস' একটি বিদেশী ফুলের নাম।
৩০.৮.৭৩

ব্যক্তিগত গ্রামফোনে পৈতৃক রেকর্ড

প্রহর ভাঙছে সিঁড়ি। সময়ের দালান
ক্রমশ হারায় উচ্চতা। পায়ে পায়ে
ছাড়িয়ে যায় বয়সের অমোঘ বাগান
চোখ দুটো চেয়ে থাকে সুদীর্ঘ আকাশে।

কিছুক্ষন বসে থাকি একাই চতুর্দিকে,
স্মৃতির মনোগ্রামে লাগে নোতুন রং।

দীর্ঘকাল কি য্যানো দেখিনি
অথবা শুনিনি কী এক ধ্বনি
কি য্যানো একটা এমন ছিল
যা শোনার প্রয়োজন আছে খুব।

কী জানি কখন কি হয়ে গ্যালো
কোনো বন্যা কিংবা মারাত্মক সাইক্লোন
তা তো মনে নেই—কোনো ব্যাংক লুট?
এ সব হয়তো নয়, তবে মারাত্মক কিছু
এবং আমার গ্রামফোনে একটি রেকর্ড বাড়লো
নোতুন কিছু শব্দ আর কয়েকখানা গান।

আমার নিজস্ব গোনাগাথা সব
কিছু ব্যক্তিগত কিছু কিছু প্রকাশ্য।
এ সব অনেকে শুনেছে আমারই গ্রামফোনে
অথচ পৈতৃক রেকর্ড ক'খানা শুনাইনি কারো।

সে সব সবারই আছে নিজস্ব গত
ইচ্ছে হলেই শোনা যায় যখন তখন।
২১.৮.৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টর্নেডো, স্নেহের ড্রয়িংরুমে

এখন আকাশ নীল নয়, কালোচুল
পাগলিনীর উড়ন্ত প্রখর। অথবা স্থূল
অবয়ব বসন্তপীড়িত কুমারীর।
এখন ঝড় হোলে তোমার আলতো শাড়ীর
আঁচল উড়বেই ঈগলের মতো।

ঝড় কি যাবে না পদচিহ্ন এঁকে মৃত্যুর?
এমন কি প্রত্যাশায় বলো
দেখবো তাকে, দুরন্ত যৌবন এলোমেলো
বক্ষবাস তার। আবরনহীন ঝুলে পড়া স্তনে
বিক্ষুব্ধ সংগ্রামরত শিশু, একতারা বাউলের
এ সব থাকবে কোথায় কী আশ্রয়ে

সদ্যপরিনীতা জেগে রবে নিরবে পথ চেয়ে
স্বামী ভাসবে শবদেহ হয়ে করাল জলে
এক রাত্রিশেষে নীল শাড়ী নির্মোক হতাশায়
বিধবা হয়ে যাবে। আমার উপদ্রুত কুটিরে
তোমার উগ্র যৌবন নিয়ে এসো না ঘাতক
অসময়ে কোরো না নিহত আমায়।
কেন না অনাহূত টর্নেডো তোমাকেও
কেড়ে নেবে নির্দয়
আমার স্নেহের ড্রয়িংরুম থেকে।

১৮.৫.৭৩

আজীবন আমার ব্যাথাবিধ্বস্ত হৃদয়

সেদিন বিরামহীন বৃষ্টি একটানা
জলতরঙ্গের মিষ্টি সুর
আমার প্রতীক্ষারত হৃদয়ে
নিভৃত সুর আর গান
'ঝর্না' আজ আসবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অজস্র মুহূর্ত ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ে
ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ে
সময়ের জলে ঝুপঝাপ
য্যামোন ভাঙ্গে নদীর আল্‌গা পাড়।

মিষ্টি বর্ষা ক্রমশ হ্যারিকেন হোলো
বিকট ভাঙন এলো
অসংখ্য মৃত্যু বাসা বাঁধলো।
মৃত্যু—মৃত্যু, কালো মৃত্যু
অন্ধকার রাত্রি হোয়ে নামলো
কিষানের একচালা ঘরে
মাতব্বরের বৈঠকখানায়
কিশোরীর খেলার অঙ্গনে
বন্ধুর মতো ধ্বংস এলো
অথচ 'ঝর্না' আজো এলো না।

ওর কালো চোখে একদিন
সমস্ত রাত্রি জেগে
যে নিরব জিজ্ঞাসা দেখেছিলাম
দেখেছিলাম নিরবে
নিরবে নিভৃতে
তার উত্তর আমি জানি না
জানি না কোনোদিন
সেদিনও না।

তারপর ক্রমশ ঝড় থেমে গেলে
জীবিত যারা তখন
বাঁচার নামে
আবার তুল্লো ঘর
বিধ্বস্ত ভিতে
চোখের জল মুছে
গামছায়
শাড়ীর আঁচলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার সাজালো সংসার
আবার গান গাইলো সকলে
আবার ঘর উঠলো
কিন্তু ব্যাথাবিধ্বস্ত আমার হৃদয়ে
কোনোদিন আর
ওঠেনি 'ঝর্না'র ঘর,
'ঝর্না'র গান
কোনোদিন গায়নি কেউ
- আমার হৃদয়ে

'ঝর্না' কোনোদিন আসেনি আর . . . ।

২৬.৯.৭৩

বিবর্ন ইথিওপিয়ার কালো ছায়া স্বদেশের মুখে

('৭৪-এর খরাপীড়িত ইথিওপিয়ার উদ্দেশ্যে)

ইথিওপিয়ার ক্লিষ্ট পাণ্ডুর বালুর মুখে
যে হতাশার কালো ছায়া ক্রমান্বয়ে
সমগ্র বিশ্বের মুখে ছড়িয়ে গ্যাছে
তারই পাশাপাশি আমি বাঙালি যুবক এক
স্বদেশে আর এক ইথিওপিয়া দেখছি।

এ মাটিতে আজো বর্ষার ভালোবাসা আছে
নদীতে জলের লোনা নিঃশ্বাস আছে
তবু ইথিওপিয়া স্বদেশে স্বজনের বুক
তবু ইথিওপিয়া যুবকের চোখে
তবু ইথিওপিয়া এদেশের সর্বত্র।

নিহত ভবিষ্যৎ সমুখে জেনেই
আমি স্বদেশের ইথিওপিয়া থেকে
দু'টি হাত কোরেছি উঁচু বিশ্বাসের
হে ইথিওপিয়া খরোত্তপ্ত ইথিওপিয়া
সাত কোটি মুখে আমার তোরই করুন ছায়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষুধার খররোদে বিবর্ন স্বদেশের মুখ
খরার আগুনে পোড়েই থিওপিয়া।

কোথাও কোনো ঠাঁই নেই জেনে
ক্ষুধার্ত মাটিতে জ্বালি ঈশ্বরের অন্তিম চিতা।

২৮.৩.৭৬

ক্রুশবিদ্ধ যীশু আমার বুকে

শহরের সমস্ত রাস্তায় তোমাকে খুঁজেছি।

দেশ থেকে দেশান্তরে খুঁজেছি—
খৃস্টাব্দের এথেন্স নগরীতে এক সুরম্য সন্ধ্যায়
মহামান্য সোক্রেতাস এসে বিনম্র সহাস্যে
করমর্দন কোরে বলেছিলেন "কি খুঁজছো?"

আমি নিরুত্তর পুনরায় খুঁজেছি তোমাকে
আদি থেকে সম্প্রতি খুঁজেছি।

সদ্য সাদা পতাকা ওড়া প্যালেস্টাইনে
সশস্ত্র জনৈক সৈনিককে জিজ্ঞেস কোরলাম
"ওকে দেখেছো?" সে বিবর্ন চোখে তাকালো।
ভিয়েৎনামে স্যাণ্টমের ছোবলে নিহত বিভৎস
এক বৃদ্ধার চোখে আমারই প্রশ্নের নীল পোস্টার।

মাইলাই থেকে একাত্তরের ধূসর বাংলাদেশে
সহস্র মৃত্যুর শোভযাত্রায় সেদিনও আমি
একটি প্রশ্নের ব্যানার টাঙিয়েছিলাম
আমার শতাব্দীর বুভুক্ষু চোখে।

হে মহামান্য যীশু, মুহম্মদ তোমরা কি খুঁজেছিলে
আমি জানি না। আমি শতাব্দীর কান্না দেখেছি শুধু।

মান্যবর যীশু তুমি যে ক্রুশে হয়েছো নিহত
সে ক্রুশ আজ আমারই বুকে প্রজ্বলমান,
অসংখ্য আগ্নেয়গিরির তপ্ত লাভা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বুকের নিবাসে উৎক্ষিপ্ত।
ক্রুশবিদ্ধ মৃত্যু যন্ত্রনায় আমার হৃদপিণ্ড আজ যীশু—

অথচ আজো আমি তোমাকে খুঁজছি
লোক থেকে লোকান্তরে খুঁজছি।

৩০.৩.৭৪

কবিতায় জীবন হাঁটে

কবিতায় জীবন হাঁটে নিঃশব্দে
শব্দের মতো
ছন্দের মতো
কবিতায় জীবন হাঁটে।

দৈনন্দিন কাজের ভিড়ে একাকী
য্যামোন হাঁটে
সাবধানী গৃহস্থ
এলোমেলো বাতাসের দিনে
মেয়েরা য্যামোন
সতর্ক দৃষ্টিতে
ঢেকে রাখে শরীরের বিভিন্ন স্থান

কবিতায় জীবন তেমনি আসে
হাঁটে সর্তক রমনীর মতো
জীবন কবিতায় হাঁটে।

আমাকে কোনদিনই বলোনি তুমি
ভালোবেসে আমি
কবি হয়েছি।

অথচ তোমার বুকের ভেতরে
অতি গোপন যে সব পথ
সেখানে আমি হাঁটি
কবিতার মতো।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতাই জীবনের সিঁড়ি বেয়ে নামে
জীবনই কবিতায় হাঁটে ক্রমাগত।

৪.১০.৭৪

আমি ধর্ষিতা মায়ের জারজ

আজীবন বেশ্যাবৃত্তি করে
যে মাতা হারিয়েছে সর্বস্ব
যে মাতার সতীত্ব গ্যাছে
ইংরেজী ট্রাউজারের পকেটে
আমি তারই জারজ
আমার কী দেখতে চাও
আমার কী জানতে চাও।

আমাকে কেটে ফ্যালো
টুকরো টুকরো করে
ফালা ফালা করে
কোথাও রক্ত পাবে না।
একে রক্ত বলে না
এ যে সিফিলিসের জীবানু
এ যে ক্যান্সারের বিষ
আমার শরীরে রক্ত নেই।

আমি আগুনকে প্রেম বলি
বিপ্লবকে রমনী ভাবি
আমি কোন নারীর সাথে রমন করি না
নারী বলতে আমি
ধর্ষিতা মাকে বুঝি।

আমাকে খুলে ফ্যালো
কোথাও প্রেম পাবে না
আমি আগুনকে প্রেম বলি
আমার কি দেখবে বলো
আমার কি জানবে বলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজীবন বেশ্যাবৃত্তি করে,
যে মাতা হারিয়েছে সর্বস্ব
আমি তারই জ্যারজ
আমার কি দেখবে বলো!

৯.১০.৭৩

ক্রমবর্ধমান সমস্যার জ্বর এবং কলকাতা

হে কলকাতা
জীবনের সমস্ত জিজ্ঞাসা
যেখানে সহসা এসে
হারিয়ে গিয়েছে পথ
সেখানে আজো তুমি
মৃত পাথরের মতো
নির্বাক হয়ে আছো কেন
হে কলকাতা
হে বিলাসী নগরী
তুমি কি সতীত্ব হারিয়েছো
তুমি কি অসতী মাতা?

জারজ সন্তান বুকে
যে মাতা সতর্ক চোখে
হাঁটে দুশ্চিন্তায়
তুমি কি তারি মতো
ভুগছো হতাশার জ্বরে
হে কলকাতা

তুমি কি সতীত্ব হারিয়েছো
তুমি কি অসতী মাতা?
কালো রাত্রি নেমে আসে
কাঁচের চকচকে গ্লাসে
রঙিন জলের ভেতর
উর্বশী রমণীর বুকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমশ নাচে উন্মত্ত ঢেউ
পোড়া যৌবনের
জীবিকার দুরন্ত জিজ্ঞাসা
হে কলকাতা তুমিও কি
ওদেরই মতো
একরাশ ক্ষুধার রাজ্যে
চুর হয়ে আছো
সুমার্জিত মুখোশের যন্ত্রনা
বাড়ছে ধিরে
অন্তঃস্বত্বা রমনীর ক্রমবর্ধমান
উদরের মতো
এ অবৈধ ভ্রূনের কখনো
হবে নাকি প্রসব
হে কলকাতা
এ প্রসব যাতনা
কত দিন
কত রাত্রি
তোমার উত্তপ্ত যোনির মাঝে
মাথা কুটে মরবে

হে কলকাতা
তুমি কি অবৈধচারিনী
তুমি কি আজীবন সমস্যায় অন্তঃসত্ত্বা

১৫.১০.৭৩

উনিশ বছর অপেক্ষমান বুকের আঙিনা

আমার জীবনের একদিকে ভালোবাসার
সঘন রোদ্দুর
আর এক দিকে যন্ত্রনার নীল মেঘ
আমি কারো প্রতীক্ষায় আছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো সবুজ পাখী
অথবা গোলাপী কাক
আমি কারো প্রতীক্ষায় আছি
আমি জানালা খুলে রাখি।

নিশ্চয়ই একজন কেউ আসবে
প্রত্যাশিত তার করাঘাত আমি
দরোজায় দারুন উৎকণ্ঠায় আছি,
কোনো সোনালী ছায়ার ঘ্রানে
কেঁপে কেঁপে উঠবে শার্সিতে রোদ্দুর
সে রকম আশায় পথ চেয়ে থাকি—

অথচ কোনোদিন কারো অপরিচিত
পদশব্দে চমকে ওঠেনি
আমার সচেতন আঙিনা
অপেক্ষাই যার উনিষটি বছরের সাথী।

নির্দিষ্ট গন্তব্যে ধুয়াশা

সূর্যের শেষ ঘণ্টা বেজে গ্যালো
অফিস ফেরা মানুষেরা
দাঁড়িয়ে আছে
যার যার ট্রামের প্রতীক্ষায়।
কিছুক্ষন পরে
তারাও চলে গ্যালো
অথচ আমার নির্দিষ্ট বাস এলো না
আমার গন্তব্য অনির্দিষ্ট রয়ে গ্যালো।

শহর রাত্রি পরে নিলো
সারা গায়ে
ওভারকোটের মতো
আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম
পথচারী রমনী স্তনের কারুকাজ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কঠিন যোনির মতো
বাসের দরজা দিয়ে
সাবধানে ভীড় ঠেলে
লোকগুলো উঠে গ্যালো
আমি দেখলাম তাকিয়ে
তাকিয়ে দেখলাম
কয়েকটি মেয়ের ঢলঢলে নিতম্ব।
জীবনের সমস্ত হলে
নাইটি শো ভেঙে গ্যালো
একটি সুবর্ন বাস এগিয়ে এলো

দুটো লোক বাস থেকে নামলো
পেছনের দিকে
কন্ট্রাক্টর চিৎকার কোরে
পরবর্তী স্টেশনের নাম
ঘোষনা করলো তিনবার।
তিনটি মেয়ের আলুথালু শাড়ী
উড়ে গিয়ে সেঁটে গ্যালো আকাশের স্তনে,
কিন্তু আমার প্রার্থিত বাস এলো না।
আমার গন্তব্য অনির্দিষ্ট রয়ে গ্যালো।

১৯.১০.৭৩

পা হীন পদব্রজী পথিক

শহর চলছে দ্রুত
চলছে ট্রাম, বাস, ট্যাক্সী
ঘড়ির কাঁটা চলছে
জীবনও চলছে ক্ষিপ্র
কিন্তু আমরা চলছি না এতটুকু
আমাদের শীর্ন হাতদুটো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাথার উপরে আকাশ
ধরতে চায়।

২০.১০.৭৩

একদিন রক্তাক্ত ঝড়ের শেষে

একদিন আকাশ কালো মেঘে
ঢেকে গেলে
সমস্ত সংসার স্তব্ধ
অরন্য হয়ে যাবে
আসন্ন বিক্ষোভের প্রসব বেদনায়।

একদিন মেঘেরা জীবিত হয়ে
ঝড় হলে
জীবনের সমস্ত ঘরবাড়ী
একাকার হয়ে যাবে
রক্তাক্ত বিপ্লবের জন্মযন্ত্রনায়।

একদিন সকাল হবে
ঝড় শেষ হয়ে গ্যালে
পাখীরা গান গাবে নীড়ে
আমার চোখের কাক
আলোর মখমল বেয়ে
উড়ে যাবে নীহারিকা নভে।

২২.১১.৭৩

অবস্যম্ভাবি পরিনতির পূর্বাভাষ

জীবন নামক মহাপ্রশ্নের ভুল সংজ্ঞা দিয়ে
অবলীলাক্রমে যারা ঘুরিয়ে নিলে আবহমান গতি
তোমরাই বেঁচে গ্যাছো, বেঁচে আছো
তবে বাঁচবে কিনা জানি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শোষনের বিষে ভরে গেলে সর্বত্র
মুষ্টিবদ্ধ হাত জেগে ওঠে প্রতিবাদে
এ কথা তোমরা জানো।
রাজপথ রঞ্জিত হলে নিষ্পাপ রক্তে
আগামী সম্ভাবনা দৃঢ়তর হয়
এ কথাও তোমরা জানো।

শুধু রক্ত নিলে রক্ত দিতে হয়
সেটাই ভুলে গ্যাছো
অথচ তোমরাই বেঁচে গ্যাছো, বেঁচে আছো
তবে বাঁচবে কিনা জানি না।

মেঘের ভেতর বজ্র আছে
এ কথা সত্য যেমন
রক্তে আগুন থাকে, বিক্ষোভ থাকে
এ কথা আমিও জানি, তোমরাও জানো
বুলেট নির্ঘাৎ প্রতিবাদ হয়ে ফিরে আসবে—

অথচ তোমরাই বেঁচে গ্যাছো, বেঁচে আছো
তবে বাঁচবে কিনা জানি না।

১.১২.৭৩

ভাগ্য নামক জ্যামিতিক ভগ্নাংশ

কান্না জমে থাকে বরফের মতো
গোপনে বুকের ভেতর
জমে থাকে কান্নার মেঘ।
মেঘ হয়ে বর্ষা হয়
মেঘে মেঘে ঘর্ষনে জন্মে তড়িৎ,
সংজ্ঞাহীন নিয়ম এক
জ্যামিতিক সংজ্ঞা জ্যামিতিক ভগ্নাংশ।

জীবনের সমস্ত প্রেম অভিমান হয়ে গেলে
সমস্ত কান্না বিরহ হলে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজস্ব প্রেমপ্রীতিহীন সুটকেসখানা
বা হাতে তুলে নিয়ে যদি হেঁটে যাই
চির পরিচিত ফুটপাত বেয়ে
মুদিখানার ছড়ানো প্যাকেটগুলো
গৃহিনীর বাড়তি-আয় পুরোনো পত্রিকা
আর আমাদের হতাশার জঞ্জালসমূহ
প্রেম স্নেহহীন সুটকেসে ভরে নিলে
নিউ ক্যাপিটালের প্রতিষ্ঠা নামক ডাবল ডেকার।
বিষণ্ন মধ্যাহ্নে আমাকে কখনো
তুলে নেবে না, হায় তুলে নেবে না।
কেননা ভাগ্য নামক জ্যামিতিক ভগ্নাংশের
গোপন নিয়ম আমার জানা ছিলো না।

তাই আমার এবং আমাদের অংকসমূহ
আজো উত্তরে গরমিল রয়ে গ্যাছে

৪.১২.৭৩

AMARBOI.COM

মাধবীর অবিশ্বাস্য স্মৃতি

মাধবী কাল চলে যাবে।

ওর হাতে ফুলগুলো তুলে দিয়ে বোল্লাম
'তুমিও কি ফুল হয়ে ঝরে যাবে?'
ও নির্বাক উদাসীন।
ওর কাকের পাখার মতো কালো চোখ
মুহূর্তে জলে ভরে এলো
মৃদু কাঁপলো পাপড়িগুলো।

সদ্যকেনা জ্যামিতি বক্সের
চকচকে পিঠের মতো
ওর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠলো।
লাল পেড়েশাড়ীর মতো ওর ঠোঁট
ও কথা বলতো গানের মতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাানো অনুরোধের আসরের
চিরপরিচিত কোনো কণ্ঠস্বর।

ওর ঠোঁট কাঁপলো
থির থির
থির থির
ছায়াছবির ভেল্‌ভেট্‌ স্ক্রীনের মতো।
ও আমাকে জড়িয়ে ধরলো
শিশুর মতো কাঁদলো ও।

ওর লাল ঠোঁট বার ব্যর কাঁপলো
ও বোল্লো 'আমি তোকে ভুলবো না কোনোদিন।'

অথচ এই মাধবীই বলতো
প্রায়ই বলতো
স্মৃতি বলে কোনো কিছুই আমি
বিশ্বাস করি না।

অনুভূতিহীন বিকেলে তোমার প্রত্যাশা

আমাকে সম্পূর্ন অনাত্মীয় ভেবে যখন
চলে গেলে তোমরা বৈকালিক অনুভূতি
মাঠের শিয়র ঘেঁষে রাস্তাটি তখনো
শুয়ে ছিলো বিবশ শরীরের মতো উদোম
অথচ আমার তো যাওয়া হলো না কোনোদিন।

নির্ভেজাল বেহালাটা নিয়ে আনমনে
তুলে যাই অতি চমৎকার রঙিন ফুল
সুরের রুমালে এবং তুলে যাই, তুলেই যাই।

তোমার নিশ্বাস আরো নিম্নগামী হোক
ঝুলে পড়ুক চোখের উন্নত দৃষ্টি
বুকের স্ফীত মাংস কেঁপে উঠুক বিস্ফোরনে
অথচ তুমিও পালাতে চাও পথ পেলেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টির উড়োজাহাজও প্রপেলারহীন
এলোপাথাড়ি উড়ে হারায় পথ।
এখন সংগীত চাই— যন্ত্রের চীৎকার
কর্কশ ভায়োলীন, গীটারের উন্মাদনা
এ সব থাক। মুখ বুজে পেছনে তাকালেই
'ঝর্না'র মতো তুমিও চলে যেতে চাইলে
বুকের পলেস্তারা ভেঙে।

আমার জানালার সম্মুখে
তাহলে কি ডাকবে কালো কাক
অসময়ে কর্কশ স্বরে।

তোমরাও চলে গেলে বৈকালিক অনুভূতি
আমাকে অনাত্মীয় ভেবে
এখন তুমিও যেতে চাও!
রাস্তাটি তখনো শুয়ে ছিলো উদোম
তবু, আমার তো যাওয়া হোলো না কোনোদিন।

অবকাশে নিহত চিঠির শব

এইতো খুলে দিয়েছি জানালাটা
সবেমাত্র। নীরবেই
তাকিয়েছিলেম অনেক্ষন ইথারের
স্বচ্ছ আবরন ভেদ করে।
সম্মুখে খোলা বই বিজ্ঞানের, যার
নিরর্থক অর্থ চিরদিনই
দুর্বোধ্য রয়ে গেলো আমার কাছে।

খোলা খাতা। একটু
বাতাসেই পাতাটা উড়ছে এপাশ ওপাশ।
তোমারই কয়েকখানা
নিহত চিঠির ধ্বংসাবশেষ এখনো
কেন জানি রয়েই গেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যদিও তুমি আজ চলে গেছো দগ্ধতার
অস্পষ্টতায় অনর্থক।

এইতো রঙিন বৃষ্টি—ঝরছে ঘুমন্ত শহরে
হয়ত সবাই এখন ঘুমিয়ে।
অথবা এমনি কেউ কেউ দক্ষিনা মেঘ
উদ্দেশ্যহীন বাতাসে।
তোমার কান্নার মতো বর্ষা ঝরে, কতোদিন
আমি দেখি না তোমাকে!
বুকের রক্তের উপর প্রতিফোঁটা বৃষ্টি
নরোম হাত রাখে সস্নেহে
যেমন তুমি রাখতে, তা কি আজো মনে পড়ে
কোনোদিন অবৈধ চাঁদের আলোয়?

বর্ষা ক্রমেই বাড়ে। আরো আরো—
তুমি কাঁদো কাঁদো। আমি একবুক অশ্রু চাই
তুমি কাঁদো আরো গভীর হয়ে।

জানালা কি এখনো খোলাই রয়েছে
অসম্ভব অভিজ্ঞ বর্ষার ফোঁটা
নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এসে কখন ভিজিয়ে গেছে
আমার অনেক অজান্তে

তোমারই নিহত চিঠির শবগুলো।

কোনদিন বর্ষারাতের সেন্ট্রি

যুবতীর সবুজ চুমো হয়ে বর্ষা ঝরে
সবুজ ঘাস সে কি চায় বর্ষার স্পর্শ!

লাইটপোস্ট ভিজছে, রাস্তার মোড়ে
পার্ক করা মোটর গাড়ীর চকচকে পিঠে
বিধ্বস্ত বর্ষার ফোঁটারা মুখরিত হয়
প্রতিবাদ করে না নীরবে বাড়ায় বাহু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বশেষ যাত্রীহীন বাসটার আর্তনাদ
বিষাক্ত করে অনাবিলতাকে। তুমি বলে দাও
কোথায় দাঁড়াবো আমি, পরিচিত স্থান
এমন কোথায় বলো। উবুঝুবু কাঁঠালি গাছটা
আমাকে ডাকে না অনাত্মীয়ের অজুহাতে।
আমি তো মেঘ হতে পারি না নরোম স্বচ্ছ,
আমাকে দুটি পাখা দাও উড়ে যেতে।

বর্ষাক্রান্ত মুমূর্ষু শহরের কানাগলি
আমাকে ঠাঁই দেবে, সেতো আমারি।
রিকশার টুনটুন ক্রমশ অন্তরালে

আমিই শুধু শহরের একমাত্র সেন্টি
পাহারারত অজস্র বর্ষার বিরুদ্ধে।

কোনদিন বর্ষার রাতে কোন কুমারীর
আলতো ঘুম ভেঙে যায়, উত্তপ্ত শয্যায়
কারো প্রতীক্ষায় থাকে কি কেউ কখনো?
কেউ কি খোঁজে কারো বিবর্ন পাণ্ডুলিপি
অতীতের! আমি জেগে থাকি অবিরত
বর্ষার রাতে একা নীরব সেন্টি হয়ে।

AMARBOI.COM

আমরাই সর্বদা বাসের যাত্রী

আমরাই সর্বদা বাসের একমাত্র যাত্রী
কেননা শরীর আমাদের চর্বিহীন,
পায়ের পেশীগুলোও আদরে পংগু নয়
কাজেই বাসের হ্যাণ্ডেলে ঝুলতে দোষ নেই—
তাই আমরাই বাসের নিয়মিত যাত্রী।

বন্ধুর সংগে কিছুক্ষন সৌজন্য আলাপ
কচিৎ হয়ে ওঠে, যেহেতু আমাদের
বাসের লাইন শুরু হয় অনেক পূর্বে।
'ইডেনে'র বিস্তীর্ন উদ্যান অথবা কি
দেখতে জানি না— কিছুসংখ্যক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকের ভীড় জমে, আমরাও মাঝে মাঝে
প্রানপন চেষ্টা করি দাঁড়াতে সেখানে কিন্তু—
লাইন আমাদের শুরু হয় অনেক আগেই।

প্রেমিকার কাছে ইদানীং ভবঘুরে বলেই
বিশেষভাবে আখ্যায়িত, কারন দুর্বোধ্য নয়।
তবুও যথাসাধ্য ঢেকে রাখি প্যান্টের তলের
অথবা সার্টের নিচের ঘর্মাক্ত বস্তুটি
যার অংগহানি হয়েছে বিবিধ অত্যাচারে।

কাজেই তোমারও যে সব কথা শুনবো
এমন ভেবো না— কেন না আমরাই বাসযাত্রী।
ভালোবাসতে অহেতুক সাধ না হয়
বন্ধ করে দাও জানালার কবাট,
মালা পরো ইন্টারকনের নিয়ন বাতির
অথবা ককটেল পার্টি কৃত্রিম আনন্দে।
তোমরা ভালোবাসো, এবং আমিরা
সর্বত্র বাউণ্ডলে পোষাকে বিরাজিত।
অতএব ইচ্ছে হলেই যেতে পারো—

হে বন্ধু আমরাই একমাত্র বাসের যাত্রী,
সময় আমাদের যথেষ্ট কম প্রিয়তমা
কেননা লাইন আমাদের শুরু হয় অনেক আগেই।

ইদানীং ভালোবাসি

আমি তাই ভালোবাসি পৃথিবী, কপোতির প্রেম
ঘনরাতে যুবতীর স্ফীত বক্ষের স্পন্দন।
মায়ের আঁচল তলে আব্দারে লুকিয়ে রাখা
আপনার শংকিত নত চিরশিশু মুখ গোপনে।

ভালোবাসি কিশোরের সচ্ছল চঞ্চলতা,
কিশোরীর আনত গভীর শিশুচোখ।
ভালোবাসি বিধ্বস্ত ফুটপাতের উলংগ
অনাহারী ন'বছরের ক্ষুদ্র ছেলেটিকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসি চলন্ত রিকশার প্যাণ্ডেলে পা,
ভালোবাসি বাসের হ্যাণ্ডেলেই ঝুলে পড়া,
ভালোবাসি নিত্যকার সকালের জ্বলন্ত
মেছো বাজারের দর কষাকষির ঝড়,
ভালোবাসি প্রয়োজনীয় দ্রব্যে অগ্নিমূল্য।

রাজনীতি ভালো লাগে জ্বরই—কেননা
গলাকাটা ফাটাফাটি রোমাঞ্চকর বেশ।
ভালোবাসি দেয়ালের নিসর্গ মিষ্টি শীষ,
কোকিলের বাসন্তী শানাই অথবা বাঁশী,
অথচ তারাই ভুলে যেনো গেছে আমাকে—।
যাদের বাসি না ভালো তাদের প্রচণ্ড ভীড়
চারিদিকে সর্বদাই, অথচ যাদের চাই
তারা আজ বহুদূরে অনাত্মীয়ের মতো
চরকার সুতো কাটা শেষ যেন সহসা।

তাই তো ভালোবাসি কেরানীর আছিমারা,
দিনশেষে এক টুকরো পোড়া রুটি যেনো
অনেক তৃপ্তি দেয় দামী খাদ্যের চেয়ে।
ভালোবাসি নিষিদ্ধ এলাকায় অভিসার
গোপনে, বইতে সহস্র রোগের জীবানু,
ভালোবাসি ঝুলে পড়া স্তনের সুউত্তাপ
কসমেটিক মাখা তরুনীর উত্তপ্ত
সুঘ্রান মাখা চুমোর লিপিস্টিকের চেয়ে।

ভালোবাসি সকালের নিত্যকার ঝগড়া
অবুঝ সন্তান এবং মুখর স্ত্রীর সাথে।

উড্ডীন সবুজ চিল

আজকে এমন যুবতী দুপুরে
নিশ্চয়ই নীল বাতাসে উড়বে চিল—
তাকে উড়তে দাও—উড়তে দাও।
বিধবা বালুচর নির্লিপ্ত থাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি হবে গোলাপী আঁচলে
শুধু তাকে উড়তে দাও— উড়তে দাও।

দৃষ্টির বাইনোকুলারে সাদা চোখ
রক্ত হীনতায় ভুগে শেষ হোক
শুধু তাকে উড়তে দাও উড়তে দাও
নরোম মেঘের নিবিড় পেখমে
তাকে আঁকতে দাও রঙিন ম্যুরাল
তাকে ধরতে দাও সূর্যের অসীমতা
নীহারিকা কুমারীকে স্বয়ম্বরায়
মালা নিয়ে আসতে দাও সম্মুখে।

এখনো সবুজ আকাশ শিরিষ রৌদ্র
এখনো চোখের পাতায় আবরন।
ওকে দেখতে দাও আকাশের ইথার
ওকে ধরতে দাও চন্দ্রের অক্সিজেন
ওকে হারাতে দাও সূক্ষ পরমাণুকে
মঙ্গলকে আনতে দাও শুভ্রতার ঘরে।

তোমাদের কালো হাত ছুঁড়ো না
তোমাদের ধূসর বন্দুক নীরব রাখো
ওকে শুধু উড়তে দাও আরো উপরে।
তোমরা চেয়ে দ্যাখ সবুজ চিল
মহাশূন্য ভেদ করেই চলে যাবে—

ওকে শুধু উড়তে দাও উড়তে দাও।

কিছুক্ষন ভুলে থাকি

এখন ওসব থাক
এসো, কিছুক্ষন দু'জনে আনমনে বোসি
শিয়রের খোলা জানালায়।
এখন সকল কাজ, হোক শত প্রয়োজনীয়
সব ভুলে এসো, এসো কিছুক্ষন দু'জনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুলে থাকি পৃথিবীর আকাশ–
পাখির বাঁশী, বাতাসের প্রেম।

এসো চলে যাই দূরে– বহুদূরে
পালিয়ে, সারসপাখীর মতো;
যেখানে আকাশ নেই, কোলাহল
স্তব্ধ ; সায়াহ্নের দাঁড়কাক ডালে
কিছুক্ষন চুমো খায় পাতার শরীরে।

এসো ইটের বাঁধনগুলোয়
অভিশাপ দিয়ে; অন্তত দুদণ্ড
না হয় থামাও চাকা ঘূর্নন,
না হয় কিছুক্ষন হিসেবের খাতায়
পড়লো না লাল কালি রক্তের।
না হয় দুলল না কিছুক্ষন
স্প্রিংএর সব চেয়ার আনন্দে,
হয়ত ক'টি প্রহর বিশুদ্ধ বাতাস
ঘুরে গেলো যন্ত্রের শরীরে।

এসো না হয় কিছুক্ষন বসি–
শিয়রের খোলা জানালায়,
কিছুক্ষন ভুলে থাকি পৃথিবীর
মরা আকাশ; বাতাসের প্রেম।
এসো, দু'জনে আনমনে বসি
কিছুক্ষন শিয়রের খোলা জানালায়।

গন্ধ পাই

রক্তের সাগর থেকে তুলেছি
স্ফুটিত সুকুমার পদ্ম;
রাত্রির সাথে প্রচণ্ড যুদ্ধে
পেয়েছি তার সৌরভ-গন্ধ।
আমার ফুল; আমার মা—
ক্ষুধিত প্রেতরা ছিঁড়ে খায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার নরোম তুলতুলে অঙ্গ,
সুতীক্ষ্ণ আক্রোশে ভেঙে দ্যায়
মনের মন্দির মিনার
শাড়ী ছিঁড়ে লুটে নেয়
সেঁদোলে মাটির সতীত্ব।
আমরা ভাসমান—ভিন দেশে;
সারাক্ষন টলমল অস্তিত্ব।
—তবু বেঁচে আছি প্রানপনে
অন্তত কিছুদিনের জন্য
দেশের কাজে অস্ত্র ধরা
আমার কাছে নিতান্ত অসম্ভব।
কিন্তু তবুও বুক কাঁপেনি এতোটুকু
কিসের এক অনির্বান দৃঢ়তায়
সারাক্ষন শুধু হয়েছে ধ্বনিত
এ হৃদয়ে— আমি দুর্বার—দুর্জয়
আমি সত্যিই দুর্জয়
শত্রুর বক্ষ ভেদ করে এখানে
নরোম মাটিতে করেছি সৃষ্টি-
কঠিনতর এক অধ্যায়।
আমরা মরি না প্রজাপতি হয়ে
আগুনে ঝাঁপ দিয়ে গিলে খাই
অগ্নির লেলিহান শিখা-
আমরা অমর দুর্জয় তাই।
রক্তাক্ত বুকে আমার আজ
ফুটছে লাল তাজা পদ্ম,
আজো বাঁচি আমরা এখানে
মাটিতে চুমো দিয়ে পাই
রক্তের তাজা তাজা গন্ধ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাক

তখনো সূর্য ওঠেনি—
আঁধারের পাতলা শাড়ী অবিন্যস্ত,
কর্কশ সুরে ডেকে ডেকে

ভেঙে দেয় প্রভাত-সুখ-স্বপ্ন;
নিম শাখে নিত্যকার কাক।

স্তব্ধ মধ্যাহ্নে নিথর সন্ধ্যায়
কিম্বা প্রখর মধ্যরাতে—
কি যেন এক অব্যক্ত আহ্বানে
আমায় করে উদ্বেলিত,
কি কথা আমি যেন
সম্পূর্ন তার বুঝেও বুঝি না।

তবু সে আহ্বানে মনে হয়
আছে অসুন্দরের গান,
বিশ্রী পৈশাচিকতায় তা
নির্মম করে দেয় হৃদয়টা।
আমি তাই ভালবাসি শুনতে,
সেই ডাক— প্রভাত, সায়াহ্ন, মধ্যরাতে।

পূর্ন দিনান্ত

প্রশান্ত রাত্রির দুই চোখে
বিক্ষিপ্ত তৃষ্ণা;
যাযাবর অসংখ্য পাখী
পাখা ঝাপটে শিয়রে বসে।
বুভুক্ষু প্রেত
হিংস্র হায়নার মতো
ছিঁড়ে খেতে চায় নিজের অঙ্গ
সুতীক্ষ্ণ নখে।
ক্ষুধার্ত ঈগল ছোঁ মেরে
কেড়ে নিয়ে যায় রাজ হংসশাবক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুর মতো।
রাজহংস আঘাতে আহত।
ঈগল ফিরে আসে না অনুতাপে।
প্রহর মেপে
ঘণ্টার সিঁড়ি ভেঙে যায়
কাকের কর্কশ চিৎকারে।
আমরা তাই
ঢেউগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে
সুন্দর মালা গাঁথি
মুখর দিনান্তে।
পাতাগুলো মর্মর কাঁপে,
অতীতের অমোঘ ইশারায়
বাঁচতে চায়।

সময়ের গা বেয়ে দুর্বার নামে
অজস্র তরঙ্গের ঢল
স্রোত-বন্যায়—

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়মে ভিন্নতা নেই

প্রতিদিন দুটো লোক আসে
একজন কাফনের মতো সাদা
এ্যাপ্রনে আবৃত, অন্যজন
নিখুঁত কালো ওভারকোট পরে থাকে

দু'টি লোকই আসে আমার কাছে—

অতঃপর লোক দু'টির একটি
ভিন্নতর সজ্ঞান হোলো
সে আমাকে একটি কথাই বোল্লো

"চলো তোমাকে যেতে হবে এবার।"

ঈশ্বরের সংগে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার

মাননীয় ঈশ্বর, আসুন না একবার
আমাদের সুবর্ন ব্রোথেলে অর্থাৎ পৃথিবীতে।
শুনেছি শৈশবে, আপনিই একক স্রষ্টা নাকি
যাবতীয় সৃষ্টির য্যামোনি সৌর এলাকা
পৃথিবী নামক ক্রেডেল।

ইদানীং বিশ্বাসের লাইটপোস্ট
ভগ্নপ্রায় পড়ে আছে জাগতিক রাস্তার পাশে
কাজেই একবার আসুন মাননীয় ঈশ্বর
বিশ্বাসের বাজার বড়ো মন্দা যাচ্ছে এ্যাখোন।

আপনার সেই প্রাক্তন জনপ্রিয়তা ক্রমহ্রাসমান
কাজেই বিশেষভাবে আয়োজিত জনসভায়
কমপক্ষে একটি জরুরী ভাষন তো দিতেই হবে
অন্যথায় আগামী নির্বাচনে নির্ঘাৎ হবেন ব্যর্থ।

আপনার কালাকানুন কিছু কিছু অন্তত:
সংশোধন করাও আবশ্যক কেননা
রমনীকুল ইদানীং ইভকে অতিক্রম করেছে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং সমস্যার অক্টোপাস নিয়মিত চলাচল করে
আমাদের ঘরদোরে মগজে এখন।

গাঁজা খাওয়ার অভ্যাস বোধহয় করেননি
মাইরি, ওটা বড়ো চমৎকার জিনিস।

হে ঈশ্বর একবার আসুন আপনারি নিয়ন্ত্রিত
সুরম্য সুখের অসুখের এই আধুনিক ব্রোথেলে
সংগে কিছু স্বর্গীয় বেশ্যা আনাও আবশ্যক
(কারন পৃথিবীর রমনীরা আদৌ রমনী কিনা
করোটিতে এরকম সন্দেহ নড়াচড়া করে সারাক্ষন।)
যদিও বুকের গম্বুজে প্রেম এবং ছলনা ও
অন্যান্য গুনাগুন ঢেকে রেখে তারা নিশ্চিন্ত

হে চালক অন্তত একবার আসুন আমাদের এখানে
একটু পর্যবেক্ষন বৈ তো নয় এবং বিশেষভাবে
আয়োজিত জনসভায় একটি জরুরী বক্তৃতা মাত্র–

কথা দিচ্ছি বক্তৃতা শেষে আপনি ফিরে গেলে
আমরা স্বর্গীয় আশীর্বাদের অবিশ্বাস্য ভয়ে
যার যার নিজস্ব আশীর্বাদের ব্রোথেলে ঢুকবো
এবং হতাশার স্তন চুষে চুষে
নির্বিঘ্নে কাটিয়ে দেবো সমস্ত রাত।

বার্থডে কেকের ভেতর মৃত্যুর পদধ্বনি

জন্মদিনে আমি মৃত্যুর কথা ভাবি,
দ্বিখণ্ডিত বার্থডে কেকের ভেতর মৃত্যুর ছায়া
ঘুরে ঘুরে নাচে আমি দেখি—
বন্ধুদের করতালির ভেতরেও শুনি
মৃত্যুর অনাহূত শব্দ!

একটি শিশু জন্ম নিলে আমি তার
পিতার ঠিকানা সন্ধান করি এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জারজ জন্ম ব'লে তাকে ভালোবাসি
একান্ত মনে মনে।

মুহূর্তের আনন্দে আমার জন্ম
জারজ ছাড়া আমার দ্বিতীয় পরিচয় নেই
মূলত আমরা প্রত্যেকেই অজন্মা জাত!

এবং জন্ম মানেই মৃত্যুর প্রতি অমোঘ যাত্রা
জন্মদিন মানে একটি সিঁড়ি অতিক্রম।

জন্মদিনে আমি মৃত্যুকে ভয় পাই
জীবনের প্রচণ্ড করতালির ভেতর
শুনি মৃত্যুর নিঃশব্দ চারন।

এক একজন জারজ জন্ম থেকে
মৃত্যুর দিকে ক্রমাগত হেঁটে যায়
কখনো জানে না সে মৃত্যুর মতো

সহচর আর কেউই দ্বিতীয় নেই।

ডাস্টবিনের কাক

পঁচা মাংসের টুকরো খুঁজে
অজস্র ময়লা সরালেও
দাঁত বের করে বিবর্ন লিপি
হাফসোলহীন লেডি সু
রক্তাক্ত গোপন কাপড়ের টুকরো—

স্মৃতিগুলো ডাস্টবিনের জঞ্জাল
আর আমিই অনুসন্ধানরত
আজীবন ডাস্টবিনের ব্যর্থ কাক।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কতোটা গভীরে তুমি রেখেছো করতল

(সেই বিশ্বাসঘাতিনী অন্তরংগ রমনীকে)

কবিতার কতোখানি বিশালতা দেখেছো তুমি
কতোটা গভীরে তার রেখেছো করতল
তুমি কবিতার কতোটুকু পেরেছো চিনতে

অতলান্তিকে ধূসর দিগন্ত দেখে
ফিরিয়ে নিয়েছো মুখ। সাগরের
কতোটা গভীর তুমি দেখেছো
কতোটুকু বিশালতায় তার রেখেছো স্পর্শ

আকাশে চুম্বন রেখে ফিরে গ্যাছো ব্যর্থ
এবং নীহারিকা নক্ষত্রে তুমি ছুঁয়েছো আশা
মূলত হৃদয়ের সুস্থ ঘোড়াটিও ছুটবে দারুন।
হৃদয় আকাশকে করেছে বিশদ অতিক্রম
হৃদয়ের কতোটুকুই বা চিনেছো তুমি
তুমি কতোটা গভীরে তার রেখেছো করতল

কতোটুকু গভীরে তুমি কবিতার কোরেছো স্পর্শ
কবিতার কতোখানি বিশালতা দেখেছো তুমি

কবিতার কিছুই দেখনি তুমি দেখনি—

১১২. ক্রিসেন্ট রোড কাঠালবাগান

অতল অধঃপতনে

কোন স্নেহে তুমি রাখবে সাহসের হাত
এই শরীরের সবুজ তরুতে, বিশ্বাসী ছায়ায়।
রাতের গোপন ঠোঁটে বিনিদ্র চুম্বন
এই অধরের তিল তিল অধঃপতন জুড়ে
সেই এক পাতকী পাখির অনিয়ম কোলাহল
কোন বিশ্বাস তুমি রাখবে স্নেহের হাতে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বানের জলের মতোন অধঃপতন ঢুকেছে শরীরে
ভেসে যাচ্ছে গেরস্থালি, পৈতৃক স্মৃতিচিহ্ন
য্যানো অকালে খুলছে বাঁধন কুমারী বয়স।

ও হাত গুঁটাও তোমার গৃহের দিকে
তরুতে গৃহহীন বেদনার বিপুল করাঘাত
ব্যর্থতার নিবিড় আশ্বাস, তুমি ব্যর্থতা বোঝো না—
পাতকী পাখির কোলাহলে বেড়ে যাচ্ছি অধপতন
তুমি কোন প্রেমে দেখাবে গৃহের সার্থকতা।

কোন বিশ্বাসে তুমি রাখবে স্নেহের হাত
শরীরে অধঃপতন ভেতরে বাড়ছে প্রেম অনন্ত অভাব।

১১২. ক্রিসেন্ট রোড কাঁঠালবাগান

অন্তরঙ্গ নির্বাসন

এই দরোজায় নাড়ছো কড়া
অপেক্ষাতে কাটাচ্ছো ক্ষণ
আমি দুয়ার খুলবো না।

ভেতর থেকে আটকে আছি
দ্বন্দ্বদ্বিধা ফেলছি ছুঁড়ে দূর নদীতে
করাঘাতের শব্দ আমার শূন্যতাকে
ফেলছে কেটে টুকরো টুকরো দারুন স্বরে

বুকের ক্ষতে উঠছে নড়ে স্মৃতির পোকা
পেণ্ডুলামের ক্লান্ত ধ্বনি মুখরতাময়।

রক্তে আমার লুকিয়ে ছিলো সোনালি রোগ
কৃষ্ণচূড়া মধ্যরাতে অকাল খেলায়
ডাকতো সেদিন রম্য আলোর মগ্ন স্নানে।

এখন বুকে সুরম্য এক ঢেউয়ের সাগর
যখন তখন বাজায় বিপুল আরাধ্য সুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করাঘাতের শব্দে আমি জাগবো না আর
আর কখনো দুয়ার আমার খুলবো না।

দিনরাত্রি খুলছে পোষাক তোমার চোখে
অপেক্ষার এক অবোধ বৃক্ষ বাড়ছে ধীরে,
স্বীকার করি রাত্রি আমার আজন্ম সুখ
জন্মাবধি ধূপের কোমল গন্ধমালা
ছড়িয়ে আছে স্বজন হাওয়া চতুর্দিকে,
মায়ের স্নেহ ক্রমান্বয়ে হচ্ছে সুদূর—

এই শহরে শরীরময় ঘামের মতো অন্তরঙ্গ
ভালোবাসার গন্ধ নিয়ে
মাটির দিকে থাকবো ফিরে ব্যতিক্রমী–

চৈতন্যের সবুজ মাঠে করাঘাতের উষ্ণ নিশ্বাস
টের পাচ্ছি সকল সময়

সকল কাজে স্মৃতির মতো রোদ উঠছে
হাওয়ার স্বরে বেজে উঠছে নীল করাঘাত।
তবু তো এই দুয়ারখানা খুলবে না আর
আর কখনো রাতজাগা চোখ অপেক্ষাতে
দন্ডিভূত মেলবে না তার আপন ভুবন।

১১২ ক্রিসেন্ট রোড কাঁঠালবাগান

অচেনার নিবিড় নিকটে

তোমাকে আমার দ্যাখা হ'য়ে গ্যাছে
আজও চিনিনি তুমি—
এইখানে এসে দাঁড়িয়েছি থেমে
অর্ধেক চোখে রয়েছি তাকিয়ে,
বুঝিনি সকল কথার নিবিড়ে
আরো কিছু কথা মেলেছিলো দেহ
কুয়াশার গাঢ় স্নেহে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেঘলা দুচোখে জেগেছে জোস্না
বাতাস ভেঙ্গেছে নির্জনতার
মৌন খেয়ালি নিরিবিলি ঘর
অথবা বাতাস খুলিতেছে চুল
বাতাসের দেহে, ভীরুতার হাত
ছুঁয়েছে কোথায়, কোথায় সে তার
দুয়ার খুলেছে অচেনা পথের কাছে!

জামার বোতাম রেখেছি তো খুলে
বিন্যাসহীন বাউল শরীরে
নন্দিত পাপ, দারুন আগুনে
অলক্ষ্যে তার পুড়িয়ে যাওয়ায়
দেখেছি তোমাকে—চিনিনি তুমি!

বোধের সকালে ছড়াচ্ছো রোদ
শালিকের পাখা ব'য়ে আনা স্মৃতি ঠোঁটের ভাঁজে
দূর দূরান্ত খেলা কোরে যাওয়া
শুধু দূরে যাওয়া নিবিড় নিকটে

চতুর্দিকে রয়েছো দাঁড়িয়ে ঘিরে
বোধন থেকে বোধের উৎসে প্রতীক্ষাময়
তবুও চিনিনি তুমি!

১১২ ক্রিসেন্ট রোড কাঁঠালবাগান

জীবনের ফ্লাটে এক একজন ভাড়াটে

জীবনের সুদীর্ঘ ফ্লাটে একটি
ছোট্ট রুম ভাড়া নিয়ে আছি
আমি একজন ব্যতিক্রম ভাড়াটে।

অথবা আমি নই আমরা প্রত্যেকেই
এক একজন ব্যতিক্রম ভাড়াটে
ছোট ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে থাকি
ভাড়াহীন ভাড়া দিয়ে থাকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবার সময় নিহত হলে
আমরা অন্যত্র কোথাও চলে যাই।

কোথায় যাই? কেউ তো বলে না
উত্তরহীন সকলেই ঘর ছেড়ে দিয়ে
যাবতীয় আসবাব গহ্নাপত্র ফাইল
শার্ট প্যান্ট পুরোনো স্যাণ্ডেল কবিতাবলী
কালের ব্যাংকে জমা রেখে
নির্ভাবনায় চলে যায়
অবিকল ঘর ছেড়ে চলে যায়।

আমাকেও তাহলে কি এম্নি
চলে যেতে হবে ঘর ফেলে আসবাবপত্র!

আমার অপ্রকাশিত কবিতাগুলো আমি
কার জিম্মায় রেখে যাবো তবে।
স্বাতি নামে যে মেয়েটি আমারি
পাশের রুমে থাকে তাকে দেবো
নাকি জনতার কর্ষিত ক্ষেতে
ছড়িয়ে দেবো কবিতার ধান!

অথবা একটি ফুলের স্বতীত্বের
মাঝে লুকিয়ে রেখে দেবো সূর্য
আমার সমস্ত শব্দাবলী
কবিতা ও কবিতার অন্তর্বাস।

একটি ভীষন ডাকাত যে কোনো
মুহূর্তে সব কিছুই লুটে নিতে পারে
জাহাবাজ একটি ডাকাত
কালের সোনালী ডাকাত।
আমি জানি রুমটি ছেড়ে দিলেই
জনৈক আর একজন হবে তার মালিক
পাশের ঘরের দুঃখিনী মেয়েটি শুধু
দীর্ঘশ্বাস ফেলবে আর কিছুই হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ঘরের জানালাগুলো আবার খুলবে
রোদ এসে আছড়ে পড়বে তক্‌তকে মেঝেয়
গুলিবিদ্ধ বিমানের মতো—

টেবিল ঘড়িটিও আমার অনবরত
চিৎকার কোরে যাবে টিকটিক টিকটিক . . . .
আমি প্যাকেটের নতুন একটি সিগারেটে

আজকাল ট্রেন বড়ো অনিশ্চিত অসময়,
তাই সন্দিগ্ধ বসে আছি প্রাচীন চেয়ারে।
নিদ্রার চশমা ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে দ্রুত
এক চোখ হতে অন্য চোখ সর্বত্র সব চোখ—
বুড়ো স্টেশনে ধবল গার্ড ধূসরতম পুলিশ।

স্বামীসহ জনৈকা সদ্যজননী সম্মুখে নির্লিপ্ত
কথাহীনতার ফোড়াকস সেবন কোরে অতিশয়
স্থির, ক্লান্ত চোখের পাতায় গন্তব্যের অনির্দিষ্ট
চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী ক্রমেই হোচ্ছে জমজমাট।

অংকে শায়িত শিশু নিদ্রায় নিমজ্জিত স্বামী
শুধু মেয়েটির দুটি চোখ অপলক স্থির,
নিকোটিনের ধোঁয়া আমার চারিপাশে
সুরম্য এক কারাগার করেছে রচনা অচ্ছেদ্য ব্যূহ।
য্যানো এ কয়েদখানায় কতিপয় আসামী
আমরা অনির্দিষ্টকাল ধরে মুক্তির প্রতীক্ষায়
সময়ের ক্যালেণ্ডার দেখে দেখে নিষ্প্রভ—

কপালের লাল টিপে তার বাঁধা ছোট্ট সংসার
নিরবচ্ছিন্ন সান্ত্বনা য্যানো সুখী গৃহিনী এক।

নির্নিমেষ চেয়ে থাকা লক্ষ্যহীনতায় আমি
এক লক্ষ্যকে খুঁজে খুঁজে ব্যর্থ বারংবার, অলস
হাতে সে সরায় কপালের এলোমেলো চুল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতীতের স্মৃতিগুলো সযত্নে হৃদয়ের
কপাল থেকে য্যানো সরিয়ে রাখে।

কখনো ফেরায় চোখ, আমাকে দ্যাখে,
অনুভূতিহীন দেখে দেখে আবার দ্যাখে না
আকাশী লাজুক শাড়ি আঁচল ভেঙে পড়ে
কখনো। সুডোল হাতে দোলে দুখানা
চিকন সোনার চুড়ি স্নেহের কোমল দোলায়।

আমি পুনর্বার ফিরে যাওয়ার মতো আরেকবার
ফিরে যাই অতীত স্বপ্নে অথচ কোথাও
খুঁজে পাই না সিঁদুরের টিপ, প্রেমের শাঁখা।

কয়েদীর মুক্তির দিনের মতো ট্রেন হুইসেল
দিতে দিতে জানায় আগমনী নৈশব্দের দেশে।
হঠাৎ ফিরে আসা বিদ্যুতের মতো জেগে ওঠে স্টেশন
নিদ্রার সুনরোম সানগ্লাস খুলে রাখে সকলে।

স্বামীর সহযাত্রী হয়ে মেয়েটি বেরিয়ে যায়
ট্রেনের উদ্দেশ্যে পেছনে জেগে থাকে ওয়েটিংরুম।

আমি আমার প্যাকেটের নতুন একটি সিগারেটে
অগ্নিসংযোগ করি।

AMARBOI.COM

স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক কৃষ্ণচূড়া

এই যে এখন বসে আছি যে টেবিলে
সামনে রাখা সাজিয়ে নিপুন বইএর সারি
একটু ডানে জলরঙে কাঁচ কলমদানী
দুইটি কলম একটি গাঢ় রাত্রি কালো
অন্যটি বেশ হালকা চমক সোনালি রং।

দুদিন পরেই এই টেবিলটি পুরোনো হবে
এসব কিছুই অচেনা হবে চিনতে গিয়ে
ভুল কোরবো স্মৃতির চশমা উল্টে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই যে এখন আলুথালু মাতাল মাতাল
বইছে বাতাস ফুলগুলো সব তারার মতো
জ্বলছে নিখুঁত—দুদিন পরেই এসব আবার
অচেনা হবে চিনবো না আর কোনোদিনও।

আজ সকালের সবচে' দামী খবরে কাগজ
দুপুরখানা না গড়াতেই সবার থেকে
সস্তা হবে ডাল লবনের প্যাকেট হবে।

এই শহরের বাড়িগুলো ফি বছরই
হোয়াইটওয়াসে দীপ্ত হবে আমার কাছে
প্রতিবারই নতুন করে অচেনা হবে।

কিন্তু তোমায় কোনোদিনই পুরোনো কিংবা অচেনা হলে
যাবে না বলা একমাত্র তুমিই শুধু চিরদিনই
থাকবে নতুন; চেনা পথের দরোজা দিয়েই
তোমার কাছে আসবো যাবো; আসবো যাবো—
শুধুই যাবো।

প্রতিদিন কিছু কিছু ইচ্ছা

প্রতিদিনই কিছু কিছু ইচ্ছা মরে যায়
অনিচ্ছাকৃত মরে যেতে হয়
অযত্নে মরে যায়।
প্রতিদিনই কিছু কিছু ইচ্ছারা
নির্বাসিত হতে বাধ্য হয়
নির্বাসিত হয়।

ব্যর্থ প্রেমের মতো কিছু কিছু ইচ্ছা
স্মৃতির অসুখে ভোগে দীর্ঘদিন,
কিছু কিছু ইচ্ছা স্বইচ্ছায়ই হত্যা করি
ইচ্ছার হননে বিবর্ন হই বার বার
তবু হত্যা করতেই হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিদিন কিছু কিছু ইচ্ছাকে মহাত্মা
অনুভবসম্পন্ন দ্যাখায়
কিছু কিছু কালো ইচ্ছা সাহসে
ভর করে উজ্জিবিত হয়

তবু ইচ্ছাকে নির্বাসন দিতে হয়
কিছু কিছু ইচ্ছাকে
প্রতিকূল হাওয়া বইলেই ইচ্ছার মৃত্যু হয়।

অত:পর সমস্ত নিহত ইচ্ছারা
একদিন পবিত্র ঈশ্বরে পরিনত হবে।

বর্ষায় দুপুর ভিজছে

বর্ষায় ভিজছে দুপুর নির্বোধ
উবুজুবু অশ্বত্থের মতো
একাকী স্ফটিক দুপুর
বর্ষায় ভিজে ভিজে হচ্ছে ধূসর
বর্ষায় ভিজছে।

এই মাত্র একটি বাস তার স্ফীত পেটে
একরাশ যাত্রী ভরে নিলো।
মাথায় ছাতা রেখে একটি লোক
সন্তর্পনে হেঁটে যাচ্ছে রাস্তায়।

বর্ষায় ভিজছে দুপুর হলুদ দালান
লাইটপোস্টে কাক রিকশায় যাত্রী।
একটি ঠ্যালা গাড়ি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে
জনৈকা আসন্নপ্রসবা নারীর মতো
সেও ভিজছে তুমুল।

দুষ্টু কিশোরীর মতো বর্ষারা য্যানো
খেলছে কৈশোরিক লুকোচুরি
নির্দোষি খেলাঘরে পুতুলের বিয়ে
হয়ে গেলে এযেনো ইচ্ছাকৃত অশ্রু
আকাশের নির্মল নীল ছিঁড়ে ছিঁড়ে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৈশোরের বর্ষা য্যানো এ নয়—
আজকাল বর্ষাতেও সুর নেই,
চশমার লেন্সে তার নগ্ন ছবি।

সেদিন নির্দোষ বর্ষায় সমস্ত শহর
দুপুরের বুকে বসেই ভিজলো দ্বিধায়
সমস্ত দুপুরটাই ভিজে গেল বর্ষায়।

এক পেগ নেশাগ্রস্ত মদ

সাকী নগ্ন হাতে ধরে না মদ
না পাত্র না মদ কোনোটাই নয়,
মদের পাত্রে ভরে নেবো সমস্ত সভ্যতা
জনপদ কোলাহল বিদগ্ধ সমাজ
এবং মদ নয় সমাজ এবং সভ্যতাকে
পান করে আমি মাতাল বদ্ধ মাতাল।

পাত্র হাতে তুমি এক পাক ঘেচে যেতে
পারো, কেশ থেকে নখাগ্র উলঙ্গে করলেও
আমি এ জাতীয় নিষ্পাপ্য মদ পানে
হবো না দ্বিধাগ্রস্ত যেহেতু মদ মানে
সাকী নয় প্রকৃত মদ অন্য স্বাদের।

আমি মদে নই মদ আমাকে খেয়েই
হয়েছে তুখোড় মাতাল, সভ্যতা খায়
সভ্যতা আমাকে খায় মানুষ খায়
কুরে কুরে আমাকে নগ্ন করে খায়।

যেহেতু সভ্যতা আমাকে খেয়েছে এতোদিন
এবার আমি সভ্যতাকে খাবো। মাত্র
এক পেগের একটি চুমুকে আমি সমস্ত
সভ্যতাকে নিঃশেষ কোরে দেবো

সাকী তুমি সমুখে ধরো না মদের পাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শত অব্দের মৃত কাক

কালো পিচের পথের ওপোর
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত
ছড়িয়ে রেখে কোমল শরীর
অবসন্ন নির্জিবতায়
মৃত কাকটি পড়েই ছিলো
আবহমান শত অব্দ।

লালন করা ক্ষতের মতো
পড়েই ছিলো অনড় স্থির
চিৎকারহীন অভিযোগের
ব্যানার ধরেই পড়ে ছিলো।

কতোকগুলি হাওয়ার মাছি
শব্দ করে শিল্পকলার
ক্লান্ত দেহে বসলো খানিক পুনর্বার
উড়ে গ্যালো উদ্দেশ্যবিহীন।

ঘোর নির্বোধ ট্রাকের চাকা
অবলীলায় গড়িয়ে গ্যালো।
শুকনো কঠিন পা জোড়া তার
উর্ধমুখে কালো স্বর্গের
ঈশ্বরকে জানিয়ে দিলো আসন্ন প্রায়
সোনালি স্বর দ্বিখণ্ডিত।

আমার মতোই মৃত কাকটি
বিষাদ শ্রান্ত পড়েই আছে
শত অব্দের পিচের গভীর
কালো রাত্রির উল্টো পথে।

বিশ্বস্ততার উঠোনে সুস্থতায়

একজন মানুষকে কি ভাবে বিশ্বাস করো
কিভাবে সংসারি হও সুস্থ জীবনের

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনায়াসে ভুলে যাও বিগত শৈশব
আমি আশ্চর্য হই!

কিভাবে একজনকে বলো— দ্যাখা হবে
দুঃখকে ঢেকে রেখে পোষাকের নিচে
নিপুন হেসে কিভাবে বলো সুন্দর
আমি আশ্চর্য হই!

নিয়মিত বাস থেকে নেমে গন্তব্যে যাও
পার্টিতে পরিচিত হও— ইনি আমার স্ত্রী :
আদাব আমি মিসেস সরকার, ভালো তো?

কিভাবে একজন পুরুষকে পিতা বলো
একজন রমনীকে মা, আমি আশ্চর্য হই!

তোমরা কি প্রত্যেকেই অভিনয় করো
অথবা প্রকৃতই এরকম ঘটে থাকে, ঘটায়?
তাহলে কি এখনো কেউ কেউ
বিশ্বস্ততার উঠোনে সুস্থতায় আছে?

আমি একবার সে উঠোনে যাবো।

অনিদ্রাতাড়িত সময়ের বিছানায়

নতুন কোথাও এলে আমি ঘুমুতে পারি না
অপরিচিত রাতে—
অনিদ্রাতাড়িত হয়ে জেগে থাকি বিছানায়
অচেনা শব্দেরা সব ছুটে আসে ঝাঁকঝাঁক আরশোলা
য্যানো অনধিকার প্রবেশ আমার কোনো এলাকায়
আমি ঘুমুতে পারি না।

নিকোটিনে গাঢ় হয় ক্ষীন আঙুল দু'টি
স্নায়ুর মাঝে যেন পাগলা কুকুর এক
ইতস্তত ছুটে বেড়ায়। কামড়ায় যাকে ইচ্ছে তাকে
য্যানো পুরোনো ঢাকার বিয়েতে মাইকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলো, লেখা আমার কেন নিরব রবে?

হৃদয়ের সীমানায় আসি'
প্রেম যদি যায় ভাসি'
ব্যর্থ হাহাকারে,
স্মৃতি যদি লুটায় কাঁদি বিস্মৃতির দ্বারে।
বৃন্ত হারায় কুসুম সাঁঝে,
তাই গো পরান ব্যথায় বাজে।
তবু কুসুম হাসে কুঞ্জে ফাগুন আবির্ভাবে।
তবে আমার এ গান কেন নিরব রবে?

৪ঠা চৈত্র ১৩৭৮ লালবাগ

কাল-মৃত্যু

গুরু মেঘভার অবনী নিথর
ঘন তমসার কাজল বক্ষ,
একি ধীরে ধীরে উঠিতেছে ঘিরে
সংশয় সংক্ষুব্ধ আপনার অলক্ষ্যে!
দ্বিধা, ভীতি, ক্রোধ কম্পিত অভিশাপে,
জাগিয়া উঠিছে ক্ষুধিত মায়ের স্তনে—
একি বিষ জ্বালা মহা দুঃসহ তাপে!
যুগ যুগ হতে নিপীড়িত আত্মার ক্রন্দনে।

এ বায়ু আকাশ এই শ্যাম বনপথ,
মাধবী সন্ধ্যা, এই নদী প্রান্তরে,
একি উত্তপ্ত শ্বাস! বহিছে শ্লথ
মহা ইতিহাস; অভিশপ্ত অন্তরে।
জীর্ন ইতিহাসের ঝরে পড়া বানী
আজি মাগিছে আশ্রয় দুয়ারে,
শতবর্ষ ধরি এ মহাভার টানি,
ক্লান্ত বিবশ পদে পৌঁছিনু সাগরে।
তবু বিদীর্ন হাহাকারে ওঠে জাগি
ইতিহাসের কোন হতে একটি অবহেলিত ধ্বনি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ মাটির মধু পরশের বৃথা বাসনা মাগি,
যুগ যুগ ধরি' চলিয়াছে প্রহর গনি।

বিপ্লব আসি ছিল হুহুংকারে—
বিদ্রোহী সুর বাজায়ে মাদল তানে,
জাগ্রত চেতনা লয়েছে সকল আপনার অধিকারে,
মোর যত সুখ হারায়ে গিয়েছে বিস্মৃতির টানে।
সবে করি নিল ঠাই ঐশ্বর্য গুনে,
ইতিহাসের অধ্যায় জুড়ে স্বর্ন অক্ষরে।
আমার লাগিয়া রচি' গেলো স্রোত বানে
আপনার কাল-মৃত্যু অজ্ঞাত স্বাক্ষরে।

অভুক্ত

দিয়েছো একরাশ ক্ষুধা দাও নাই খাদ্য
পরিমান তার এত যে নগন্য!
তোমার পূজায় এ মন হবে কি মগ্ন—
যদি নাহি জোটে মোদের ক্ষুধার অন্ন?

এত যদি ছিল সাধ খেলিবার বাসনা,
কেন বৃথা তবে এই আনাগোনা এখানে?
কেন তবে সখা এ মিছে জাল বোনা—
ক্ষুধিত প্রাণের অসহ্য নিরব যাতনে!

এত অনীহা এত অবেহলা বঞ্চনা–
এত ক্রন্দন! রিক্ততার জ্বলন্ত সাগরে।
কেন বিষে বিষ ঢালি মিছে গঞ্জনা,
ঢাকিয়া সকল মানব চোখের আঁধারে।

যদি পেয়েছিনু একদিনে মোরা প্রান
পেরিয়ে অনেক বাধার কঠিন প্রাচীর।
আজি কি তাহার পেয়েছি প্রতিদান?
এখনও তো হায় কাটে নাই ঘোর নিশার তিমির!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এত তৃষা-জ্বালা সহিয়া পুড়িয়া,
নাহি সাধ আর গাহিবারে গান।
আজিকে সকল লেখনী ফেলিয়া
ছুটে যাই; যদি সুধা-ক্ষুধা দেয় পরিত্রান।

৯ই জৈষ্ঠ ১৩৭৯ লালবাগ

আজ তৃপ্তি

এ ব্যথার ক্রন্দন সখি, এতো শুধু মোর,
এ নহে কিছুই তোমার; এ বেদনা আঁখিলোর।
পথহারা হয়ে বিজন বনে;
চলা পথ খুঁজি পরান পনে,
রিক্ত হতাশে অক্লান্ত চলা; মরুঝঞ্ঝার ঘোর।
ওগো সে চলা তো শুধু মোর।।

ফিরে আসা মধুমিলন রাতে,
ঝরাকুসুমের কণ্ঠিকা হাতে,
প্রতীক্ষায় বসে থাকা বেলা
সখি সে তো শুধু মোর একেলার।

রজনীর ঘন ঘটা কুণ্ডলে কালি জটা
শ্রাবন প্লাবন অবিরল,
তটিনীর খরধারা মাঝি আজি পথহারা
উতলা তরঙ্গ জল।
বহে বায়ু স্মৃতি স্ম'রে, চাঁদনী বহুদূরে
পল্লবে জাগে কম্পন মধুর
মানস বীনার সুরে।

আঁখির চপল চাওয়া সহসা মিলায়ে,
অবিরল জল আসে আঁখিতট ছাপায়ে—
মধুরে মধুর ছবি বাসর খেলার।
সখি, সে জল শুধু মোর একেলার।।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিমান-অনুরোধ, অভিশাপ-ছলনা
এ নহে কিছুই মোর,
বেদনার হাহুতাশে শুধু বিরহ
অসহায় আঁখিলোর।

সব ফুল সব মায়া স্নেহ,
সকলি তোমার সুখ গেহ।
এই চাঁদ-মধু সাঁঝ, এই হাসি ছল লাজ
এ চাওয়া চপল তৃষা,
এ নিঝুম নিশি রাতি
এ বাসর এই স্মৃতি
এ নবীন আলোর দিশা
সকলি তোমার। প্রসাদ
ঢালিবে ঢাকিয়া নাদ।

কোনদিন কোন পথে,
কোন কালে কোন রথে
বিহার সমীরে ভাসিয়া যেতে,
সহসা ছাপিয়া আসে
আখিজল; নিশেষে
উৎসরি দিও তারে অভিসম্পাতে।
প্রানের আবেগে যদি না রুখিতে পারি,
বিস্মৃতি সুরে গাঁথিয়া রাখিব তারে।
এ পথ বাহিয়া মহা যুগ যুগ ধরি
মিশিয়া রহিবে তোমার আনন্দ
এ মোর বিরহী পরানে স্মরি।

এই বাসর এ লগন
আবার আসিবে বাসর রাতি
রহিবে না পাশে তুমি,
চাঁদ হাসিবে আনীল গগনে
শুধুই রবে না এ তিমি।
মালঞ্চ সুগন্ধি জুঁই হাসিবে বৃন্তে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাহুকের বুকে ডাহুকী পরানে
সুপ্তির কোলে নিশ্চিন্তে।
নির্ঝরিনী জলধারা বহিবে তেমন,
নীলাকাশ তেমনি রবে আছিল যেমন।
গাহিবে কুঞ্জশাখে বলাকার দল,
সরোজিনী সুহাসিনী নীর টলমল।
এমনি নিশিথ বেলা বাতায়নে বসি
রব চেয়ে দূর পানে।
দক্ষিনার বায়ু আসি
এলোমেলো কুন্তল দোলায়ে দিয়ে,
পাশ দিয়ে হেসে যাবে সঙ্গীত গেয়ে।
হৃদয়ের সুর বাঁশী আকুলিত তানে,
গাহিবে ব্যথাতুর সুর বেদনার গানে।
ঝরিবে বাসর রাতে নয়নের জল,
অভিমানে লুটাইবে বকুলের দল।
মোর হতে কত দূরে কত নদী পারে,
রহিবে তুমি ওগো কি মায়া লা'রে।
তোমার আমার মাঝে আসিয়া তাপসী,
রচিল বেড়াজাল আনন্দ নাশি'।
নিরবে দুটি ফুল ঝরে গেল পথে,
একান্তে বনছায়ে এ কাল-রথে।

৮ই চৈত্র ১৩৭৮ লালবাগ

কবি যাদু

কি যাদু জান কবি ভুলাইলে মোরে,
সঁপিনু সকল কিছু তোমার তরে!
ডাকো যবে আঁখিজলে রহিতে না পারি,
ছুটে যাই পাশে তব সব বাঁধা ছিঁড়ি।
তোমার হাতের পরশ মায়ার যাদুকাঠি,
অনিমেশ যত কিছু নিয়ে যায় লুটি,
নিশিথবেলায় মোদের নিরব কুজন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেরিছে নিরবে শুধু চাঁদ তারা বিটপী বিজন।
কি মধুর হাসি ঝরা মধুমাখা মুখ,
ছলভরা আঁখি তব মায়াভরা বুক।
ছল ছল চোখ দুটি কি মায়া জানে,
অনুক্ষন মোরে শুধু তোমা তরে টানে।
তোমার প্রথম পরশ সেদিন বাসর বন,
ভুলিব না আমি তব কবিতা– স্বপন।
যদি যাই চলে দূরে তোমারে ছেড়ে,
ভুলো না আমায় প্রিয় জীবনে মোরে।

৮চৈত্র ১৩৭৮ লালবাগ

কালের উপহার

উপহার যাহা দেয় কালের রানী,
জানিবে সকল তোমার মঙ্গল বাণী।
সহসা দুখের ভারে হৃদয় ভরে,
বুঝিবে হাসি আছে তাহার করে।
ঝরায় কুসুম যদি প্রভাতবেলা,
বুঝো না এ তাহার নির্মম খেলা,
তোমার সুখের লাগি এ বাসর গ'ড়ে,
দিয়েছে রূপ রস সুধায় ভরে।
মিলনের মাঝে যদি ক্ষনিক ব্যথা আসে,
এ তাহার মিলনেরে বড় ভালবেসে।
ক্ষনিক আঁধার শেষে আলোর ছোঁয়া
প্রিয়াকে আপন করে আরো কাছে পাওয়া,
তোমায় সুখ দিতে ব্যথা আনে তাই,
তোমার কল্যান ছাড়া কাম্য কিছুই নাই।

১০ চৈত্র ১৩৭৮ লালবাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানুষগুলো আজ আর ঘুমোবে না কেউ
অথচ এ শহরে তুমিই একমাত্র
শুঁয়ে আছো নিদ্রার বিছানায়।

৮.৯.৭৪

তোমার জন্য লিখি, তোমাকে লিখি না
আমি তোমাকে কবিতায় লিখি না
গানেও লিখি না
ক্যানো না আমার গান
আমার সকল কবিতা
তোমার জন্যই লেখা।

আমি তোমাকে কখনো স্বপ্নে দেখি না
কখনো ভাবিও না
ক্যানো না আমার ভাবনা
আমার সকল স্বপ্ন
তোমার জন্যই
একমাত্র তোমার জন্যই।

চাঁদ আকাশের জন্য ওঠে
অথবা আকাশ চাঁদের জন্য
এ-সব অনেক তর্কের ব্যাপার

আমি তোমার জন্য লিখি কিন্তু
তোমাকে কখনো লিখি না।

২.১০.৭৩

হৃদয়ের মতো টেলিপ্রিণ্টার

আমি সর্বক্ষন চিঠি লিখি তোমাকে
গোপন টেলিপ্রিণ্টার আছে
লেখার মতো কাগজ থাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্লিপ্তা

হৃদয়ের গহ্ন নীড়ে
নয়ন যমুনা তীরে
কোনদিন পেয়েছ কি মোরে,
মোর ছবিখানা
আঁকিয়াছ কি কভু স্বপন ঘোরে!
গাহিয়াছ কভু মোর গান
সহসা ব্যাকুল প্রানে
জাগিয়াছ নিশিথ বেলা,
আবেগে গাঁথিয়াছ কি মিলন মালা!
কোনদিন কোন চাঁদনী রাতে,
যবে হাসিয়াছে ধরনী আলোক সাথে,
একেলা নিরজনে অনুক্ষন আনমনে
ভাবিয়াছ কি মোর কথা,
উচ্ছল হয়েছে কি পুঞ্জিত ব্যথা
মরম সরসী নীরে
মানসী নলিনী ঘিরে
হাসিয়াছে শিশির সুকুর,
যমুনার হিল্লোলে সলিল কল্লোলে
স্মৃতিবীনা সুমধুর।
কভু কি কোন ক্লান্ত গোধূলি শেষে,
জানিয়েছ সান্ত্বনা হেসে?
কভু কি মুছায়েছ আঁখিজল?
পরায়েছ কণ্ঠে ফুল; অবশেষ যার ভুল
ঝরা শিশিরে বনতল।
আমি কি তোমার সেই পথিক কবি,
আঁকিয়াছে হৃদে যেগো স্বপন ছবি?
কুয়াশার ছলনায়
সহিছে সবি ওগো নিরব ব্যথায়।

কত ছল আঁখিজল, কত ফুল দল
কতো সরসী নির্মল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসিয়া ঝরিয়া গিয়াছে কাঁদিয়া,
ফাগুন ফিরিয়া গেছে বৃথা সুর সাধিয়া।
পরাতে পারিনি মালা
কণ্ঠে তাদের হেসে,
তুমি কাঁদিয়াছ মোরে ভালবেসে।
জ্বালায়ে লয়েছ বুকে অনল পাষান, .
শ্যামল শোভা ভরা জীবনের তীর
হয়েছে মরুময় শ্মশান।

প্রদীপশিখায় সঁপিয়া আপনি
অঙ্গার হয়ে শেষে,
তুমি পুড়িয়াছ মোরে ভালবেসে।
তোমার দগ্ধ হৃদয়
সকল হারান ব্যথায়
জ্বলিছে অনুক্ষন ধরি,
ব্যথার কল্লোলমালা
কাঁদিছে তোমায় ঘিরি।

আমি তোমায় পারিনি কিছুই দিতে,
বুকের গহনে বাঁধিয়া নিতে।
ক্ষমা করো সখি মোরে,
প্রার্থনা মোর রেখে গেনু তব দ্বারে।
উজ্জল করি সাজায়ে পরিপাটি
নাহি প্রয়োজন এ মোর বাটি
রূপরসে মাধুরী ভরাবার।
দুরন্ত আমার মুক্ত পারাবার।
তটিনীর তীরে বসি কোন দিন,
বিস্মৃতি মাঝে ডুবে যেতে লীন—
মোর গানের প্রসাধ স্ম'রে
কেঁদো না। ভুলে যেও মোরে
চির জনমের তরে।

২ রা বৈশাখ ১৩৭৯ লালবাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোছায়া

পশ্চাতে কাঁদে মোর ভীরু ভালবাসা,
সম্মুখে ডাকিছে ঐ নতুন আশা।
ঝংকার সুর রেশ মিলায়ে যেতে,
চাহিছে হৃদয়ে তারে লইতে গেঁথে।
নতুন কুসুমকলি কর ইশারায়,
তাহার মাঝে আজি বাঁধিবারে চায়।
কাহারে বাধিব প্রানে?
যে হাসে সেই আসে ভেসে যায় বানে।
কাঁহার লাগিয়া রচি বাসা এইখানে,
কিছুই রহে না এই আর্শি মনে।
চলো সম্মুখে চেওনা ফিরিয়া পিছে,
অতীত যাহা তা সকলি মিছে,
অতীত বৃন্ত রচে বর্তমান ফুল,
ভবিষ্যৎ দাঁড়ায়ে দুয়ারে গাঁথিছে গো ভুল।
নহে ভুল— ফুল হয়ে ম্লান লয়ে
হৃদয়ে বাঁধিবে বাসা,
নতুন আসিছে লয়ে স্বপন আশা।
ভুল যাহা— ভুলই যাহা
ফুল তাহা কভু নয়,
বনতলে ঝরা যাহা
বুনো পথে রয়।
ফুল হাসে ভুল লয়ে
ঝরে যায় তাই,
অতীতের মাঝে আমি লুটাইতে চাই।
অতীত বাঁধিয়া পাশে
যে জন মধুরে হাসে
সমুখে ডাকে তারে কালো যমুনা,
ব্যর্থ কূজনে রবে আশা কামনা।
অতীত যাহা থাক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাসিয়া যাহা যাক
সমুখে বাড়াও বাহু,

আশার তরনী বেয়ে
কালের সাগর ছেঁয়ে
ওপারের তীরে,
ভাসাও শালতি নদে ধীরে।

পেছনে কাঁদিবে মায়া,
ডাকিবে শ্যাম বনছায়া,
তবু ছাড় নাওখানি,
উজান স্রোতধারা সজোরে টানি।
অতীত বুকে লয়ে
সমুখের গীতি গেয়ে
বীনা বাঁধ সুরে,
এ ধারা রচিয়া গেছে তটিনীর তীরে।

২ রা বৈশাখ ১৩৭৯ লালবাগ

AMARBOI.COM

মন–মানসী

এ ফুল যাবে গো ঝরে,
এ মালা যাবে গো ছিঁড়ে।
সাঁঝের এ প্রদীপ যাবে নিভে
তবু তুমি আমারি রবে।
এ পথিক যাবে চলে,
এ পান্থে কুটির ফেলে।
আশার স্বপন অস্তাচলে যাবে,
তবু তুমি আমারি রবে।।

এ চাঁদ রবে না গগনে,
এ ঘ্রান ছড়াবে নাহি পবনে।
বাসর রজনী বিস্মৃতি মাগিয়াঁ লবে,
তবু তুমি আমারি রবে।।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ চলা মোদের হবে গো শেষ,
রহিবে না এ মায়া কুসুম বেশ।
নতুন পুষ্প মাতিবে নতুন সৌরভে,
তবু মানসী তুমি আমারি রবে।।

যেখানে রহিবে ওগো যে ফুলের বনে,
যে মায়া বাঁধিবে আসি যে মধুর ক্ষনে।
কণ্ঠে শোভিবে যে হার যে বাসরঘরে,
যে ফুল হাসিবে ওগো কবরী পরে।
আমার সকলি ওগো ভাবিও সেথায়
যে আশা ঝরে গেছে রাতের ছোঁয়ায়
সকলি ভাবিও মোর
যে বেদনা আঁখিলোর
সবি মোর উপহার,
কিছুই ছিল না প্রাপ্য তোমার।
তুমি চেয়েছিলে আনন্দমেলায়
অস্তগোধুলি সাঁঝের বেলায়
গন্ধ হানার ঘ্রান,

তুমি চেয়েছিলে সঙ্গীতমাখা প্রান।
আমার সাথের ভাসিয়া তুমি
হৃদয়ে লয়েছ সব,
তোমার মিলন সুখের বীনায়,
জেগে আছে ব্যথা রব।
আমার ব্যথায় তুমি জেগে রবে
তোমার সুখে বাঁধিয়া লবে
আপন করিয়া মোরে,
তোমার ব্যথার সকল কুসুম
দাও মোর প্রানে ভরে।
সে ফুলের মালা তোমার আমার
বিরহের সুর হয়ে,
চির জনমের বাঁশরীর তালে,
এ জীবনে রবে ছেয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকলি নিঃশেষ হোক,
সব ব্যথা প্রানে রোক
সব আশা ঝরে যাক আঁধারে নিরবে,
তবু তুমি আঁখিজলে মোর
চিরদিন জেগে রবে।

১২ বৈশাখ ১৩৭৯ লালবাগ

মালা বদল

সেদিন এসেছিল বাসরবেলা
হয়নি বদল মালা,
ফুটেছিল ফুল সৌরভ ঢালি
রচেনি বরন ডালা।
মোদের বরনে হাসিয়াছিল
রাঙা গোলাপ ফুলে,
হয়ত তোমার ললাটের টিপ
ওঠেনি আলোয় জ্বলে।
লওনি আঁচলে ঢাকিয়া লাজুক আঁখি,
ওঠেনি কুঞ্জে গাহিয়া কোয়েলি ডাকি।
তবুও মোদের বাসর হেসেছে
মাল্য দামে আজি,
মোদের জীবন বন্দনমালা
আজিকে উঠিল সাজি।
এ মালা যাবে ঝরে
নিরবে শুকায়ে হায়,
তবু সে বাঁধন অম্লান রবে
হৃদয়ে বেঁধেছি যায়।
যত দিন বয়ে যাক কালস্রোত ধরি
যত ছবি মিশে যাক বিস্মৃতি স্মরি।
যত ব্যথা স্মৃতি হোক
যত সুখ ঝরে রোক
জীবন ছোঁয়ায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার হাসি-অশ্রু
রহিবে আনন্দ ব্যথায়
আমার হৃদয়ে চিরদিন।
বেজে ওঠে সহসা যদি বিদায়ের বীন।

আঁখিভরা জল নিয়ে যদি যাই চলে,
জলের কনিকাগুলো মিশায়ে কাজলে
বেঁধে রেখো মর্মর পত্রপল্লবে।
মোর হাসিটুকু মিলাবে যবে

বনানীর প্রান্ত সীমানার পারে,
কুসুম সৌরভটুকু তার রাখিও ধরে।
স্মৃতির অতল গহনে নয়—
নহে তা চোখের জলে,
রাখিও বাঁধিয়া তায় হৃদয় তলে।
জানিবে না কেহ কোনদিন
বুঝিবে না কেহ তার ভাষা,
নিরবে সকলি থাক
মোদের যত আশা।
তুমি জাগো আমি জাগি
এ বন্ধন রবে জেগে,
ফুল্ল যূথিকা অম্লান হেসে
আঁখিপাতে অনুরাগে।

AMARBOI.COM

মায়াডোর

এসো এসো বাঁধো বাসা নীড়ভাঙা দুটি প্রানে,
এসো গাহি গান নিরবে নিরজনে।
এ গানের আছে ভাষা নেই সুরধ্বনি,
মহান করিব মোরা হৃদয়ের সুধা আনি।
যে ছবি আঁকা আছে রংহারা হয়ে,
যে নদী হারাপথ বুনো পথ বেয়ে।
এসো মোর প্রানে এসো সব
আবার বাঁধিব ঘর,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাতের আঁধারে হাসিয়াছে নবীন উষার কর।
বিরহীর প্রানে আকিয়াছে চাঁদ আনন্দ মিলন রেখা,
সকল স্মৃতি থাক হৃদয় মানসে আঁকা।
সব ভুলে এসো সখা বাঁধির খেলার ঘর,
সব থাক অলক্ষে কে আপন–পর।
হারিয়ে যাবার দেশে মায়াডোর যাবে কেঁদে
স্মৃতি বৃথাই রহিবে বীনা স্বরলিপি সেধে।
সব কিছু থাক, এসো তোমাতে আমায়,
বন্ধন রচি এক–এ কালের চলায়।

১৩ বৈশাখ ১৩৭৯ লালবাগ

হিসাব লিপি

সব ভাষা মোর মূক হয়ে গেছে ঝরা বকুলের মত,
হঠাৎ করিয়া থামিয়া গিয়াছে জীবনের গান যত।
মুক্ত বিহঙ্গ নীলাম্বরে সায়কের বিষ পিয়ে,
সব সাধ তার নিশ্চল হয়ে নিতে গেছে তৃষা লয়ে।
নিয়তি যাহার ছলনায় কাঁদে, বাসর যাহার কাঁদে,
সান্ত্বনা তার কোথায় বলো কিসের স্বপন স্বাদে।
আঁখি জল যার নিঃশেষ আজি সম্বল কিবা তার,
সব ফুল মোর কাঁটা হয়ে আছে কেমনে পরিব হার।
এই আঁখি মোর পথ চেয়ে রয় ফাগুনের তৃষা লয়ে
যেতে যেতে যদি ফিরিয়া আসে আমার এপথ বেয়ে।
কবে কোথা কেবা ক্ষীন আশা লয়ে তুলিয়া দিয়েছে ফুল,
আজিকে হেরিনু সকলি যে তারি ভুল।
জানি না কবে চাহিবারে কি চেয়েছি তোমার কাছে,
কি দিতে মোরে সেদিনের চাওয়া কিবা দিয়ে গেছে!
পেয়েছি কি আর পাইনি কিবা হিসাবের লিপি আজি
ভ্রূকুটিয়া হাসে বেদনার ব্যথারাজি।
হিসাবের পাতা ভরিয়া গিয়াছে অনেক বিরহ ভুলে
অনেক মুকুতা হারায়ে শেষে ঝিনুক লয়েছি তুলে।
কিবা মোর আছে আর—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সবি তো হয়েছে সার,
যত গান যত ছন্দ সুর; শেষ হয়ে গেছে,
শুধু হিসাবের লিপি মোর
নিরবে লিখিয়া নিছে।

১৫ বৈশাখ ১৩৭৯ লালবাগ

প্রেয়সী

"একি বেশে আজি আসিয়াছ সাজি
মিলন নিশিথ রাতে।
কেন আঁখিজল করিছে টলমল
কাজল নয়ন পাতে।
সখি, কেন ও চপল নয়ন
ব্যথাতুরা উদাসী,
কেন সুকোমল মুখ পরি রহিয়াছে ঘিরে
শরতের ঘন মেঘদল আসি?
চাহ মোর পানে, জানো সুষমা সুরভি প্রানে
এ রাতি কেন যাবে ফিরে,
দেখ চাঁদ যেতে যেতে অস্ত, অচল পথে
চাঁদনী মাখিছে দীঘির নীরে।
কেমন এ শান্ত সমির।
প্রানের গোপন বৃন্তে ফোটাইছে কলি,
শ্রান্ত কুয়াশা চুম্বন ঢালি
ভিজায়ে দিয়েছে মল্লিকা ফুলগুলি।
রাতের ডাহুকী ক্ষনকাল ধরি
ডাকিয়া মধুর রবে,
তোমার আমার মিলন বারতা
শুধাইছে একান্ত নিরবে।
তোমার আপন ছবি ভাসিয়া উঠেছে
আকাশ আর্শি 'পরে,
একাদশী চাঁদ বিদায় চুমেছে
অভিমানী মান করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁখিতে আঁখি মিশায়ে গো দেখো
কি সুধা জাগিছে পরানে,
কি উপহার তোমার লাগিয়া
জমা রহিয়াছে গোপনে।"
"সখা তোমাতে আমাতে আর
নাহি হবে দেখা,
মোদের সকল নিরব স্বপন
শুধু মিছে হলো আঁকা।
মোর যত গান রচেছিলে তুমি
তোমার ছন্দ সুরে,
লহ সখা সকলি তোমার,
মোর যাহা দাও ফিরায়ে মোরে।
তোমার হৃদয়ে মোর যে ছবি
আঁকিয়াছ রঙ্গে রূপে,
সবি তার ওগো দিও বিসর্জন
সন্ধ্যাবরন ধুপে।
আমি তোমারি হয়ে এসেছিনু একদিন
আজিকে চলিনু ফিরিয়া,
আপনি সাধিয়া বেঁধেছিনু মালায়
আপনি দিলাম ছিঁড়িয়া
ডেকেছিনু পাশে, বেঁধেছিনু
দিয়েছিনু গলে মালা,
তুমি হেসেছিলে, নিরব ব্যথায়
আমি কেঁদেছিনু একেলা।
সখা, তুমি তো পাওনি ব্যথা
সকল বেদনা রোদন মোর,
আমি পুড়িয়াছি, আমি মরিয়াছি
সে মোর আঁখিলোর।"
"কেমনে কহিছ সখি!
হৃদয় বেদনায় ঢাকি ভুলিয়া থাকি তোমা,
এতদিন ধরে তুমি মরিয়াছ পুড়ে
মোর প্রানে ছিল সবি জমা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কহিও না আর তোমারে ভুলিবার,
মুছিবারে এ স্বপন মোর,
যে মালা গাঁথিয়াছ যতবার আসিয়াছ
আমি তো রুধিনি কভু দ্বার।
রহিয়াছি সারাক্ষন পথ চাহি, আনমন
নিঝুম নিশিথ জাগি,
স্বপন আবেগে মধুর সোহাগে
তোমার সান্নিধ্য মাগি।
কেমনে ভুলিব সখি, যে ছবি লয়েছি আঁকি
হৃদয় গহন পটে,
গাগরি ভরিতে জলে চলিয়াছ দুলে দুলে
শাপলা দীঘির ঘাটে।
ছায়া সরু পথ ধরি এ কি রূপ মরি মরি।
অঞ্চল উড়াইছে দক্ষিনা সমির,
দিনের অন্ত রবি করিয়া নিঝুম সবি
ঘিরিয়াছে পথবাঁক কাজল তিমির।
জোনাকীর ঘুম চোরা লোচন পাগল পারা,
উড়িয়া মাতিয়া সাজাইছে বন,
তোমার মধুময়ী ছবি হেরিয়া মরম কবি
ছন্দে ভরিছে মন।
এসেছিলে পাশে বসেছিলে হেসে
সেদিন সন্ধ্যামাধবী রাগে,
দিয়েছিলে ভরে এ হৃদয়, মোরে
বেঁধেছিলে লাজ-অনুরাগে।
তারপর সখি আসিয়াছে সাজি
বন বাসরের রাতি,
নিশিথ বিজনে হৃদয় কাননে
জাগিয়া প্রানের জ্যোতি।
তুমি কণ্ঠে আমার দিয়েছ পরায়ে
বদল মালার হার,
আমি দিয়েছিনু হৃদয় ভরিয়া
বেদনার আঁখি ধার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোদের এই ভালবাসা, এই জানাজানি
এ হৃদয় বিনিময়,
চিরদিন কিগো জাগিয়া রহিবে
নিশিথ জাগার ব্যথায়।"
"কেন এত প্রেম আজিকে তোমার
কেন এত বন্ধন মায়া?
যবে চাহিয়াছিনু তোমার পরশে
প্রানের সোহাগ ছায়া।
তখন কেন গো মিছে ছল করে
রহিয়াছিলে নিরবে দূরে
কেন গো বাঁধনি বীনা তার সুরে,
কেন গো দেখনি হৃদয় চাহিছে কারে?
কেন সখা আসি কহ নাই ডাকি
তুমি মোর—আমি তোমারি,
কেন দূর হতে বাসিয়া ভাল
কেন ঝরায়েছ নয়ন বারি?"
বুঝিনি কখন সখি তোমায়
বাসিয়াছি এত ভালো,
কখন সখি এ প্রাণ জুড়িয়া তুমি
দিয়েছ ভরিয়া আলো!
কখন আমার সব স্নেহ প্রেম
উৎসারিয়াছি তোমার লাগিয়া,
কখন আমার হৃদয় মরু
শ্যামলে উঠেছে ভরিয়া!
কখন আমাতে হাসিতে খেলিতে
তুমি যে গিয়েছ হারিয়ে,
দিয়েছ কখন সব সুধা তব
নিশিথে মাধুরী সাজায়ে।"
"দূর হতে দেখেছিনু সুকোমল সুরভি ভরা
একটি মনোহর ফুল, সন্ধ্যা পুরবে
উদিয়াছিল সন্ধ্যা তারা!
ভাবিয়াছি কত রাতি আনিয়াছি কত গাঁথি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃদয়ের রঙে রাঙায়ে,
আমার গোপন বাসনা সঁপিতে তোমার পায়ে।
তবু হয় নাই মোর পূরন সে সাধ
দ্বিধা সংকোচ-লাজ-ভয়ে,
পারিনি বাঁচিতে আপনি
সে মালা তোমারে তুলিয়া দিয়ে।
কতবার গেছি তোমার দ্বারে,
নব কত শত ছল অভিসারে,
সব লাজ সংকোচ রাখিয়া দূরে,
তবু পারি নাই কহিবারে।
তোমার আঁখির পানে চাহিয়াছি যতবার
হয়ে গেছি সখা মূক,
কি এক আবেগ পুলকে মাতিয়া
কাঁপিয়া উঠেছে বুক।
মোর চঞ্চল আঁখিপাতে
এত লাজ ভয় আসি
বাঁধিয়াছে যবে জানিয়াছি সখা
আমি তোমারে যে ভালবাসি।"
"সখি, কেন তবে তোমাতে আমাতে এই গান গাওয়া,
মিছে হয়ে যাবে মোর এ পথ চাওয়া!
কেন তবে এতদিন ছিনু মিছে
ছলনার আশা লয়ে,
কেন সখা বেঁধেছিলে যদি যাবে
হৃদয়ে ব্যথা দিয়ে?
কি ছিল প্রয়োজন তবে
এ বাসর বদল মালার,
কেন তবে গেঁথেছিনু নিশিথে
স্বপনের মনিহার!
সুখের বাসরে রহিবে তারা হয়ে জ্বলি
তাই মোর বুনো কবিতার
নাই কোন মূল্য সখি
তোমার নিকটে আর।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"নহে প্রান, সুখ মোর কোথা বল,
চির দিন এ-তো হয়ে রবে আঁখিজল।
কোথা আছে এমন সুখ
যাহা তুমি দিয়েছ মোরে,
এতো সাধ মোর সখা
ছাড়িয়া যাইতে তোমারে!
এত সাধনার, এত বেদনার
এ মোর সাধের নয়নমনি,
কত কাল ছিনু পথ চাহি তোমা
কত দিন গেছি গুনি
প্রানে প্রানে যারে এতদিন ধরে
ফিরেছিনু খুঁজি খুঁজি,
পেয়েছিনু তারে বেঁধেছিনু তারে
বিদায় দিতেছি আজি!
একি মোর সাধ, শান্তি আমার
একি মোর তৃপ্তি বল?
সযতনে প্রানে যাহার লাগিয়া
গেঁথেছিনু ওগো সুখের কমল!
কি ব্যথা লাগে প্রাণে বুঝিবে কেমনে
সখা, তুমি তার ভাষা,
তোমার লাগিয়া এতকাল মোর
জমে ছিল সব ভালবাসা
সকলি দিয়েছি তোমা, মোর
সব প্রেম, সব ফুলদল,
রাখিয়াছি শুধু আপনার লাগি
বেদনা নয়ন জল।"
"এ মোদের চাওয়া সখি নাহি হল পাওয়া,
শুধু রয়ে গেল বিধুর বেদনা
দুইটি হৃদয় ভরিয়া।"
"সখা যেথা যাই যতদূরে,
যেথা দুঃখ-সুখ পুরে
চিরদিন রহিব তোমার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি জানিবে, আমি জানিব
এ প্রেম শুধু তোমার আমার।"

৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯ লালবাগ

শান্তিপূর্ন সহ অবস্থান

(অন্তরঙ্গ অগ্রজ ফজল-এ খোদাকে)

চারিদিকে ক্ষুধার্ত জল ক্রমবর্ধমান
মাটির গ্রীবায় নেমেছে কঠিন আবহাওয়া
খরা দাও ঈশ্বর খরা দাও
প্লাবিত হৃদয় জলের গভীরতায় জল—
বন্যার প্রতিবেশী হয়ে থাকবো কতো
খরাহীন নিরুত্তাপ বসন্তে একাকী
নিজস্ব পরিকল্পনাধীন প্রকল্পে
এক রকম উদ্বিগ্নে ছিলাম বহুকাল।
জল শত্রু হলো খরাও অচেনা
নিজেকে ছিঁড়খুড়ে বিবস্ত্র কোরে
একবার দেখে নিতে চাই—নিজেকেই
রক্তে বিবিধ কনিকার শান্তিপূর্ন সহ অবস্থান।

কালো ধোঁয়া

অশান্ত কালো ধোঁয়ায় পৃথিবী
হঠাৎ করে ঢেকে গেছে—ছেয়ে গেছে।
স্বপ্নমাখা উজ্জ্বল আলোয় দিনের রবি
হারিয়ে গেছে দৃষ্টিসীমার ধূসর মেখে।
যন্ত্রগুলো আকুলভাবে
চিৎকার ক'রে ভাঙে মিনার স্বপ্নসৌধ,
ক্ষুব্ধ পাষান ভীষন রবে
থরথর কাঁপে কিসের যন্ত্রনায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাখিগুলোর বাঁশী যে আর
ভোর হলে যে ঘুম ভাঙ্গায় না,
নদী বুঝি স্তব্ধ আজ; নীরব তাহার
জল ছল ছল নূপুরধ্বনি চমৎকার।
কালো ধোঁয়া অশান্ত সব
করে দিলো— নীড়ের নিদ্রা, পাখির বাঁশী,
হায়না গুলো তীক্ষ্ণ নখে
ছিঁড়ে নিলো শান্ত বুকের মিষ্টি হাসি।
কালো ধোঁয়া— কেড়ে নিলো
খেয়ার মাঝির বুকের মানিক,
সিঁথির সিঁদুর মুছে দিলো
অঙ্গন বৌএর রাঙা ভালেয়।
কালো ধোঁয়া চুষে খেল
বুকের শীতল লাল রক্ত,
পথের 'পরে লাশের পাহাড়
সৃষ্টি হলো, শবের মিছিল
পথে পথে নদীর জলে।
কালো ধোঁয়া বুকের মাঝে
করলো ক্ষত বেয়োনেটের সুতীক্ষ্ণতায়,
শিকল ভাঙ্গার অবৈধ গান
হৃদ্‌পিণ্ডের সতেজতা; গুড়িয়ে দিলো
আগুন মাখা বুলেট ছুঁড়ে।

AMARBOI.COM

আমার গোপন ধর্ষনে

সে আমার গোপন প্রেমিকা
সে আসে হিমেল রাত্রের চাঁদে
অথবা নিবিড় রাত্রির অন্ধকারে
একেবারে আমার বুকের প্রচণ্ড নিকটে।

বাসরের বন্ধনে তাকে কোনদিন বাঁধিনি
অথচ দেখেছি তাকে নির্ভেজাল
সম্পূর্ন মনের আপন আঙ্গিনায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তার লাল ঠোঁটে চুমু খাই
ছিঁড়ে ফেলি অতিদ্রুত ব্রেসিয়ার এবং কালো ফিতে
উদোম স্ফীত নরোম স্তন দুটি
দুহাতে আদর করি মৃদু পেষনে
বিলোল তলপেটে হাত রাখি অপূর্ব শিহরনে
অথচ বাধা তার পাইনি কোনদিন।

সে আরো গভীর হয়ে মিশে যায়
আমার গোপন হৃদ্‌পিণ্ডের মাঝে।
আমার কল্পনার উত্তেজিত যৌনাঙ্গ
দৃঢ় হয়ে প্রবেশ করে নরম যোনিদেশে
অদ্‌ভুত আনন্দে আমি পুলকিত হই।

তারপর সহসা জন্ম নেয় আশ্চর্য
সুন্দর এক একটি কবিতার সন্তান।
পরিচয় শুধু তারা পায় আমিই
একমাত্র পিতা তার— কিন্তু অবৈধ মা
কোনদিন আসেনি প্রকাশ্যের সূর্যে।
হয়নি কখনো অত্যধিক রক্তস্রাব
অযথা বহুবার আনন্দ বর্ষনে।

তবু সে আমার গোপন প্রেমিকা
যাকে আমি বার বার করেছি ধর্ষন
অনেকগুলো সন্তানের প্রত্যাশায়।

AMARBOI.COM

আমিই ব্যতিক্রম একমাত্র

আমিই সৃষ্টির মাঝে একমাত্র ব্যতিক্রম;
যা কিছু সৃষ্টি ছাড়া সবি তা আমার সৃষ্টি।
আমি প্রাসাদের আজীবন ব্লাডপ্রেসার,
এবং মর্টারের মরনমুখী যক্ষা;
তাই সাথী খুঁজে পাইনি চলন্ত স্টীমারে।

আমি ঠিকানাহীন পতিতার জারজ সন্তান—
হয়তো মা বলে ভাবি তাই পৃথিবীটাকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন না তোমাদের মা শুধু আপনারই।
হয়ত শতাব্দীর পিতৃহীন যীশু আমিও
কিন্তু তোমাদের স্থূল অভিধানে অশুদ্ধ তা।

আমিই ব্যতিক্রম একমাত্র— এখানেই
কেননা আভিজাত্যের মুখোশে দিয়েছি লাগিয়ে
চলন্ততার দ্রাবিড় কালো আগুন, এবং যা
পুড়বে বিক্ষিপ্ত লাল লাল চক্র আকারে।

আমিই ড্রেনে কুড়িয়ে পাওয়া ফুটো পয়সা;
এবং ডিনারের উচ্ছিষ্ট শেষ খাবারটুকু
বোন প্লেটের। আমিও এমনি পিষ্ট নির্দয়
ট্রামের তলার ক্ষুদ্র সবুজ বালকটি।

আমিই ব্যতিক্রম এখানে একমাত্র
কোথাও ভ্রূক্ষেপ নেই বিন্দু, ক্ষ্যাপা চৈত্রের
উন্মাদ ঘোড়ার মতো, সখেদে কখনো
উড়াই সোনালি কেশর প্রচুর বাতাসে।
রাত্রির গাঢ় বুকে পায় পায় হেঁটে যাই
স্পর্শ করি গোলাপের নিভাঁজ গোপন অংগ,
অথবা নিশ্চিন্তে চুমো খাই সোঁদোলে ঘাসে।

সিঁড়ি ভেঙে উঠে যাই সব চেয়ে উপরে;
যেখানে আকাশ অসীম, বলাকারা নিশ্চুপ—
ঈশ্বরের ভক্ত দূতরা বিচরে যেখানে
আমিও চলে যাই। দেখি সহস্র পতিতার
বাহুগ্রাসে অন্ধ ঈশ্বর; অথচ কেমন করে
আজ তোমায় প্রনাম করব আমি।

তোমার মাতৃত্ব

আমার ধূসর আকাশে তুমি বাসা বাঁধবে?
কল্পনার রাজহাঁস হয়ে!
কিম্বা পিয়ালের বনে
অসংখ্য বুনো পাতার মাঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি শ্বেত শুভ্র ফুল হয়ে
বিক্ষিপ্ত পথে পা ফেলতে ফেলতে
আজ তুমি বিষন্ন ক্লান্ত,
নুড়ির আঘাতে তোমার অলরা পা দিয়ে
সিঁদুরের মত রক্ত ঝরে।
আকাশ হতে সেই কতদিন
বৃষ্টির চুমোরা আসে না;
চাতক চোখের দৃষ্টিকোন বেয়ে
অঝোরে অশ্রু ঝরে—
তুমিও কি কাঁদো?
বুনো কপোতীর মত নিঝুম রাতে।
সায়াহ্নের কালো কাকগুলো
দুটি পাখায় গান বয়ে আনে,
সন্ধ্যা আরতি শুধু তোমাকেই দিতে
বিথর তটিনীতটে দাঁড়াই একা।
কতটুকু দিয়েছি যুগযুগ হতে
ভাবিনি, পেয়েছি কতটুকু
তাই নিয়ে দুঃখ সুখ।
রাত্রির কণাগুলো বরষার মত
এন্ত মেঘলার পরশ দিয়ে
ঝরে ঝরে পড়ে—
বনানী, শাখা, ফুলে, মাঠে
কিম্বা রাখালের ঝাউ বনে।
আরো নিবিড় ওষ্ঠের তপ্ততা
আমি পাই আমার শিয়রে।
ক্লান্ত কতগুলি সুন্দর পাখি
উড়ে উড়ে নেচে নেচে
তাদের সুবর্ণ পাখার চকমকি
আর অঙ্গের কসরৎ দেখিয়ে
বসে পড়ে আমার আঁখির পাতায়।
তখন তোমাকে ছাড়া আর কাউকেই
মালা দিতে পারি না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম বাসর রাতের।
এখন শুধু তুমি,
চারি পাশে আর কেউ নেই,
রাত্রির অরন্যতা অতি প্রখর
যেন পাখায় পাখায় লেপ্‌টে আছে।
রাত জাগা পাখির চোখে ঘুম,
হাসনু আমার শাড়ি খসে পড়েছে।
হালকা ধূসর মেঘের আঁচল
নক্ষত্রের আলপনা এঁকেছে।
আজ একাদশী দ্বিপহরেই তাই
চাঁদটা খসে পড়েছে,
বহুদূরে উঁচু শিমুল গাছটার
বুকের মাঝখানে।
দু'চারটা শিশিরের জোনাকী
উড়ে যাবার সময় তোমার
অলিয়ে পড়া চুল গুলোর
রামধনু এঁকে যায়।
এখন শুধু তুমি কাজির মত
একাগু আপন।

তোমার শীতল বুকে চুমু দিয়ে
শুষে নেই সবটুকু সুধা,
আদি মাটির গন্ধে আমার আদিম
ক্ষুধার্ত হৃদয়টা জেগে ওঠে।
আমি নিকট আপন।
দেখি জোছনারাতের চেয়ে
তোমার স্নেহের পরশটুকু।
আরো প্রখর উজ্জ্বল।
হাসনু হানার গন্ধের চেয়ে
তোমার বুকে ঘর্মাক্ত
সেঁদেল শব্দ আমার ভাল লাগে না,
নিশ্চুপ দুপুরে স্রোতোর পাশে
সুগন্ধ হয়ে শুনি তার গান।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুমারীর মত মিষ্টি হাসলে
তোমার একটুও ভাল লাগে না,
যৌবনের সোপনে তুমি তো
অনেক আগে পা দিয়েছে,
এখন স্তনে দুগ্ধ এসেছে
জঠরের সন্তান কেঁদে ওঠে
ভুমিষ্ঠেরা চারি পাশে বুভুক্ষু
বস্তুনবৃন্ত তুলে ধরো সুখে,
নয়ত তোমার মাতৃত্বের অবসান।

তোমার বুকে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে
যখন অঘোরে ঘুমাব
তখন তুমি ধীরে ধীরে ব'লো,
তোমার বিগত যৌবনের কথা।

রক্ততৃষ্ণা

হে আদি অধীশ্বর—
তোমার স্বৈরাচারী ইচ্ছায়
আমাদের কুশপুত্তলিকার মত
যুগ যুগান্ত ধরে নাচিয়েছ।
কি দম্ভ তোমার তুমি স্রষ্টা!
তোমার অন্যায়ের বিচার নেই;
তোমার পাপ নেই;
তুমি পুন্যের জহরত-এ গড়া!
এতদিন চোখের সম্মুখে
বিষ দিয়ে বলেছ অমৃত—
মাথায় বজ্রের বান হেনে
বলেছ এ তোমার প্রাপ্য!
আমার হৃদয়পদ্মটা দলে পিষে
শুধেয়েছ এ তোমার আপন কর্ম!

—কিন্তু দাবার গুটি তোমার
অলক্ষ্যেই নিজের কিস্তিতে আঘাত হেনেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি বুঝতেই পারোনি তোমার অজান্তে
তোমারই দেওয়া বিষ পান করে
আজ আমরা প্রত্যেকে নীলকণ্ঠ।
তোমার সৃষ্টির অসাবধানতায়
আজ আমরা প্রত্যেকে স্রষ্টা!
সহস্র বৎসর ধরে অগ্নিদাহনে
আজ আমরাই কাল দাবানল!
আমার রক্ত শুষে তুমি হয়েছ ঈশ্বর—
আমি স্রষ্টার সাথে সর্বক্ষন
দ্বন্দ্বে মত্ত, সংগ্রাম শুরু তাই—
ক্ষমা নেই ঈশ্বর তোমার;
তোমার বুকের রক্ত পান করবই—

বৃথা রক্ত

আজ শ্মশানে করুন কান্না,
নির্জন কবরের পাশে আর্তনাদ,
ক্ষুব্ধ ব্যথাহত সদ্যযৌবনা কুমারী;
মা, আত্মহত্যা করেও কাঁদে!
অসংখ্য আত্মা ক্রন্দনরত, ধিক্কারে
ছিঁড়ে ফেলতে চায় স্বাধীন সংসার,
তাদের বুকের রক্তে পা ভিজিয়ে
আনন্দে ভোজে মত্ত বিশ্রী খেঁকি কুকুর!
অবরুদ্ধ ক্রোধে অসহায়—
পাতাগুলো কেঁপে কেঁপে ওঠে
অপ্রকাশ্য নির্মম বেদনায়,
নিরবে আর্তনাদ করে সোনালি ধানক্ষেত।
আমরা নির্বোধ।
মাটির জন্য আমরা কাঁদি—
মাকে পারি না প্রকৃত ভালবাসতে!
একবুক রক্ত ঢেলে দিয়েছি
সবুজ সেঁদেল মাটির উপর,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে জন্ম নিয়েছে
রক্তাক্ত তাজা সূর্যমুখী,

কিন্তু—
নিভৃতে ঝরে গেল।
আমি প্রতারিত—
মিছেমিছি রক্ত দিয়ে ফুটিয়েছিলাম
লাল তাজা সূর্যমুখী।
কবরে, শ্মশানে, পথে—অরন্যে
অব্যক্ত ব্যথায় আমি কাঁদি,
বিক্ষিপ্ত পাষানের প্রতিধ্বনি
মর্মের শাখায় শাখায় গুমরে মরে!
আমার লাল রক্তটুকু বৃথা ঢেলে কি
আমি ভিজিয়েছি সবুজ সোঁদেল মাটি?

নিসর্গে নিসর্গ ছবি

আসে ঢেউ কূলে কূলে উচ্ছলে,
কাশের কাচলি ঝলমল,
মাছরাঙা ধ্যানরত নির্জন কূলে,
মনে পড়ে দূর গাঁয়ের নরম মাটি।
বকুলের যুবতীরা নিটোল যৌবন
ফাগুনের কুঞ্জে করে উন্মোচিত,
রক্তে শিরায় শিরায় তাজা সুঘ্রান
ফুটে ওঠে উত্তপ্ত কামনার রাতে।
শিশির ঝরে পড়ে চুমার তপ্ত লালায়,
কসমেটিকের অনুপম সৌরভ
শিরিষ কদমের শাখায় শাখায়,
অযাচিত সুষমায় উন্মন প্রকৃতি।
ডোবান কালো জলে পচা পাট
সোঁদা গন্ধে কৃষককে রাঙ্গায়,
কাঁকনের রিনিঝিন সন্ধ্যার ঘাট
লালপেড়ে গরদের জোনাক বধূ।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরালের মাথামাখি ধান ক্ষেতে,
কাদামাটি ভিজে ভিজে লোনা স্বাদ
পৌষের ধান ভরা অঙ্গন হতে,
কাকের কোমল শরীর তার এক পাশে
সোনালি লাল রোদে ঝলসায়।
কোথায় কখনো সাপ-পিঠ বাঁকা পথে
কিষানের নয়া মিছিল চলে দুলে দুলে,
ভাটিয়ালী গ্রামফোন বাজে কিষানের মুখে।

শিয়রে প্রভাতের উদয়নী সাইরেন
বাজায় পাপিয়া, দোয়েলী কাক,
নিত্য জীবনের চঞ্চল ট্রেন
শুরু করে চলা, সূর্য ওঠার অনেক আগে।

নিতান্তই একা

যখন ঘুম থেকে জাগলাম
ক্রন্দনরত আমি একা,
দেখলাম ধীরে ধীরে আমাকে—
চিনলাম আমার চতুর্পাশ,
জানলাম অনেক ধ্রুব নক্ষত্র,
শিখলাম তাদের নাম।

যৌবনের রথে অনাবিল আনন্দে
বিচরন করলাম ত্রিভুবন,
দেখলাম অনেক — অজস্র ফুল,
অসংখ্য নদী প্রান্তর আমায়
জানাল সম্ভাষন। ভাবলাম
সবাই এরা বোধ হয় একান্তই আমার।

আনন্দ প্রাচুর্যের মাঝে লক্ষ্যই
করিনি— আমিও চলছি।
তারপর আকাশে চাঁদ হাসল,
তারার দল আমায় করল নমস্কার।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচুর হাসির বন্যা এলো পথে,
ভাবলাম এ-ও থাকবে চিরদিন।

কিন্তু যখন পথ শেষ হলো
দেখলাম সবাই হারিয়ে গেছে,
আমি নিতান্তই একা—
ঠিক বিষন্ন মধ্যাহ্নের মত।

স্বপ্নেরা মরে না

চারিদিকে ইতস্তত কার্ফু ,
বিক্ষিপ্ত ব্লাক আউট—
অজস্র বুটের জিঘাংসা,
অথচ তারি মাঝে আমার
স্বপ্নের শাখায় অসংখ্য পুষ্পপ

হঠাৎ এক ঝাঁক তাজা বুলেট
রক্তাক্ত করে দিয়ে আমার দেহ
হৃদ্‌পিণ্ড ভেদ করে চলে যায়।
অসহ্য যন্ত্রণায় লুটিয়ে পড়ি
প্রানপন্ন চেষ্টা মৃত্যুর
কাছ থেকে নিষ্কৃতি পাবার।

ক্ষুব্ধ বেয়োনেটের সম্মুখে আমি
ঝড়ে ভাঙ্গা পর্নকুটির বিপর্যস্ত,
মৃত্যুর আগে শেষ প্রত্যাশার
অকুণ্ঠ ভিড় প্রানের দ্বারে বেঁচে থাকার—

কিন্তু কি আশ্চর্য!
স্বপ্নের ফুলগুলো হাসছে—
একটি বুলেটও স্পর্শ করেনি ওদের।
আমার বুক থেকে ঝরছে অজস্র শোনিত,

আর ওরা ক্রমান্বয়ে হচ্ছে আরো উজ্জ্বল।
আমার রক্তের প্রতি কনা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওদের আরো দীপ্তিময় করছে
প্রদীপ্ত ভাস্করের মত।

ওরা ছড়িয়ে পড়ছে আমার বুক থেকে
সহস্র কোটি হৃদয়ে ঝড়ের হাওয়ায়।

আসন্ন শীত

এখন শীত পড়েছে, অতি ধীরে ধীরে;
ছায়ায় পত্রে; ঝাউবনে—নির্ঝরে,
হৃদয়ে; মনের কৃষ্ণচূড়ায়—
বইছে রঙিন হিমেল হাওয়া,
দোলা দেয় বনে বনে— খোলা জানালায়।
এই শীত উত্তাপ চাই,
সম্বল উষ্ণ বুকটাই।
কনকনে শীত যদিও নয়
নতুন আমেজ লাগে প্রানে,
প্রভাতের তপ্ত রোদটার প্রত্যাশায়—
বলাকারা গাহে, শ্বেত মরাল–
দোয়েলরা ক্ষীন কণ্ঠে গায় এই সকাল
প্রকৃতির উত্তাপ ছড়ায়,
গোলাপের গন্ধটাও বুক চিরে আসে।
সবুজ বনের সিগ্ধ শোভায়
মনটা ফেরে অবশেষে।
শিশিরও ঝরতে শুরু করেছে
চামেলী, হেনা ঘর্মাক্ত মৃদু মৃদু
মুকুলের লুকোচুরিও শুরু।

এখন শীত পাতারা মর্মাহত
বিদায়াভিষেক নিকটে,
শাখায় শাখায় নীরব আর্তবেদনা
সাথীর আসন্ন বিদায়ে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখন শীত শুরু, তাই আনন্দ,
ঝরা শাখায় আবার সম্ভাবনা,
শুষ্ক প্রসূন নিশেষে ঝরে যাবে–
নতুন কলির সগৌরব আগমন।
শীত এখন– উষ্ণতার প্রত্যাশী মন,
কিম্বা উত্তপ্ত ওষ্ঠের পরশ;
শীত আসে, ফাল্গুন নীরবে আনে
চেতনায় উষ্ণ আবেগ।

রাত জাগা ডাহুকী

আমি এক রাত জাগা ডাহুকী;
কুয়াশার স্বপ্ন মোখে চোখে
সারা রাত জেগে জেগে দেখি
মেঘের আড়ালে ঢাকা তোমাকে।
কালি পড়া দুটো চোখে
একরাশ বিস্ময়ের শিহরন,
শোনিতে জাগে স্পন্দন,
তোমার হৃদয় আলোকে।

পাতা গুলো কেঁপে কেঁপে
থেমে যায়, স্তব্ধ নিঝুম
রাত্রির ঘন কালো বক্ষে,
আমি একা স্বপ্নের দেশে
সিঁড়ি ভেঙ্গে ভেঙ্গে উঠি
তোমার শিথিল শাড়ী বেয়ে।

ঈশ্বর তুমি পাপী

ঈশ্বর তুমি পাপাচারী শয়তান;
অনাথের শেষ সম্বল কেঁড়ে নিয়ে
তুমি মদের পেয়ালায় রক্ত ঢালো
প্রাসাদের স্বপ্ন-চূড়ায় নির্বিঘ্নে
পান কর; চোখে রক্তনেশা মেখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি নাকি ভগবান!
কল্যানময়; মানবের হিতাকাংখী!
করুনাময় বিশ্বের অধীশ্বর!

এর কৈফিয়ত কে দেবে ঈশ্বর?
কেন, কেন আজ এখনও
কাঙ্গাল অনাহারী বুকের উপর
সোনার তাজমহল গড়ে ওঠে?
কেন বুভুক্ষুর সম্মুখে নিবিড় আনন্দে
ভোজে মত্ত তোমার হাউণ্ড অথবা এ্যালসেসিয়ান

আমরা বাঁচতে চাই, শান্তি চাই—
তাই কি আমরা পাপী?

শয়তান অন্যায়ী আর কেউই নয়—
সে তুমি– মুখোশধারী ঈশ্বর!
তাই এবার আকাশ স্বর্গ থেকে তোমার
পথে নামিয়ে ছিঁড়ে খাব
তোমার বিলাসিত দেহ।

AMARBOI.COM

অক্ষম প্রেমিক

তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি—
পারিনি এতটুকুও করতে তোমার জন্য,
তাই এখনও কাপুরুষের মত ক্ষমাপ্রার্থী।

যখন তোমার স্বপ্নের ঘরগুলো
নির্মম করে ভাঙ্গছিল হিংস্র প্রেতআবা,
যখন তোমার নীল পাখীগুলো
লুটিয়ে পড়ছিল ব্যাধের তীক্ষ্ণ তীরে
পারিনি একটুও সাহস করে বাধা দিতে,
অথচ আমি তোমায় ভালবাসি।

অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতেও ভয় হয়
তাই তো অভিশাপ চাচ্ছি না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপন কর্তব্যের অক্ষমতায়।
আমি কেমন স্বার্থপর!
যখন তুমি বেরিয়ে এলে
মেঘের কবল থেকে,
ঠিক তখনই তোমায় নিবিড় করে বাঁধতে
নির্লজ্জের মত হাত বাড়ালাম
তুমি ফিরিয়ে দাওনি
গভীরভাবে বুকে টেনে নিয়েছ—
হয়ত এই ভেবে;

আমি তোমার এক কাপুরুষ প্রেমিক।

শ্মশানের প্রেতাত্মা

আমি সম্পূর্ন একটা প্রেতাত্মা
এবং নির্জন এক বীভৎস শ্মশানের
চিতার কালসিটে অগ্নিটুকু
এক নিশ্বাসে পান করে আমি অধীশ্বর
এই শ্মশান, এই ধরিত্রীর।

পুরাতন মৃত শব যা আজ কংকাল;
আমায় বারংবার করে নমস্কার
বিষাক্ত তাদের হাড়ের ঝংকার তুলে।
আমিও তাদের রুগ্ন বক্ষ পাঁজরের উপর
বিজয় উল্লাসে পুঁতে দেই জয় পতাকা,
অথচ এই ভয়াল স্থানে আমি একা।

আমার শীর্নদেহটা ওদের থেকে
সম্পূর্ন ভিন্ন। আমি আসি—
যখন তোমাদের স্বর্গপুরীতে
তোমরা আদিম উল্লাসে মত্ত
আমি ঠিক তখনই আসি যখন
তোমাদের প্রাসাদে ভরে ওঠে
নিপীড়িত আত্মার রক্ত প্রসাদে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আসি আমার বীভৎস পৈশাচিকতায়
আমি হাসি দারুন অট্টরোলে।
আমি বুভুক্ষু হয়ত আমি আদি
বিপ্লবী যুগের কোন বিদ্রোহীর প্রেতাত্মা,
নির্জন এই শ্মশানে।

রঙ্গিন এ্যালবামে

ক'একটি ডালিমের গুলিবিদ্ধ ফুলে
একঝাঁক ভ্রমরের রিলিপ কপ্টার
ত্রান সামগ্রী বয়ে মানবতার কূলে
রেখে গেল অহেতুক বিবর্ন বালুচর।
তোমাকে রাখা যায় রক্ষিত সম্পদ
তোমাকে সাজানো যায় সরল সুন্দর
তোমাকে ভুলে যাওয়াই শুধু বিপদ
অথবা আলিঙ্গন করা খোলা প্রান্তর।

তোমাকে রাখা যায় মায়ের নক্সীকাঁথায়
তোমাকে রাখা যায় প্রিয়ার ফুল তোলা রুমালে
তোমাকে রাখা যায় খুকির তাবিজে গলায়
তোমাকে রাখা যায় হিজল জ্যোৎস্না তলে।

তোমাকে রাখা যায় স্নোর ভাঙ্গা কৌটায়
বাঁশখুটির সরু গর্তে অথবা পানদানীতে,
আহা কোথায় তোমাকে রাখি কিসের ছায়ায়!
কালো চোখ জল হয়ে যাক যেতে যেতে—
শুধু কিছুক্ষন অক্লান্ত আক্ষেপেই
চারিদিকে ভবিষ্যতের ধানগুলো ছড়াই।

কালো কাকের পাখার মত মৃত্যু এলো,
ঢেকে দিল নগর শহর গ্রাম জনপদ।
মৃত্যু এলো শবমিছিলের অগ্রভাগে,
পথের মাঝে— গভীর ঘুমে; সন্ধ্যাকালে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবুও আমি বেঁচে আছি,
আমার বুকের তপ্ত নিশ্বাস
আজো ঝরে; সবুজ ঘাসে
মাঠের বুকে, গাছের শাখায়।
আমার লেখার অগ্নিবুলেট
বিদ্ধ করে শত্রুর বুক,
নিপাত করে পশুর মাথা।

বীভৎসতার উল্লাস নিয়ে
আজো আমি বেঁচে আছি— বেঁচে আছি
ধোঁয়ায় ঢাকা এই ধরাতে।
বুলেট হয়ে খুন করেছি,
শকুন হয়ে মাংশ খেয়েছি,
শিয়াল হয়ে হাড় চুষেছি,
আবার এখন শান্ত মনে কলম নিয়ে এই বসেছি।
কালো ধোঁয়া— কালো ধোঁয়া—
আর কখনও মানুষ ও নয়
পশুও নয়— ঘাসের বুকে শিশির হয়ে
জন্ম নেব, ধোঁয়ার দেশে,
মায়ের বুকের দুগ্ধ হয়ে
শিশুর মুখে জাগব হাসি।

কালো ধোঁয়া—কালো ধোঁয়া-
এখন আমি শীতল বাতাস
নদীর জলে মাঠে মাঠে।

AMARBOI.COM

মধ্যরাতের কাক

নীরব ধরিত্রী যখন শান্ত শিশুর মত
ঘুমিয়েছে রাত্রির গাঢ় কোলে;
চিরাচরিত নিদ্রা যবে এঁকে দেয়
মৃত্যুর শীতল পেলবতা।
কাপালিক যখন তার ধ্যানে মগ্ন
নির্জন শ্মশানে। ঠিক এমন
যুগান্তের অনাবিল স্রোতের মাঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ কর্কশ স্বরে ডাকে
অলক্ষ্মী মধ্যরাতের কাক।

আমিও তেমনি — সংসারে
নিশ্চিত নীরব প্রহরগুলোয়
হঠাৎ করে গেয়ে উঠেছি
বেসুরো গান। তাই দুরাত্মা
আমি অলক্ষ্মী কাকের মত;
আমি ভেঙেছি সুপ্তি
ঠিক মধ্যরাতের কাক হয়ে।

আমি একজন ঈশ্বর

আমায় যদি তুমি বলো ঈশ্বর;
আমি বলব হ্যাঁ আমি তাই।
আমায় যদি বলো পাপী শয়তান
আমি বলব হ্যাঁ আমি তাই-ই।

কারন আমার মাঝে যাদের অস্তিত্ব
তার একজন ঈশ্বর, অপরজন শয়তান,
তাই যখন শয়তানের ছবিটি ভাসে
আমার মানস অবয়বে— তখন আমি পাপী।
আর যখন সত্যের পূর্নতায় আমি

মানবের কল্যানে আমার ধর্ম—
ঠিক তখনই আমি ঈশ্বর, কারন
সত্য, পুন্য আর মানবতাই ঈশ্বর।
যাকে তোমরা বলো ঈশ্বর—
আমি তাকে বলি সত্য, ন্যায়;
অতএব আমার পক্ষে একজন
ঈশ্বর হওয়া বিচিত্র নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রনাঙ্গন

এ নহে ভিয়েৎনাম—
কিম্বা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের
নাগাসাকি অথবা হিরোশিমা।

এখানে নেই ক্ষিপ্ত উদ্দাম
বুলেট কিম্বা মাইন বিস্ফোরন;
নেই কামানের প্রচণ্ড ধুম্রোদ্‌গীরন।

'মাইলাই'-এর রক্তপিপাসা
কিম্বা পলাশীর রক্ত ক্ষয়;
নেই — তাও নেই। নেই জিজ্ঞাসা
ক্যাম্বোডিয়া অথবা ফিলিস্তিনী গেরিলার
হঠাৎ আক্রমন করা প্রলয়।

সম্প্রতিকালের বাংলাদেশ-এ
পশুর তীব্র তীক্ষ্ণ দন্ত
অসহায়া ভ্রাতৃত্ব বুকের শেষ
লাল গোলাপটির অবলুপ্তি;
অথবা শত মাইলাই-এর
নব রূপায়ন প্রচণ্ড জঘন্য।

তাও নয়—নয় রক্তক্ষয়ী রুশ বিপ্লব,
নয় সিপাহী বিদ্রোহ—
এ আমার হৃদয় আমার বিবেক
আর অন্যায়ের সংঘাত এই রনাঙ্গনে
প্রচণ্ড ভয়াল, শত হিরোশিমার
প্রলয়ঙ্কর বিস্ফোরন এই ক্ষুদ্র স্থানে।

বহ্নি

হে সর্বগ্রাসী বুভুক্ষু দাবানল
তোমার তরে আর পূজার অর্ঘ্য নয়,
নও তুমি আর দেবতা কল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেবদূতের পথ চেয়ে আর থাকা নয়।
দেবতার বেশে তুমি পারবেনা—
পারবেনা আমার উন্নত মস্তক নত করতে,
আমার সঙ্কীত বক্ষে তোমার বিষ দংশনে
আমি ভীতু নই দেবতার প্রাচীন সংস্কারে,
আমি বন্দী নই সমজের অন্ধ কারাগারে।

আমার অবাধ্যতা তোমায় টেনে আনবে
নির্মম নিষ্ঠুরের মত আমি আসবে।
আমার পর্নকুটিরখানা তোমার আক্রোশে,
মিশে যাবে ধুলোয়। আমার পাণ্ডুলিপিখানা
বুকে বলাকার মত মিশে যাবে আকাশে।
আমার পোড়া ক্ষত ভয়ঙ্কর দেহটা, হঠাৎ
হারিয়ে যাবে ঘুনি বলয়ের তলে।
ভাটি আসবে আবার ক্রোধ অশ্রুজলে।।

তবু, শুধু আমি থাকব চিরদিন,
এ মাটির প্রতিটি ঘাসের ডগায় জমে থাকা
শিশির কনিকায় মাঝে।
হেথা বন্যার শাখে শাখে ডাকা
পাপিয়া কপোতীর সুরে
তরী-বাঁধা খেয়াঘাট এ নদীর তীরে।
আমি থাকব, আমি বেঁচে রব।
তাই তোমার রক্তজিহ্বা দেখে
আর উঠিনা আতঙ্কে কেঁপে।
তোমায় জানাই অনুখন,
এ মোহে হে বহ্নি কালনল।
তুমি এস প্রচণ্ড উল্লাসে,
আমায় শেষ করে দাও— পরিসমাপ্তির
গণ্ডী আমায় হেনে।
পরিসীমান্তের সীমা থেকে আমায়
নিয়ে যাবে টেনে,
পরিপূর্নতার এক অলৌকিক অধ্যায়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তারই প্রত্যাশী, তোমরা যাকে
প্রলয় বলে নমস্কার কর শতবার,
তোমরা যাকে দেবতা সম্ভাষনে
উৎসর্গ কর সন্ধ্যা আরতি।
আমি তারই প্রত্যাশী তোমরা যাকে বলো
যমদূত করাল বীভৎস মূর্তি।
আমি তাকে করি আহ্বান
তার ভয়ঙ্কর মূর্তি দেখব বলে।
হে বহ্নি! এসো তুমি তোমার প্রচণ্ডতা নিয়ে,
ধ্বংসের মাঝেই সৃষ্টি করো নতুন।
কারন অতীত ধ্বংস না হলে
স্থান পাবে না নবীন।
ভয়ঙ্কর! আর একবার তোমার অট্টহাসি হেসে
কাঁপিয়ে দাও এই ধরিত্রী; দারুণ ত্রাসে।

নিষ্কৃতি

হে জীবনকান্তা! তোমাতে আর নয়;
আর নয় ব্যর্থতা—অনশনের গান,
নয় আর রিক্ততার মর্মন্তুদ আর্তনাদ,
নয় হতাশাগ্রস্ত আত্মার গন্ধ-ঘ্রান।

রাত্রির অন্ধকার আরো প্রকট ক'রে
নয় তুলে ধরা আঁধারের মূক গহ্বরে।
রিক্ত বক্ষখানা আরো ক'রে রিক্ত,
নয় আর অশ্রু কপোলদ্বয় আরো সিক্ত।

ভাঙা পথটাকে আরো বাঁকায়ে
দেখবার সময় বহুক্ষন গেছে পেরিয়ে।
বিরহ বিলাপের কাল এ নয়,
পিছিয়ে আসাও চলবে না ভয়ে।
শুধু সম্মুখে লক্ষ্য তোমার আরো তীক্ষ্ণ কর
পেছনে অনেক স্রোত পারবে না ফিরতে,

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেটুকু আশ্রয় পাও প্রানপনে আঁকড়ে ধরো
হঠাৎ যদি হাত ফসকে যায়, নিশ্চিন্ত
পড়ে যাবে জঞ্জালপূর্ন আঁস্তাকুড়ে।

গতরাতের সুখ-স্বপ্নটা নির্বিঘ্নে
ভুলতে না পারো চেষ্টা করো;
তবু, বৃথা স্মরন করে থেকো না উদ্বিগ্নে।
বিরহকে যদি গানের সুরে বাঁধো
তাকে তো ভুলতে পারবে না।
শুধু যদি বিস্মৃতির মোহে কাঁদো
সমুখের দ্বারতো হবে না খোলা।

হে জীবনকাব্য, এবার তোমাতে আমায়
হবে নতুন এক অভিনব সম্বন্ধ,
আমার বিধুর রোদনে নিখুঁত তুলির ছোঁয়ায়
আমি আঁকব সুন্দর বন্দনারে ছবি।
যদি তুমি পারো থেকো আমার সান্নিধ্যে
নয়তো তোমায় দিলেম নিষ্কৃতি
অকারনে বাড়বে না আর রঙিন স্মৃতি।
তোমার আমার নতুন এক সম্বন্ধ,
আমি বেদনার পাথারে তুমি মনোরম ছন্দ।

মহাকাব্য

মহাকাব্য, তুমিতো নও আমার;
আমরা যারা অনাথ নিরাশ্রয়।
তোমার বুকে আমাদের ঠাঁই কভু আর
হবে না, — হয়নি। পরাশ্রয়
যাদের সম্বল তারা কি কখনও হতে পারে
মহাকাব্যের নায়ক কিম্বা নায়িকা।
তাদের যে জীবন-স্রোতটা অনির্দিষ্ট বাঁকা,
নক্ষত্র ভরা অম্বর হতে খসে পড়া
হতভাগ্য তারার মত অসম্পূর্ন।
ছিন্নমূল বিটপির মত অসহায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যারা তারা কি পায় আশ্রয়
তোমার সুবিন্যস্ত সুগন্ধি মুকুরে
হে মহাকাব্য যুগের স্বাক্ষরে?

যাদের দু'মুঠো অন্নের তরে
ঘুরতে হয় প্রত্যেকের দ্বারে,
সমস্ত দিন ধরে—
তার সময় কোথায় মনোরম
সুলালিত্য সংগীত পরিবেশনের।

তবুও আশা তো মেঘের মতো জমে ওঠে
ধীরে ধীরে, আবির মাখা আকাশের দুই ঠোঁটে।
কিন্তু হঠাৎ উত্তর হতে প্রবাহিত
নিসংকোচ মলয়ী গন্ধ বহে
জমে ওঠা মেঘে আসে নিয়তির ভাঙন,
মিলিয়ে যায় সকল অনিমেষ নিঃশেষে।
ঠিক যেমন করে কৈশোরের খেলাঘর ছেড়ে
কিশোরী চলে যায় যৌবনের গৃহে
মাটির খেলার সামগ্রীগুলো ফেলে।
ঠিক যেমনি পাতি হাঁস ঝাঁক
পুকুরে চরতে চরতে নালা পথে
কখন এসে পৌঁছে সুগভীর খালে,
নিজস্ব মনের একান্ত ভুলে।

আমাদের জীবন কাহিনী হয় না
'মেঘদূত' 'মহাশ্মশান' কিম্বা 'মেঘনাদবধ'
অরন্যই হয় জীবন দীপখানার অবসান।
তবুও ইচ্ছে হয় নায়ক কিম্বা নায়িকা হতে
মহাকাব্যের নাইবা হলো, পথে
অথবা ফুটপাতের পাশে
ছড়িয়ে থাকা দোকানের মত স্থানে
চটকদারী ছবিওয়ালা বইএর
ক'একটা পৃষ্ঠাব্যাপী থাকবে
আমাদের অবহেলিত জীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়একখানা ঘুনে ধরা গান।
নাইবা হলো তার মহাকাব্যে স্থান।

প্রত্যাশিত বিস্ফোরন

ইতিহাস যদি বিকৃত হয়ে
আমায় স্থান দেয় আঁস্তাকুড়ে
হিটলার কিম্বা মুসোলিনীর মত
অথবা মাহমুদ শাহ কিম্বা
তুগলককে জুড়ে দেয় যদি
আমার স্বাধীন স্বরূপে
অনুশোচনা আমার তাতে
হবে না কিঞ্চিৎ, দ্রাবিড় বা আর্যের
মত আমি আমার পশুত্বকে
জাগ্রত করব সমাজের এই
অন্ধ পশুকে নিধন করতে।

তাতে আমার জন্য নাইবা আসুক
পুষ্পার্ঘ, বন্দনার লালিত্য
সুর ঝংকারিত সংগীত নাই বাজুক
আমার চতুর্পার্শে; আমি একা
নিশ্চিত আমি একা এই অরন্যে
অরন্য, হ্যাঁ প্রকৃতই অরন্য এ ধরিত্রী
লোকের নয়, পশুর নয়, আঁধারের।

ইতিহাসের স্বর্নাক্ষরে নাইবা
একান্তে হলো লেখা নামটি আমার,
নাইবা উদ্ভল জীবনাকাশে মোর
বিচিত্র কতকগুলি সুন্দর তারা।

আমার নিরব বেদনা যা
আমি বার বার পেয়েছি
সমাজের কাছ থেকে—
তার বিস্ফোরন জানি একদিন

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচণ্ডভাবে হবে। ধূমোদ্‌গীরিত
অগ্নিগিরির মত আমার সত্ত্বা
আমার আত্মচেতনা প্রবল হবে

জলপ্রপাতের মত ভয়ংকর ভাবে।
ইতিহাস আবার লিখতে হবে নতুন—
আবার নতুন করে। এই যে কাল,
এ ইতিহাসে ঘুন ধরেছে। একে
ভাংতে হবে; গড়তে হবে এ যুগের
সোপানের তালে তালে।

শাসনের গণ্ডিতে আর যদি
ইতিহাসের পরিবর্তন হয় তবে,
যুগ ক্ষমা করলেও তাকে
আমি, আমার উদ্যত আত্মা
কোনোদিন দেবে না তার স্বীকৃতি।

রাজপথে

চলন্ত কোলাহল প্রখর তপ্ত রৌদ্র,
ছায়াহীন ফুটপাতে আমিও চলন্ত একা—
গতিময় নক্ষত্রের মত বিচিত্র রূপের
সন্দিহান দৃষ্টির মাঝপথে, বাঁকা
চাঁদের সুকোমল তীক্ষ্ণ আলোক
যেমন সহসা ঠিকরে এসে পড়ে
জানালার ঝিলিমিলি পথে। লোক
লোকারন্যের রাজপথে আমিও তেমনি
শতাব্দীর বুভুক্ষু তৃষ্ণা বয়ে চলি।

চলন্ত যন্ত্রদানবগুলো আশ্চর্যভাবে
উদ্‌ভাসিত করেছে বিজ্ঞানের চরম সার্থকতা,
কিন্তু আমিযে দেখছি এই প্রাচুর্যময়
অঙ্গসজ্জা আর যান্ত্রিকতার মধ্যে স্পষ্ট নিরবতা
ঠিক অচেনা প্রিয়ার বিদায়বেলার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্পষ্ট অস্ফুট বেদনা, আমি জানি—
এই গতি এই রাজপথ — চলন্ত মানুষ
প্রত্যেকেই আপন কর্মে নিমজ্জিত।

প্রকৃতির অজস্র সৌরভ উপভোগের
উপযুক্ত সময় কোথায়, শুধু নিয়মের
অমোঘ আকর্ষনে আমরা চলি
কথা বলি, হাসি সুন্দরভাবে
তাও অন্তর হতে নয়, কর্তব্যে।

শ্যামল পল্লীর মনোহর শোভা
আমরা পারি না ভাবতে, কারন—
পৃথিবীর সুতীক্ষ্ণ গতি আজ চন্দ্রের দিকে
অনাহারীর দিকে দিকপাত করবে কখন,—
অথচ আপন বুকে তার অস্তিত্ব।

রাস্তার একপাশে মৃতপ্রায় নগ্ন
আনবিক মানবের সহোদর— অথচ
বাঁচবার অধিকার তারো আছে—
কিন্তু বুকের উপর দিয়েই তার জঘন্য
পৈশাচিকতার বিদেশী তেলের
পোড়া গন্ধ উড়ায় বিদেশীরই গাড়ী
অথচ এই বাংলায়।

পৃথিবীর রং বদলে গেছে,
কালের নির্মমতা বেড়েছে দ্বিগুন—
উপযুক্তেরই একমাত্র স্থান আছে
প্রতিনিয়ত সংগ্রাম বাস্তবের সাথে।
আমি তোমাদের একজন সঙ্গী
যারা অনাহারে মুমূর্ষু পঙ্গু,
আমি তোমাদেরও পথের একজন
নির্ভীক অবিচল সাধক তোমরা
যারা বাস্তবের সাথে সংগ্রামরত।
কারন আমি জানি আঘাত মুখ বুজে

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহ্য করলে দাঁড়াবে না পাশে কেউ—
ঘাতককে করতে হবে নির্মূল, আর
অবিচল ধৈর্যের সাথে চালাতে হবে সংগ্রাম।
ভাগ্য আর ঈশ্বরের দোহাই দিয়ে
নির্মম কালের বুকে নিশ্চিত কখনই
যাবে না রাখা আপন পদচিহ্ন,
আমার সৃষ্টিকর্তা যখন আমি
তখন ভাগ্যকেও গড়তে হবে আমাকে।

চোখের অশ্রু মুছে এবার এসো,
আমার সাথেই কাস্তে শাবল ধরো হাতে
ভিক্ষার থালার পরিবর্তে।
অপরের কথা আর নয় এবার চেনো
নিশ্চিতভাবে চিনতে চেষ্টা করো
হয়তো তোমার মাঝেও খুঁজে পাবে
নিউটন, শেলী, সুকান্ত অথবা নজরুলকে।

AMARBOI.COM

আদিম

আদিম দ্রাবিড়তায় যুগ হয়েছে উত্তীর্ন,
আমাদের ক্রমবিবর্তন হয়েছে আকীর্ন।
হাতে পাথরের টুকরার পরিবর্তে
এসেছে আনবিকতার চরম সার্থকতা
পশুর উদ্‌ভট চিৎকার স্বর
বিলুপ্ত হয়ে এসেছে সুলালিত্য বোধগম্য ভাষা।
হৃদয়ের পাষানহীন চূড়ায়
ধীরে ধীরে জমেছে শুভ্র আশা।
চরনের রূঢ় পদক্ষেপে তবু আজো আমরা
মাড়াই তাজা রক্তাক্ত কংকাল,
আজো ভরে রেখেছি যত্ন করে
সুমার্জিত গৃহে মোদের জঞ্জাল।
আজো অন্ধকারের বুকে আমরা
নিবিড় সচ্ছন্দে নিদ্রাপ্লুত হই,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজো দ্রাবিড় যুগের দুর্গন্ধময়
শবদেহগুলি নির্বিঘ্নে বই।
পুরানো ভিতের বাড়িটি আর
প্রয়োজন হয়নি ভাঙ্গার,
তাই ভাঙ্গা ঘরটির উপর
আয়োজন করছি দ্বিতল কোঠা তৈরীর।
পুঁজ ঝরা দেহের ক্ষত স্থানে
সুসজ্জিত অলংকার রেখেছি
সুগন্ধময় সৌরভিত করে।
আশ্চর্য সেই আদিম দ্রাবিড়ঃ
শতাব্দী; তারপর বিংশ যুগ
তারা কাঁচা মাংশ খেতো
আমরা খাই তাজা রক্ত
তাদের চেয়ে আমাদের
বিভৎস দন্তগুলোই অভিজ্ঞ
কি করে অসহায়ের বুকে
দাঁতের বিষ ঢুকিয়ে
লালিত্য সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে
রক্ত শোষার সব প্রবর্তনের।
সত্যি আশ্চর্য! সেই দ্রাবিড়ঃ
এই চাঁদের মানুষ অথচ
পার্থক্য নেই এতটুকুও।

একই সিঁড়ি

যদি হঠাৎ ক্যাম্বোডিয়ায়
বিস্ফোরিত হয় প্রচণ্ড কোন মাইন,
কিম্বা বিমানবিধ্বংসী কামানগুলো
দারুনভাবে করে ধুমোদগীরন
ক্ষুধার্ত ঈগলের মতো ফ্যাণ্টমের ঝাঁক
তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে যদি টুকরো টুকরো ক'রে
ছিঁড়ে নেয় কোন নর্তকীর পেলব
দেহের সুবাসিত অংগ—এই ক্যাম্বোডিয়ারই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানি, নর্তকীর সুঠাম দেহপল্লব
সেথা বারুদের পোড়া বিশ্রী গন্ধে
আর অবিশ্রাম সংগ্রামে বিক্ষত।
যদি মার স্তন্য হতে ছিনিয়ে নেয়
পিপাসিত শিশুর দুগ্ধ, যদি তীক্ষ্ণ
বেয়োনেটের নির্মম খোঁচায়
থেঁতিয়ে দেয় কুমারী বোনের অংগ।
যদি ফিলিস্তিনী গেরিলা কমাণ্ড
সামান্য অসাবধানতায় ভস্মিভূত হয়
নিজেদেরই পুঁতে রাখা ডিনামাইটে—
আমার তাতে দুঃখ নেই একবিন্দু।
শোকের বিহ্বলতায় পড়ব না মুষড়ে।
আমার ক্ষুদ্র কিশোর হৃদয়
যদিও দারুন ব্যথায় বাষ্পরুদ্ধ হবার কথা
তবু আমি পেয়েছি নবীন আলোর
পরশমনি স্পর্শ। আঘাত পেয়ে
সেই ব্যথা নিয়ে যদি বিলাপ করি
আঘাতকারীকে কখন করব প্রতিঘাত।
নিহত মায়ের বক্ষে লুটিয়ে যদি
করুন কান্নায় বুক ভাসাই তবে
কতক্ষনে করব ঘাতকের নিধন যজ্ঞ।
বেদনা বিলাপ আর শোক
শুধু মিছেমিছিই করা তাতে
নিজের ক্ষতি,— আর অত্যাচারীর সুযোগ।
বিলাপের দিন আজ নয়
আজ নবীন উল্লাসে শত্রু নিধন
—এই নবীনেরও সমুখে আসছে আঁধার
কারন তোমাকেও একদিন
প্রবীন বলে আখ্যায়িত করবে
অনাদিযুগের নতুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি স্রষ্টা

যুগান্তের সৃষ্টি আমি নই,
যুগের স্রষ্টা আমি,
বেদ বাইবেল কোরানে
স্বাধীন অস্তিত্ব আমার বিলুপ্ত নয়।
আপন ব্যক্তিত্বকে চাই না দিতে বিসর্জন
ধর্ম কিম্বা সমাজের সংস্কারে।
মুক্ত ভেবে ঝিনুক নিয়ে উল্লাস
করতে চাই না অন্ধকারে।
ধর্ম আমি একটাই জানি
আমার স্বেচ্ছাচারিত বিদ্রোহ
নিশ্চিত ডেকে আনবে সমাজে
আমার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রোশ।
তাদের একান্ত কামনায় হয়তো
স্রষ্টা নামের ব্যক্তি আমায়
জঘন্যভাবে করবে নিধন
কারন আমি জানি—
নিরবিচ্ছন্ন স্রোতে বাধা এলে
স্রোতের ধারায় বিপ্লব আসে।
তবু আমি পারি না দিতে
স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতির মালা
বিনা প্রতিবাদে সমাজকে।
কারন, আমার মাঝে আছে—
আমি তার আভাস পেয়েছি
সে আমার বিপুল বিষ-বিদ্রোহ
সে বিষ বহ্নিকে আমি করি না ঘৃনা।
তাকে করি পরম শ্রদ্ধা।
সে আমাকে তুলবে মহাকালের
যুগান্তকারী ইতিহাসের সুউচ্চ চূঁড়ায়।
ধর্মের পেলব বানী পারে না
সৃষ্টি করতে সত্য মানুষ
আমার সৃষ্টিকর্তা আমি স্বয়ং,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারন স্রষ্টা বা ধর্ম আমায়
উদ্ধার করতে পারে না আগুনের থেকে,
সে শুধু পারে পথনির্দেশ করতে,
আর পারে অন্ধ করতে।
আমার আপন সৃষ্টিতে আমি
চির দীপ্তিময়, কারন
আমার সৃষ্টিকর্তা আমি।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোনালি শিশির

কিবরিয়া চলচ্চিত্রের ব্যবসায় নামবে।

কাহিনী রচনার জন্যে প্রথমেই সে নির্বাচন করলো গল্পকার ইসহাক খানকে। মুক্তিযোদ্ধা এই তরুন গল্পকার রাজনীতি সচেতন লেখার জন্যে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষন করেছে। তবে বাজারে পরিচিতি কম। ছাত্রজীবনে উভয়ে প্রায় একই আড্ডায় ছিলো বোলে বোধহয় কিবরিয়ার এই নামটিই প্রথম মনে পড়েছে। তা ছাড়া কেনই বা সে ইসহাককে নির্বাচিত করবে। ব্যবসার জন্যে যে চলচ্চিত্র এখানে তৈরি হচ্ছে, ইসহাক তো সেই ধারার বিরুদ্ধ শিবিরের লোক।

তবে ইসহাক সম্মত হলো। ভাবলো, যদি কিছু বাড়তি টাকার বন্দোবস্ত হয় মন্দ কি! জীবনযাপনটা একটু মসৃন হবে। ঝলমলে পৃথিবীর আলো-ছায়ায় কিছুদিন বেশ স্বচ্ছন্দে সোনালি শিশির পান করা যাবে। এই তো, এর বেশি আর কি চাই! তো খালি মুখে তো আর ছবির কাহিনী নিয়ে আলাপ করা যায় না, চলো সাকুরা যাওয়া যাক।

বন্ধুর প্রযোজিত চলচ্চিত্রে যে কোনো একটি চরিত্র জুটিয়ে নেবার আশা এবং সোনালি শিশির পানের নিশ্চয়তা নিয়ে আমিও ওদের সাথে শরিক হয়ে পড়লাম। আহ্ কতোদিন বিলেতি খাই না!

গুরুত্বহীন অতিথি হিশেবে আমাকেই রিকশার হেলানে উঁচু হোয়ে বসতে হলো। পশ্চাদ্দেশের জন্যে জায়গাটি মোটেই সুখপ্রদ নয়। তবু নিকটবর্তী সৌভাগ্যের স্বপ্নে পশ্চাদ্দেশের কষ্টটুকু হজম কোরে নিলাম।

এক রিকশায় তিনজন এবং রাস্তা শর্টকাট করার জন্যে উল্টোপথে আসা—ট্রাফিক আইনে এই দুটি অপরাধ কোরে আমরা যখন সাকুরায় পৌঁছলাম তখন মাইকে এশার নামাজের আজান বাজছে। হে বিশ্বাসীগন সৃষ্টিকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো—

আমি আপাতত কিবরিয়ার জন্যে কৃতজ্ঞচিত্তে বারের প্রবেশ দরোজা খুলে দিলাম। জমজমাট অবস্থা ভেতরে। সারাদিন সবাই যেন মুখে ঠুলি বেঁধে কথা বন্ধ কোরে রেখেছিলো। স্যাম্পেনের ছিপি খোলার মতো সবাই এখন উতলে পড়ছে। মহিলাও আছে কয়েকজন, অনুজ্জ্বল আলোয় বয়স বোঝা যায় না। তারকাবিহীন এই একটিই বার, যেখানে মহিলাদের সঙ্গে বসা যায়। আর সবকটিতে হোমো সেক্সচুয়াল পরিবেশ। কোনের দিকে একটু নিরিবিলিতে আমরা জায়গা নিলাম। পাশের টেবিলে একদল নাট্যকর্মী, সাথে একজন জনপ্রিয় নাট্যকার। এই নাট্যকার শ্রমিকদের জীবন নিয়ে বেশ কয়েকটি নাটক রচনা করেছেন। তার সব নাটকের শেষ দৃশ্যে লাল সূর্য উদিত হয়। একটু দূরে একজন বিদেশিনীর সাথে দুজন তরুন তরুনী। দুজন অভিনেতা আর জনা তিনেক কবি গলা সপ্তমে তুলে গান গাচ্ছে। কিছু ব্যবসায়ি, দুএকজন তরুন আমলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছাড়াও বেশ কজন মস্তানও বিভিন্ন টেবিল ঘিরে বসে আছে। দুচার মিনিটেই আমরা ধাতস্থ হলাম।

আমি ভিক্ষুকের কাকুতি মেশানো কণ্ঠে বললাম—'কিবরিয়া, দোস্ত প্রথম পেগটা কালো কুত্তা নে।'

কিবরিয়া জবাব না দিয়ে চুপ কোরে কি যেন ভাবছে। আমি চোখের ইশারায় ইসহাককে দলে টানার চেষ্টা করলাম। ইসহাক বল্লো— কালো কুত্তা দিয়ে শুরু করতে পারলে মন্দ হয় না। 'কি কিবরিয়া, এত ভাবনার কি আছে? ভালো জিনিস পেটে পড়লে কাহিনীটাও জম্পেশ বেরুবে।'

কিবরিয়া মুখে হাসি এবং কণ্ঠে কৃত্রিম হতাশা এনে বল্লো— 'বুচছি আমারে ধসানোর প্লান। ঠিক আছে, কালো কুত্তা দিয়ে শুরু হোক। কিন্তু পরেরগুলো বংশীবাদক।'

আমরা উল্লাসে 'মারহাবা, মারহাবা' ধ্বনি দিয়ে উঠলাম। দীর্ঘদিন অন্তজ পাড়ায় মাতৃভাষা মানে কেরু কোম্পানির পানি মেশানো বাই প্রোডাক্ট খেয়ে খেয়ে আমার জিভের প্লাস্টার খসে গেছে। কালো কুত্তার সুরভি আর সোনালি রঙ দেখে পান করার আগেই আমি উল্টো পাল্টা বকতে শুরু করলাম। 'আহ্ থামতো, বকর বকর করিস না।' কিবরিয়া চাপা ধমক লাগায় আমাকে।

ইসহাক পরম করুনাময়ের নামে গ্লাসে ঠোঁট স্পর্শ করলো। আমরাও ওকে অনুসরন করলাম। হঠাৎ এক ধরনের বিষন্নতা গ্রাস করলো আমাকে।

অভিনেতা হবার জন্যে সেই ছাত্রজীবন থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি অথচ তেমন কোনো সুবিধাই করতে পারলাম না এখনো। নিজের জীবনযাপনের জন্যে যে সামান্য উপার্জনটুকু দরকার তা-ও সম্ভব হচ্ছে না। সবাই শুধু আশা দিয়ে ঘোরাচ্ছে। সৌভাগ্যের ঘোড়ায় চড়া তো দূরের কথা, ঘোড়াটার দ্যাখা পেলাম না আজো। অথচ কিবরিয়া পারিবারিক ব্যবসায় ঢুকে পড়েছে। সংবাদপত্রে চাকরি আর গল্প লিখে ইসহাকও মন্দ করছে না। আমি শালা কুফা।

ইতিমধ্যে ওরা ব্যবসায়িক আলাপ শুরু কোরে দিয়েছে। ইসহাক বেশ অনুভূতিপ্রবন কণ্ঠে কাহিনীর কাঠামো বর্ননা কোরে যাচ্ছে আর কিবরিয়া মনযোগের সাথে শুনছে। মন্তব্য করছে মাঝে মধ্যে। আমরা কালো কুত্তার সঙ্গ ছেড়ে বংশীবাদকের পেছনে ছুটে চলেছি। আমি ইসহাকের কথায় মনোযোগ দিলাম। 'হ্যাঁ, প্রথম খুনটা সে করেনি। মিথ্যে খুনের মামলায় জেল খাটতে হয়েছে তাকে। এরপর সাজা খেটে জেল থেকে বেরিয়েই তাকে জেলে পাঠানোর নায়ককে সে খুন করে। এবং গা ঢাকা দেয়। আর ফেরারি জীবন যাপন করার সময়েই সে ভাড়াটে খুনিতে পরিনত হয়। টাকা পেলে সে যে কাউকেই খুন করতে প্রস্তুত। কিবরিয়া ন'ড়ে চ'ড়ে বোসে প্রশ্ন করে 'তার মানে লোকটা একটা ক্রিমিনাল হিশেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে তাই না?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসহাক গ্লাসের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে 'হ্যাঁ, ক্রিমিনাল হিশেবেই চরিত্রটা দাঁড়াচ্ছে এবং এটাই মূল চরিত্র।'

এণ্ডিং এ তা'হলে কি হচ্ছে? মানে মূল চরিত্রের পরিনতি কি? 'কিবরিয়া জিগ্যেস কোরেই গ্লাসে চুমুক দেয়। সিগারেট ধরায়। ইসহাক একটু ভেবে উত্তর দেয় 'পরিনতিটা আমি ভেবেছি—লোকটা পুলিশ ইনেস্পেক্টরকে খুন কোরে উধাও হয়ে যাবে। কেউ জানবে না সে কোথায় গেলো। এটাই শেষ দৃশ্য।'

'পুলিশ ইনেস্পেক্টর ক্যারেক্টারটা কখন ইন করছে?' কিবরিয়া প্রশ্ন করে। সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ধোঁয়ার রিং বানানোর চেষ্টা করতে থাকে।

'এটা আসলে প্যারালাল ক্যারেক্টার। খুনির বোনের সাথে এই ইনেস্পেক্টরের একটা এ্যাফেয়ার দ্যাখাতে হবে। রোমান্টিক নায়ক নায়িকা এরা দুজন, বুঝলি?' কথা শেষ কোরে ইসহাক লম্বা শ্বাস টানে তারপর গ্লাসে চুমুক দেয়।

কিবরিয়া প্রশ্ন করে 'ভাড়াটে খুনিটা পুলিশ ইনেস্পেক্টরকে খুন করবে কেন?'

নিজের অজান্তেই আমার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল 'আরে ইনেস্পেক্টরকে খুন করবে না তো কি তোকে খুন করবে? ইনেস্পেক্টরকে তো সে খুন করবেই। সে একটা ভাড়াটে খুনি। নিশ্চয়ই কেউ তাকে টাকা দিয়েছে। তা নাহলে সে ইনেস্পক্টরকে মারবে কেন?'

কিবরিয়া কিছুটা উষ্ণ হয়ে ওঠে 'না হয় বুঝলাম ভাড়াটে খুনি, কিন্তু সে ইনেস্পেক্টরকে খুন করবে কেন? একটা কজ থাকবে নাও কজটা কি?'

আমি চটপট উত্তর দিই 'নিশ্চয়ই লেনদেন নিয়ে গোলমাল। শালার পুলিশ মারও না বাপেরও না। ভালোই করছে খুন. . . .' 'থাম হালার পো, কিয়ের মধ্যে কি কস?' ইসহাক আমাকে ধমকে থামিয়ে দেয়।' ব্যাপারটা ও রকম না। শোন কিবরিয়া, ইনেস্পেক্টরের মৃত্যুর পেছনে অবশ্যই কারন আছে। মানে দর্শকদের একটা কজ তো আমরা দ্যাখাবো, সেটা হলো . . . .'

কথা বলা থামিয়ে ইসহাক চুমুক দেয় গ্লাসে। কেশে গলা পরিষ্কার কোরে টেবিলের উপর থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বাম হাতের তর্জনী দিয়ে প্যাকেটের উপরে দুইবার টোকা দেয়। একটা সিগারেট বের কোরে ঠোঁটে লাগিয়ে লাইটার জ্বালে কিন্তু সিগারেট জ্বালায় না। লম্বা নীল আগুনের শিখাটিকে খুব চমৎকার দেখায়। 'কি হলো?' কিবরিয়া ও আমি ওর কথার অপেক্ষায় চাতক পাখির মতো চেয়ে আছি।

'হ্যাঁ মানে'— এক মুখ ধোয়া ছেড়ে ইসহাক টেবিলে ফিরে এলো। 'কজটা এইভাবে সাজাতে হবে— ধর, খুনিটা যে এলাকায় থাকে' এই ইনেস্পেক্টরও সেই এলাকায় বদলি হয়ে নোতুন এসেছে. . .' কথা কেড়ে নিয়ে কিবরিয়া বলতে শুরু করে 'ইয়েস, ইয়াং . . . আফিসার, সৎ, দেশকে ভালোবাসে। মানে ক্রিমিনালদের বিরুদ্ধে . . .'

'ঠিকই' ইসহাক মাইক্রোফোন কেড়ে নেয়। 'চরিত্রটা একটা পজিটিভ মানে পজিটিভ সাইডটাই। সততা, ন্যায়পরায়নতা, দেশপ্রেম এগুলো একটা চরিত্রের মধ্যে দ্যাখাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে তো! সংঘাতের শুরু এইখানে। ইসহাক উচ্চস্বরে শেষ বাক্যটি বোলেই টেবিলে চাপড় মেরে একভাবে কিবরিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। 'মানে, ঘটনাটা দাঁড়াবে' নোতুন ইনেস্পেক্টর এলাকায় আসাতে স্থানীয় একজন বস ক্রিমিনালের বিপদের সম্ভাবনা দ্যাখা দেয়। আর সে-ই ভাড়া করে ওই খুনিকে। ইতিমধ্যে খুনির বোনের সাথে ইনেস্পেক্টরের মহব্বত জমে উঠেছে। বুঝলি?' আমি আর বিলম্ব করতে পারি না 'দোস্ত, নায়ক নায়িকার নাচ গান ধস্তাধস্তি এসব হবে না?'

'হবে, হবে, সব হবে।' কিবরিয়া যেন শিষ্যের প্রতি গুরুর আশ্বাস জানায়। আমি আরো এগিয়ে যাই 'নায়িকার গায়ে ব্লাউজ না থাকলে ব্যাপারটা দারুন জমবে। একেবারে নোতুন আইডিয়া।' 'তুই থামতো' ইসহাক ধমক দিয়ে আমাকে থামিয়ে দিতে চায় কিন্তু এবার আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি 'ওই হুমুন্দির পো, এ্যাতো থাম থাম করস ক্যান? আমি কি তোর পয়সায় মদ খাই নাকি?' ইসহাকও জবান খুলে দেয় 'মদ না তুই মুত খা—কতা কস! চোপা খুইলা হাতে ধরায়া দিমু। হালার খবিশ!'

'এখন মাইর হবে কিন্তু। মুখ খারাপ করবি তো খোমা পাল্টায়া ফালাবো চুতমারানি।' ব্যাপারটা হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছানোর আগেই কিবরিয়া দুই হাতে আমাদের দুজনকে চেপে দুদিকে বসিয়ে ফেল্লো। ওর কণ্ঠে স্নেহভরা 'মারামারি রাস্তায় করবি। পয়সা দিয়া মদ খাওয়াইয়া তোমাগো ফাইটিং দেখতে বসি নাই। আমার কাম আছে।' বোলে কিবরিয়া ডান দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ডাকলো 'ভিনসেণ্ট, ওই ভিনসেণ্ট, আর এক রাউণ্ড লাগাও।'

তিনজনে এক সাথে নিশ্চুপ হয়ে গেলাম আমরা। বারের গুঞ্জন ক্রমশ চিৎকারে রূপান্তরিত হচ্ছে। আমরাও টলোমলো। আমি একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে ফিল্টারের দিকে আগুন লাগিয়ে নষ্ট কোরে ফেললাম। দেখলাম ওরা কেউ দ্যাখে নি। নিশব্দে সিগারেটটা এ্যাশট্রেতে গুজে দিয়ে গুন গুন কোরে গান ধরলাম 'জ্বালাইয়া চান্দেরও বাতি, জেগে রবো সারা রাতি গো . . .' কিবরিয়া দুচুমুক বংশীবাদক খেয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসু চোখে ইসহাকের দিকে তাকায় 'আচ্ছা, আমরা আবার শুরু করি, কি বলিস?'

চোখ মুখ ঝাঁ ঝাঁ করছে আমার। মনে হচ্ছে, ওরা অনেক দূরে বোসে কথা বলছে। আমি কান খুলে থাকলাম। ইসহাক মাথা উঁচু কোরে ঝাকি দিয়ে শয়তানটাকে ঘাড় থেকে নামালো। ইবলিশটা ঘাড়ে বোসে এতোক্ষন ওর মাথা বুকের সাথে চেপে রেখেছিলো। 'হু, ইনেস্পেক্টর—প্রেম করছে—খুনির বোনের সাথে. . .'

একটানে চোখ থেকে চশমা খুলে ফ্যালে কিবরিয়া, বলে 'ইয়েস—আচ্ছা, আমরা এইখানে কিছু ইনটিমেট সীন দ্যাখাতে পারি।' আমি উল্লাস চেপে রাখতে পারি না 'মাইরি দোস্ত, একটা খোলামেলা রেপসীন।'

'না, না, রেপ না—খোলামেলা— তবে সফট। আমরা বেডরুম দৃশ্য মানে বিছানায়—হ্যাঁ সফট আর কি!' কিবরিয়া হাত নেড়ে নেড়ে বলে। তার কণ্ঠস্বর জড়িয়ে যাচ্ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ক্ষেপে যাই 'বোল্লেই হলো। অবিবাহিত নায়ক নায়িকাকে বিছানায় নেয়া আপত্তিজনক কাজ, ধর্ম বিরোধী।'
কিবরিয়া গলায় ভারিক্কি ভাব আনে 'এটাই রিয়েলিটি, বাবা— বাস্তবে এটাই ঘটছে।'
'কে বলেছে এসব? যাওনা—চামড়া চালান হয়ে যাবে।' আমার কণ্ঠস্বরে ক্ষোভ আরো বাড়ে। ইসহাক কেশে গলা পরিষ্কার করে, গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলে 'এই তুই বাজে বকছিস, তোর হোয়ে গেছে।'
আমি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে 'না-না' কোরে উঠি।
পাশের টেবিলগুলোর কোলাহল আমাদেরও গ্রাস করে। আমরা শুনতে বাধ্য হোই 'সাইয়া দিলাম আনা রে' বিকৃত কণ্ঠে এই গানটি। জনপ্রিয় অভিনেতা হিজড়া নাচের ভঙ্গিতে হাত পা নেড়ে গানটি গাচ্ছে।
ইসহাক উচ্চ কণ্ঠে একত্মবোধক ধ্বনি করে 'দে মা, দে—' 'ভাও কোরে দে মুরশিদ' আমিও যোগ করি।
পুরো বারটি এবার দুলতে শুরু করে চিৎকারে, গানে, হাত তালিতে। যেন ঝড়ে পড়েছে জাহাজ। এখনি উল্টে পড়বে, ডুবে যাবে। টেবিলের পাশের খোলা জায়গাটুকুতে আমরা নাচতে শুরু করি।
খানিকক্ষন হাত পা ছোঁড়াছুঁড়ি আর গলার ব্যায়ামে কিছুক্ষনের মধ্যেই প্রায় সকলেই পোতায়ে যায়। যে যার আসনে বোসে পড়তে থাকে। রেখে যাওয়া গ্লাস কার কোনটি তা নিয়ে সামান্য বির্তকও হয়। এক সময় দেশ নিরবতা নেমে আসে। কেন্দ্রীয় ক্যাসেটে তখন 'ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলের জলে ঢেউ খেলিয়া যায় রে . . .'
আমার মাথার মধ্যে ঝিলমিল ঝিলমিল 'একটা গন অভ্যুত্থান খাই দোস্ত?' আমি মিনতি জানালাম। কিবরিয়া হাত তুলে ডাকে 'এই ভিনসেণ্ট, দুইটা গন অভ্যুত্থান।' ভিনসেণ্ট কিছুটা ছুটে পাশে আসে 'জী স্যার।'
আমি তর্জনি নাচিয়ে বলি 'গনঅভ্যুত্থান—দুইটা, ইসহাক চলবে নাকি?' ইসহাক মাথা নাড়ে।
ইবলিশটা আবার ওর ঘাড়ে চেপেছে। ইসহাকের মাথাটা ঝুলে রয়েছে বুকের উপর। হঠাৎ ভিনসেণ্ট খুশিতে বোলে ওঠে 'ওহ স্যার, ভ্যাট সিক্সটি নাইন!' প্রথমে বুঝতে পারি নাই। এটাই লাস্ট? দশটা পঁচিশ বাজে। কিবরিয়া ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আঙুল তুললো 'হ্যা লাস্ট, বিল দাও। ওহ্ লাস্ট—গনঅভ্যুত্থান—'
বেশ কিছুদিন থেকে আমরা প্রায় প্রতিটি মদের ডাক নাম দিয়ে ফেলেছি। সোনালি শিশির হলো হুইস্কি। হানড্রেড পাইপার্স হলো বংশীবাদক। ব্লাক ডগ— কালো কুত্তা। নেপোলিয়ান ব্র্যাণ্ডি— নেপো কাকা। জীন হলো পরী। আর বাংলা মদ হলো মাতৃভাষা। আমরা গন অভ্যুত্থানে ঠোঁট ছোঁয়ালাম। কিবরিয়া ইসহাকের সাথে আগামি সাত দিনের প্রোগ্রাম ঠিক করতে থাকলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বিদেশিনীর দিকে চোখ মেলে রাখলাম 'ওহ বেহেস্তবাসিনী!'

আমরা যখন রাস্তায় বেরোলাম তখন মধ্যরাত হতে আর চল্লিশ মিনিট মাত্র বাকি। রাত দশটায়ই ঢাকায় মধ্যরাত নেমে আসে। সুবিধাভোগীরা যে যার কোলাপসিবল মোড়া খাঁচায় ফিরে যায়। সুবিধাহীনেরা উন্মুক্ত খাঁচায়।

আগে মাঝরাতের পর রাস্তায় পুলিশ এবং গনিকাদের সাথে দ্যাখা হতো। এখন কারো সাথেই দ্যাখা হতে চায় না। 'ওই রিশ্‌কা খাড়াও।'

ইসহাকের মাথা বুকের উপর ঝুলে পড়েছিলো। আমি আর কিবরিয়া উচ্চস্বরে গল্প করছিলাম। রিকশার ব্রেক আমাদের চমকে দিয়ে থেমে গেলো। 'তিন জোন উঠছেন্ ক্যা? হালায় নামেন।'

ডাইনে তাকিয়ে দেখি তিনজন পুলিশ। একজন কাঁচাপাকা দাঁড়ি সম্রাট শাজাহানের মতো কোরে ছাঁটা। অন্যজন ঢ্যাঙা। তার ঘাড়ের উপর অনর্থক লম্বা গলাসহ একটি মাথা যেন পুঁতে আছে। বাকি জন ছোটখাটো সুদর্শন। কাঁচাপাকা দাঁড়ি কথা বলছে।

কিবরিয়া চাঙ্গা হয়ে উঠলো। এ ব্যাপারে শরাবের কার্যকারিতা কিংবদন্তির মতো। 'খবরদার গালাগালি করবেন না। আমরা ভদ্রলোক। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স করেছি।'

'রাখেন মিয়া, আপনি তো মদ খাইছেন। ভদ্রলোকে মদ খায় নাকি?' কাঁচাপাকা অস্থির হাত নাড়ে। তার মুখগহ্বর থেকে চর্বিত পানের ভগ্নাংশ ছিটকে আমার গালে এসে লাগে।

ঢ্যাঙা সামনে এগিয়ে আসে 'নামেন আপনারা। থানায় যাতি হবে।'

ইসহাকের মাথা ইতিমধ্যে টনটনে সোজা। আমারও মাথা পরিষ্কার। প্রবীনদের কাছে শুনেছি পুলিশ সামনে এলে নেশা ছুটে যায়–আজ হাড়ে হাড়ে তার প্রমান পেলাম।

'কেন, থানায় যাবো কেন? আমরা কি চোর ডাকাত নেকি?' ইসহাক কথা বলে।

'কি করেন আপনি?' ঢ্যাঙা ইসহাকের দিকে মনোযোগ দেয় এবার।

'লেখক।'

'কি লেখেন? সাংবাদিক? কোন পত্রিকায় লেখেন?

'গল্প লিখি। সংগ্রাম আর ইনকিলাব ছাড়া অন্য সব কাগজে লিখি।' ইসহাক কণ্ঠে অনুরোধ মেলায় 'দ্যাখেন, রাত অনেক হইছে, আমরা এবার যাই।'

কাঁচাপাকা ধমকে ওঠে 'থানায় চলেন'।

কিবরিয়া তর্কের অবতারনা ঘটায় 'আমরা কি নুইসেন্স করেছি নাকি? থানায় নেবেন কেন?'

'আপনি কি করেন?' ঢ্যাঙার প্রশ্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'সিনেমার প্রডিউসার।' কিবরিয়া উত্তর দেয়।
এবার আমার দিকে ফেরে ঢ্যাঙা 'আপনি?'
আমি কাচুমাচু 'হবু নায়ক। মানে অহনও চান্স পাই নাই'।
'মদ খাওয়া নিষেদ আপনারা জানেন না?' ছোটখাটো এতক্ষনে মুখ খোলে।
'জানবো না কেন। আমরা যারা মাথার কাজ করি তাদের এ-জিনিশ না হলে চলে না— বুঝলেন। আমাদের থানায় নিয়ে কোনো লাভ হবে না। তার চে' চা খাওয়ার জন্য কিছু নেন।' ইসহাক নিম্ন কণ্ঠে এবার কিবরিয়াকে বলে 'দোস্ত, তিরিশটা টাকা দিয়ে দে।'
'তিরিশ টাকা দিলে রিকশা ভাড়া কম পড়বে। বিশ টাকা দিই?' কিবরিয়া কিছুটা সংকুচিত।
ঢ্যাঙা খ্যাক খ্যাক কোরে ওঠে 'ভিক্ষুক পালেন নাকি আমাদের? চলেন থানায় চলেন।'
ইসহাক নম্রতা বাড়ায় কণ্ঠে 'আমাদের কাছে আর টাকা নেই। এই বিশ টাকাই দেয়া যায়, নেন।'
হঠাৎ আমার কানের পাশে ছোটখাটোর ফ্যাশ ফ্যাশ 'শ তিনেক টাকার ব্যবস্থা করেন। বাসা কই আপনার?'
আমি পারলে শুয়ে পড়ি এরকম কাকুতি ঢালি গলায়, 'বিশ্বাস করেন, আর টাকা নেই আমাদের কাছে। বাসায় গেলেও টাকা পাওয়া যাবে না।' কাঁচাপাকার দিকে আঙুল তুলে বলি 'ওনারে একটু বোঝান, আমরা গরীব মানুষ, থানায় নিয়ে শুধু শুধু ঝামেলা করবেন কেন? আর আমরা তো কোনো অন্যায় করিনি।'
'এই রিশ্কা যা'— কাঁচাপাকা রিকশাটি বিদায় করলো। 'আপনারা দাঁড়ান এখানে।'
আমার মাথার মধ্যে আবার মিজামিল শুরু হয়ে গেছে। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে এবং কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। তাকিয়ে দেখি ইসহাকের মাথা আবার ঝুলে পড়েছে বুকের উপর। কিবরিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ, পুলিশের হয়রানি এসব বিষয়ে বক্তৃতা শুরু কোরে দিলো। আর আমি তারস্বরে সরকারি নিষেধাজ্ঞা এবং সামাজিক অনুশাসনকে গালিগালাজ করতে লাগলাম।
আমি কাঁচাপাকার কাছাকাছি এগিয়ে গেলাম 'চাচা, বেহেস্তে গেলে তো শরাবুন তহুরা খাইতে দেবে তাই দুনিয়া থিকাই অভ্যাসটা পাকা কইরা যাইতাছি। শেষে খাইতে বইসা যাতে লজ্জায় না পড়ি। বুঝলেন।'
কাঁচাপাকা কিছু না বোলে কটমট কোরে আমার দিকে তাকালো, আমি বিনীত হলাম, জানাশোনা কোনো হুরি আছে নাকি চাচা?'
'ইয়ার্কি করেন আমার লগে? একদম চুপ যান। শালার পেট্রোলটা আছে না কেন্?'
অদৃশ্য নিয়তি যেন কাঁচাপাকার প্রার্থনা শুনতে পেয়েই একটা লরি পাঠিয়ে দিলেন। আমাদের গা ঘেঁষে ব্রেক কষলো লরিটি। সামনের জানলা দিয়ে একটি পুলিশ অফিসারের ক্যাপ পরা মুখ বের হয়ে আমার দিকে তাকালো, আমিও চেয়ে আছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আরে বিশ্ব! আরে তুই!' ক্যাপ এবং আমি দুজনেই বিস্ময়, আনন্দ আর উল্লাস মেশানো গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম। বিশ্বজিৎ আমার সহপাঠি ছিলো।

সিনেমার নায়িকারা সংকটে পড়লে নায়কগন যেভাবে ঠিক সময়টিতে উপস্থিত হয়ে বিপদমুক্ত করে, পুলিশ লরিতে বিশ্ব-র উপস্থিতি আমার কাছে অনেকটা সেরকম মনে হলো। হাফ ছাড়লাম, মনে মনে বল্লাম 'যাক বাবা এ যাত্রা বাঁচা গেলো। হাজতে আর মশার কামড় খেতে হচ্ছে না।'

'ব্যাপার কি?' বিশ্ব মূল প্রসঙ্গে ঢোকে।

আমি কিছুটা হে হে কিছুটা বন্ধু সুলভ কণ্ঠে বলি বুঝতেই তো পারছিস। সাকুরা থেকে আসছিলাম–এরা ডেকে আটকেছে।

'ফাউল টাউল করিস নি তো কিছু?' বিশ্ব আমার কাছে জানতে চায়। আমি কিছু বলার আগেই সে ঢ্যাঙার দিকে ফিরে বলে 'কি ব্যাপার রহিম?'

ঢ্যাঙা গলায় এক ধরনের ঝাঁজ নিয়ে আসে 'স্যার, এরা মদ খাইছে। মাতলামি করতিছিলো। এহনও গালিগালাজ করিছে।'

'আরে বাদ দাও, এরা ভদ্রলোক। এই লেখক শিল্পী তো–'

বিশ্ব বাক্যটি অসম্পূর্ন রেখে এক বিশেষ অভিব্যক্তি দিয়ে বাকিটা বোঝাতে চায় এবং ওদের কিছু বলার আগেই সে আমাদের লক্ষ্য করে ডাক দেয়, 'এই যে, আপনারা ওঠেন। কোথায় যাবি তোরা? খবর টবর কি তোর? সেই আগের মতোই আছিস এখনো!'

বিশ্বের কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে শুধু বল্লাম 'মগবাজার মোড়ে নামায়ে দিস।' বোলেই আমি লরির পেছনে ছুটে গিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়লাম। কিবরিয়া, ইসহাক আমার আগেই উঠে পড়েছে। লরিটা চলতে শুরু করলো।

পরস্পরের দিকে পরম স্বস্তিতে আমরা তাকালাম। কিবরিয়া ফোঁস কোরে সিগারেট ধরালো। দ্যাখাদেখি আমি আর ইসহাকও সিগারেট জ্বেলে সুখটান দেয়ার চেষ্টা করতে লাগলাম। 'আচ্ছা দোস্ত' আমাদের আজকের এই কাহিনীটা নিয়েই তো একটা ছবি করা যায় তাইনা? আমি বেশ বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে উঠি।

ইসহাক নড়েচড়ে বসে। কিবরিয়া প্রথমে ঠোঁট কামড়ে গম্ভীর হয় তারপর বলে 'মন্দ হয় না।' শুধু বারে একটা হিরোইন ক্যারেক্টর সেট কোরে দিলেই, ব্যাস!'

সময় এসে গেছে। আমার ব্যাপারটা কমফার্ম করা দরকার। আমি নিবেদিত কণ্ঠে বলি 'দোস্ত, এই ছবিতে আমার ক্যারেক্টরটা কি আমাকে দিয়ে করানো যায় না??

০২.১২.৯৬ মিঠেখালি মোংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইতর

১.

প্রখ্যাত কথাশিল্পী সৈয়দ বাবর আলী তাঁর কথা রেখেছে। এতোটা শরীফা সাব্রীন ভাবতেও পারেনি। বাবর যে এতো শিগ্রি তার সাথে এরকম ভাবে জড়িয়ে যাবে তা সত্যিই শরীফার কল্পনার বাইরে ছিলো। এক ঝলক হালকা খুশির হাওয়ায় ঝরঝরে হয়ে ওঠে শরীফার মন।

শরীফা সৌন্দর্য সচেতন মেয়ে। তবে আত্মনির্ভরশীল একটি বিজ্ঞানসম্মত পেশায় যুক্ত থেকেও রূপ নিয়ে গর্ব করার মতো মধ্যযুগীয় মূর্খতাকে এখনো সে ত্যাগ করতে পারেনি। সচেতন উদাসিনতায় সে নিজেকে প্রকাশিত করতে অভ্যস্ত। তবে সে সুন্দরী। চেহারায় খুব একটা ঘষামাজা না কোরেও তার সুগঠিত দীর্ঘ শরীরের জন্যে সে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষন করে। আর এ জন্যেই ভেতরে ভেতরে এক নীল অহংকার তার অজান্তেই দানা বেঁধে উঠেছে।

'সত্যিই অপূর্ব লাগছে তোমাকে। আর তোমাকে যতো দেখছি ততোই নিজের উপর নিয়ন্ত্রন হারিয়ে ফেলছি আমি।' হাসতে হাসতে বলে আফসার।

ওরা মুখোমুখি বসেছিলো আফসারের অপিসে। আফসার হোসেন একজন সরকারী কর্মকর্তা। ছাত্র জীবনে সমাজ ভাঙতে আগ্রহী একটি ছাত্র সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলো সে। সমাজে অর্থনৈতিক সমতার পক্ষে এবং শোষনের বিপক্ষে বহু মিছিলে সে নেমেছে। পুলিশের তাড়া খেয়েছে। এখন সে গণতন্ত্রের পোষাকে মোড়া সামরিক সরকারের কাগুজে উন্নয়নের মাহাত্য প্রচারের দায়িত্বে নিয়োজিত।

শরীফা নিজের চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসে। সামান্য লজ্জার ভাব নিয়ে আসে মুখে। হাতের বইটি থেকে মুখ তুলে বলে 'সত্যি? তুমি তো সব সময়ই অপূর্ব অপূর্ব বোলে কান ঝালাপালা করো। সত্যি না মিথ্যা কি কোরে বুঝি?' শরীফা নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কিত বিষয়টিকে দীর্ঘায়িত করতে চায়। আফসার টেবিলে ঝুঁকে আসে, আন্তরিকতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে শরীফার হাত ছোঁয়, বলে

'সত্যি, সত্যি, তোমায় প্রথম যেদিন দেখেছি . . . . '

'গানটা কিন্তু খুব সুন্দর।' শরীফা প্রসঙ্গ পাল্টায়।

হাতে একটা ফাইল নিয়ে পিওন ঘরে ঢোকে। আফসার হাত সরিয়ে নেয়। চেহারায় গম্ভীর ভাব ফিরিয়ে আনে। শরীফা হাতের বইটির পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকে।

এটি আফসারের প্রথম কবিতার বই। শরীফাই প্রকাশক। টাকাগুলো জলে গেলো। শরীফা ভাবে। আফসার বলেছিলো বই বের হলে বিক্রির ব্যবস্থা ও-ই করবে। তো সে বলা বলাই। বই বের হবার পর আফসারের কোনো খবর নেই। শরীফা অপিসে খোঁজ নিয়েছিলো। নেই। ছুটিতে বাড়ি গেছে। কবে আসবে? ঠিক নেই। কি আর করা— ব্যাগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভরে কিছু বই নিয়ে ঢাকায় কয়েকটা বই-এর দোকানে দিয়েছিলো শরীফা। বাকি সমস্ত বই তার খাটের নিচে পরম নিশ্চিন্তে জমে আছে এখনো। আফসারকে বোলে বোলে শেষমেশ ক্লান্ত হয়ে ও বিষয়ে ভাবাই ছেড়ে দিয়েছে সে। পিওনটা কাজ সেরে বেরিয়ে যেতে ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে শরীফা আফসারের দিকে তাকায়। আক্ষেপ মেশানো ভেজা কণ্ঠে বলে। 'জানো, আট, আটটা বছর কায়েসের সাথে কাটালাম, একটা দিনও ওর মুখ থেকে শুনিনি–তোমাকে সুন্দর লাগছে। কতোদিন সেজেগুঁজে ওর সামনে ঘুরঘুর করেছি, ও নির্বিকার। চেহারার কথা সরাসরি কি কোরে বলে, জিগ্যেস করেছি, দ্যাখোতো শাড়িটা কেমন লাগছে? ও চোখ তুলে তাকিয়েছে, মুহূর্ত মাত্র দেখেই বলেছে, চলে। আমি জোর করেছি, শুধু চলে? ও বলেছে, বেশতো ভালোই লাগছে। জানো কি যে কষ্ট লাগতো তখন। মন ভেঙে আসতো। আসলে ও কখনোই আমাকে ভালোবাসেনি।'

আফসার মুখে ও কণ্ঠস্বরে গম্ভীর একটি দুঃখ দুঃখ ভাব ফুটিয়ে তুলে বলে 'কায়েস সত্যিই তোমার উপর অবিচার করেছে। তোমার জায়গায় আমি হলে কখনোই ওকে ক্ষমা করতাম না।' রমন সম্পর্কিত দুটি লোকজ শব্দ তার জিভের ডগায় এসে গিয়েছিলো। উচ্চারিত হবার আগেই সে শব্দ দুটো গিলে ফেল্লো। উচ্চশিক্ষিত একজন সুন্দরীর সামনে এ জাতীয় শব্দ উচ্চারন যে অনুচিত আফসারের পদমর্যাদা আর সামাজিক রীতিনীতি তা তাকে শিখিয়েছে। সে চোখে উদাস দৃষ্টি নিয়ে শরীফার দিকে তাকায়। শরীফা মুখ নিচু কোরে নোখের পালিশ খুঁড়ছে। আসলে সে কোনো এক ভাবনায় ডুবে আছে।

'ক্ষমা আমিও ওকে করিনি। তিল তিল কোরে আমি শোধ নেবো।' এ কথা সে ভাবে, মুখে বলে 'আচ্ছা, অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কিছু ভাবছো? আমাকে একটু হেল্প করো না, প্লিজ।'

'ভাবাভাবির আর কি আছে। প্রধান অতিথির সাথে তো কথা বোল্লে। তিনি কনফার্ম। তাছাড়া হাতে এখনো অনেক সময়—তুমিই যথেষ্ট।'

'আসলে তুমি কাজ করতে চাও না, তাই বলো।' শরীফা রুষ্ট হয়। 'এই ধরনের কাজ আমি কখনোই করতে পারি না। টলস্টয়ের বইটা নেবে আজকে?' আফসার চেয়ার ছেড়ে ওঠে। অফিসঘরের লাগোয়া রুমটাই তার শোবার ঘর। পর্দা ঠেলে ঘরে ঢোকে সে। শরীফা একবার তাকিয়ে দেখে টেবিলে রাখা টেলিফোন গাইডের কভারে এটা সেটা লিখতে থাকে। ভাবনায় ডুবে গেছে সে।

শরীফাদের সংগঠন সাহিত্য আসরের আয়োজন করেছে। একটু আগেই টেলিফোনে বাবর আলীর সাথে কথা হয়েছে তার। বাবর প্রধান অতিথি হয়ে আসবে কথা দিয়েছে। বলতেই রাজি। যেন অপেক্ষা কোরে ছিলো কোনো একটা উপলক্ষে শরীফার কাছে আসার জন্যে। কায়েসের সাথে ছাড়াছাড়ি হবার পর বাবর অবশ্য শরীফার কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝেমধ্যে আসবে এরকম কথা দিয়েছিলো। বাবর কথা রেখেছে। এর মধ্যেই বার তিনেক শরীফার কাছে সে এসেছিলো।

শরীফা ভেতরে ভেতরে গর্বিত হয়। বাবরের মতো নামকরা লেখকের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখে মফস্বলের নবীন লেখকরা শ্রদ্ধা মেশানো এক ধরনের গদ গদ ভাব করে তার সাথে। শরীফা চুটিয়ে তা ভোগ করে।

ভাবতে ভালো লাগে দেশের জনপ্রিয়তম লেখকের সাথে তার অন্তরঙ্গতা। বিখ্যাত দুজন গায়ক, টিভির প্রিয় দুজন নায়কের সাথেও তার ভালো জানাশোনা। যাদিও কায়েসের সাথে সংসার করার সময়েই এসব পরিচয়ের শুরু, তবে তখন তা যেন কেমন জড়তা মেশানো ছিলো। মনে হতো যেন কায়েসের স্ত্রী হিশেবেই এই সম্পর্ক। ইচ্ছা মতো ওদের সাথে মিশতেও কেমন বাধতো। তার মধ্যেও যে দু একদিন কারো কারো সাথে বাসায় দ্যাখা করেনি, চাইনিজ খায়নি বা একসাথে বেড়ায়নি এমন না। তবে তা এখনকার মতো নয়।

শুধু সে, ব্যক্তিগতভাবে শুধু তার কারনেই তার সাথে সম্পর্ক—এ-ব্যাপারটা ভাবতেই শরীফার নিজের গুরুত্বও নিজের কাছে বেড়ে যায়। ভালো লাগে। এটাই সে চেয়েছিলো সব সময়। কিন্তু কায়েসের জন্যে তা হয়ে উঠতো না। তার বড্ড গুটিয়ে থাকার স্বভাব। অজান্তে দীর্ঘশ্বাস পড়ে। শরীফা মাথা তুলে সামনে তাকিয়ে দ্যাখে আফসার নেই

'আফসার ভাই—'

'জী বোন' শোবার ঘর থেকে ঠাট্টার সুরে উত্তর দেয় আফসার। কায়েসের সহপাঠী ছিলো সে। আগে শরীফা তার নামের শেষে ভাই যোগ কোরে সম্বোধন করতো। সাম্প্রতিক ঘনিষ্ঠতায় নামের শেষের ভাইটুকু টিকটিকির লেজের মতো টুক কোরে কখন জানি খ'সে পড়েছে।

পুরোনো সম্বোধনে লজ্জা পায় শরীফা। স্বভাবসুলভ উচ্চস্বরে হেসে ওঠে। আর তখনি হাতে 'আনা কারেনিনা' নিয়ে আফসার অপিস ঘরে ঢোকে। বারান্দা থেকে দরোজায় মুখ বাড়িয়ে পিওন জিগ্যেস করে 'জী স্যার?'

শরীফার হাসি অথবা আফসারের উচ্চকণ্ঠ তাকে বিভ্রান্ত করেছে। আফসার উর্ধতন স্বরে বলে 'কি ব্যাপার।'

পিওন অপ্রস্তুত অবস্থায় ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে থাকে। হাসি চেপে আফসার ধমকে ওঠে 'যাও, কিছু না . . .

অতপর শরীফা ও আফসার উচ্চ হাসিতে ফেটে পড়ে। হাত বাড়িয়ে বইটা নেয় শরীফা। আফসার চেয়ারে বসতে বসতে বলে। 'টলস্টয় না পড়লে জীবনের ব্যাপকতা আর মানব মনের গভীরতা সম্পর্কে অনেক কিছুই অজানা থেকে যায়—ভালো কোরে টলস্টয় পড়ো।'

'হুমায়ুন, মিলন, সুনীল এদের লেখাই আমার বেশি ভালো লাগে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মানিক পড়েছো? দস্তয়ভস্কি, চেখভ, হেমিংওয়ে এদের লেখা পড়েছো?'
'পড়েছি—আছে— মোটামুটি। মানিকের পুরো রচনাবলী আছে আমার। বাবর ভাইর গত ঈদের উপন্যাসটা পড়েছো? দারুন!'
'আমার ভালো লাগেনি— ট্র্যাস। ভাষাটা ভালো বোলে পড়া যায়, এছাড়া একেবারে ভুসো মাল।'
'আরে রাখো— সবাই ভালো বোলছে। সুনীলের চিঠি দেখিয়েছে আমাকে বাবর ভাই। সে কি প্রশংসা তার!'
'সুনীল বোল্লেই কি সেটা ভালো হয়ে যায় নাকি?'
'আর তুমি বোল্লেই কি তা খারাপ হয়ে যায়? কে চেনে তোমাকে?' আফসার মনে মনে আহত হয়। প্রকাশ করে না। আর ঠিক এসময় বিব্রতকর বিতর্কের কবল থেকে দুজনকে উদ্ধার করার জন্যেই যেন টেলিফোনটি কর্কশ কণ্ঠে বেজে ওঠে।
'ওহ্ হো, এই, আমি যাচ্ছি।' শরীফা ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায়।
'আরে বোসো না।' আফসার হাত বাড়িয়ে রিসিভার না তুলে ধরে রাখে।
'না। কাজ আছে চলি।'
'বিকেলে আসবা? নদীতে বেড়াতে যাবো।' আফসার প্রলুব্ধ করে।
'না, নদীতে না'—এক মুহূর্ত ভাবে 'এক কাজ করো, গাড়ি থাকবে বিকেলে?'
'হ্যা।'
'তাহলে শহরের বাইরে কোথাও যাবো। ঠিক আছে?' শরীফা বেরিয়ে পড়ে।
আফসার ওর গমনপথের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে রিসিভার কানে ঠেকায়। দারুন শরীর। কায়েসটা চুটিয়ে ভোগ করেছে। শালা লম্পট!

২.

শরীফা বাসায় ফিরে শোনে হাবিব তার জন্যে অনেকক্ষন অপেক্ষা কোরে চ'লে গেছে। খেয়াল হয় ওকে সে আজ আসতে বলেছিলো। কি যে হয়! কিছু মনে থাকে না। কী ভাববে হাবিব! নাহ্ জঘন্য! নিজেকে বার বার গালি দেয় শরীফা।
খান চারেক চিঠি এসেছে। একটা টেলিগ্রাম। প্রথমেই টেলিগ্রামটা খোলে সে। 'ঢাকা আসো'—কায়েস। হু, ঢাকা আসো! মনে মনে ক্ষেপে ওঠে শরীফা। কী আদেশ! আমি যেন এখনো ওর বউ আছি! তু তু কোরে ডাকলেই ছুটে যাবো। এখনো ওর ঔদ্ধত্য যায় না। কী ভাবে কি ও আমাকে! ভুল হয়েছে। শরীফা ভাবে। সম্পর্ক শেষ কোরে আসার পর আবার ওর সাথে গিয়ে থাকা ঠিক হয়নি। আর অতো আবেগ নিয়েও ওকে চিঠি লেখা উচিত হয়নি। কি ভাবে যে সে আবার ওর কাছে গিয়ে থাকলো ভাবতেই অবাক হয় শরীফা। তবে কি কায়েসের জন্যে এখনো তার দুর্বলতা রয়ে গেছে! ভেতরটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খচখচ কোরে ওঠে। পুরুষের আদর পাবার জন্যে কেঁদে ওঠে মন। অনেকদিন সে একা। তার যুবতী শরীর, তার উদ্দাম মনটাকে সে নিংড়ে ফেলতে পারে না।

সে ঢাকা যাবে না। কেন আমি ঢাকা যাবো? কায়েসের কাছে যাবো? অসম্ভব। তিল তিল কোরে যে আমাকে ধ্বংশ করেছে, একফোঁটা ভালোবাসা দেয়নি, অপমানে, অবহেলায় শেষ কোরে দিয়েছে, তার কাছে যাবো? আবার?

ভাবতে ভাবতে সে চিঠিগুলো খুলছিলো। প্রথম চিঠিটা তরুন গল্পকার ইকরামুল হকের। সার সংক্ষেপ হলো—জীবনটাকে যদি আবার পেছন থেকে শুরু করা যেত এই নিয়ে আক্ষেপ। কিছু স্মৃতিচারন। কিছু আবেগে অস্পষ্ট কাছে পাবার প্রস্তাব। শরীফা ভাবে—কায়েস না হয়ে ইকরামুলের সাথে কেন তার প্রেম হলো না! কায়েসের আগেই তো ইকরামুলের সাথে তার চিঠিতে যোগাযোগ হয়েছিলো।

দ্বিতীয় চিঠি উপত্যকা নামের একটি লিটিল ম্যাগাজিন সম্পাদক হারেস রকিবের। বেচারা নাস্তানাবুদ ভাষায় প্রেম নিবেদন করেছে। এক সময় শরীফা তার প্রতি অকাতরে দুর্বলতা প্রকাশ করেছিলো। বেশ খানিক গড়িয়েও ছিলো সম্পর্কটা। মাঝখানে কায়েস এসে উদয় হওয়ায় ব্যাপারটা ছাইচাপা পড়ে যায়। সম্প্রতি আবার তা অগ্নিশিখায় রূপ নিতে চাইছে।

শরীফার বিরক্তি বোধ হয়। পুরুষ মানুষ এতো ন্যাকা ন্যাকা হবে কেন! একি ভাষা রে বাবা! অনুমতি পেলেই যেন পদসেবায় লেগে যাবে সযত্নে চিঠিখানা ভাঁজ করতে করতে শরীফা ভাবে—মন্দ কি, দু- দ'শজন এরকম কাতর বিনীত প্রেমপ্রার্থী থাকলে কোন্ মেয়েরই না ভালো না লাগে!

বাকি চিঠি দুটি মফস্বলের পত্রিকা থেকে লেখা চেয়ে পাঠানো হয়েছে। শরীফার চিন্তায় আবার কায়েস হানা দেয়। কায়েসের সাথে তার সম্পর্কটা তালগোল পাকিয়ে গেছে। উকিলের মাধ্যমে ডিভোর্স লেটার পাঠানোর পাঁচদিন পরেই শরীফা কায়েসের বাসায় ফিরে যায় এবং স্বামী স্ত্রীর মতো থাকতে শুরু করে।

কায়েসের মানসিকতা একেবারেই অস্বাভাবিক। প্রচলিত কোনো নিয়ম নীতিরই সে ধার ধারে না। নারী পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও তার কোনো সংস্কার নেই। উড়নচণ্ডি জীবন যাপনের দিকেই তার অতিমাত্রায় আগ্রহ।

শরীফা লক্ষ্য করে তার ডিভোর্স লেটার কায়েসের বাসায় পৌঁছেনি। উকিলের ঠিকানা লেখায় কোনো ভুলটুল হয়তো থাকবে। ডাক বিভাগের গাফিলতিও হতে পারে। যা হোক চিঠিটা সে পায়নি। তবে বিষয়টা তার অজানা নয়। কারন উকিলের ফি আর আদালত খরচের টাকা কায়েসের কাছ থেকেই শরীফা নিয়েছিলো। শরীফার ঠোঁটের কোনে সামান্য একটু বাঁকা হাসি ঝুলে থাকে। বেশ হয়েছে, ওর টাকা দিয়েই ওকে জব্দ করা হয়েছে।

কিন্তু পরক্ষনেই তার ঠোঁটের বাঁকা হাসি মিলিয়ে গিয়ে শান্ত বিষন্নতায় ছেয়ে যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখখানা। কায়েসকে কি আসলেই সে জব্দ করতে পেরেছে? কায়েস তো নির্বিকারভাবে মেনে নিয়েছে সবকিছু। এখনো পর্যন্ত সে কারো কাছে শোনেনি যে কায়েস তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করেছে। অবশ্য অভিযোগ করার কি আছেই বা কায়েসের? অভিযোগ তো সব একা তারই এবং কায়েসের বিরুদ্ধে।

'কিরে বুবু, কৈ ছিলি? হাবিব ভাই এসে বোসে ছিলো অনেকক্ষন।' ছোট বোন আরিফা বাইরে থেকে ঘরে ঢুকে চিঠিপত্র নিয়ে শরীফাকে ঝিম মেরে বোসে থাকতে দ্যাখে। ফ্রিজ খুলে বোতল বের কোরে জল ঢালে গ্লাসে।

'বেচারাকে এমন নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছিস কেন বলতো? আহা, কতো কথা। তোর চিন্তায় একেবারে অস্থির। পারলে আজই তোকে নিয়ে ঘরে ওঠায়।' আরিফা বাঁকা কোরে হাসে।

'তুই ঝুলে পড় না। ডাক্তার ছেলে, খারাপ কি?' শরীফাও কণ্ঠস্বর বাঁকায়। ভেংচি কাটে আরিফা 'বাহ্-বাহ্ তুই ঝুলে পড় না। কি একখান ছেলে আমার! ভ্যাবলাকান্ত, এক্কেবারে ডাঁসা লালমুলো।'

'লাল মুলোই তো খেতে স্বাদ বেশি। একেবারে গ'লে যায়। চিবোতে পর্যন্ত হয় না। শরীফা উপদেশ দেয়।

আরিফা কৃত্রিমভাবে কটমট কোরে বলে 'চিবিয়ে খেতেই আমার মজা লাগে বেশি। আর তা যদি মাথা হয়, তাহলে তো কথাই নেই।' শরীফা এবার ঠাট্টার সুর পাল্টে স্বাভাবিক হয়। 'বাবর ভাই-র সাথে কথা হয়েছে। উনি আসার জন্যে এক পায়ে খাড়া।'

'তা-ই' আরিফা উল্লসিত হয়ে ওঠে 'উনি এলে আমার একটা কাজের কাজ হবে।'

'এদিকের সব ব্যবস্থা কোরে দিয়ে আমি ঢাকায় যাবো। বাবর ভাইকে নিয়ে অনুষ্ঠানের আগের দিন সন্ধায় এসে পৌঁছাবো।' শরীফা তার পরিকল্পনা জানায়।

'দেখো, আবার গিয়ে যেন কায়েসের বাসায় উঠো না। তোমাকে তো বোঝা ভার।' আরিফা সাবধান করে।

৩.

কলিং বেল টিপতেই কাজের ছেলেটি দরোজা খুলে দাঁড়ায়। ছেলেটি নোতুন এসেছে। শরীফা আগে একে দ্যাখেনি। ছেলেটির প্রশ্নবোধক চাউনিকে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকতেই শরীফা দেখতে পেলো কায়েস ড্রয়িংরুমে বোসে কিছু একটা পড়ছে। একই সাথে বিস্ময়, আক্ষেপ আর বিষন্নতা আক্রমন করলো শরীফাকে। এই ঘোর সন্ধ্যায় কায়েসকে বাসায় পাবে সে ভাবতেই পারেনি। নিজেকে ধিক্কার দিলো শরীফা। কেন এলো সে? এরকম বেহায়াপনার কোনো মানে হয়? সে-ইতো সব সম্পর্ক চুকিয়ে বুকিয়ে গেছে। নিজেকে খুব হ্যাংলা আর কাঙাল মনে হলো। এরকম মনে হতেই বিষন্ন হয়ে গেলো তার মুখখানা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কায়েস মুখ তুলে তাকাতেই শরীফা-কে দেখতে পায়। 'তুমি!' এসো, বোসো। কেমন ছিলে?'

কায়েসের আচরনে বিস্ময়, আনন্দ বা উচ্ছাস কিছুই প্রকাশ পেলো না। সেটি শরীফার জন্যে আরো বেশি মর্মপীড়ার কারন হলো। আশ্চর্য এই লোকটি! শরীফা ভাবলো। কোনো কিছুতেই কি সে খুশি হতে জানে না? এমন কি অনাকাংখিত ভাবে মূল্যবান কিছু পেয়ে গেলেও বিস্মিত হয় না? নিজেকে কী ভাবে সে?

শরীফা একেবারেই যেন কুঁকড়ে গেলো। কায়েসের কথার কোনো উত্তর না দিয়ে তার পাশের সোফায় বোসে ব্যাগটি টেবিলের 'পরে রাখলো। কায়েস তার দিকে তাকিয়ে আছে। ঠোঁটের কোনায় যেন হালকা একটু হাসি মাখানো। এরকম একটা ভাব, যেন সে জানতো শরীফাকে অবশ্যই আসতে হবে। যেন তারই জন্যে এই ঘোর সন্ধ্যায় বোসে অপেক্ষা করছিলো। তা না হলে এখন সে বাসায় কেন! তার তো এখন শুড়িখানা বা বারে থাকার কথা। গা জ্বালা কোরে উঠলো শরীফার। যথাসম্ভব স্বাভাবিকভাবেই সে বোল্লো দেখতে এলাম, কি রকম আছো।

মাথা ঘুরিয়ে ঘরের চারপাশে চোখ বুলালো সে। 'বুক সেল্‌ফটা দেখছি না?'

'ভিতরের ঘরে সরিয়ে নিয়েছি।' কায়েস উত্তর দেয়।

শরীফার মনে পড়ে বুক সেল্‌ফটি বাসায় আনার পর কোথায় রাখা হবে তা নিয়ে কায়েসের সাথে তার ঝগড়া হয়েছিলো। রাতে সেদিন না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলো শরীফা। মাঝরাতে কায়েসের দাম্পত্য আদরে তার ঘুম ভেঙেছিলো। দীর্ঘশ্বাস ফ্যালে শরীফা। 'ওঠো, হাত মুখ ধোও। কখন এলে? ট্রেনে?' কাজের ছেলেটিকে কায়েস চা করতে এবং চায়ের সাথে বিস্কুট দিতে বলে। একটু কেমন দ্বিধা দ্বিধা ভাব নিয়ে শরীফা কায়েসের সাথে শোবার ঘরে ঢোকে।

এক যুগের অর্ধেকেরও বেশি সময় সে এই ঘরে থেকেছে। এই বিছানায় শুয়েছে। এই ঘরের সব কিছুর সাথেই জড়িয়ে আছে তার পছন্দ-অপছন্দ। তার স্মৃতি। তার সুখ। সুখ?

সে কি কখনো সামান্যতম সুখ পেয়েছে? কোনো একটি দিনের জন্যেও কি সে সুখি ছিলো? সুখের একটি কনাও যদি সে কখনো না পেয়ে থাকে তবে এতো দীর্ঘদিন কি ভাবেই বা কায়েসের সাথে সে ঘর করলো? কণ্ঠার ঠিক নিচে কি যেন একটা দলা পাকিয়ে যায় তার। কষ্ট হতে থাকে।

'কৈ দাঁড়িয়ে থাকলে কেন?' কায়েস তাড়া দেয়।

শরীফা সংলগ্ন বাথরুমে ঢুকে দরোজা আটকে দেবার পর জল পড়ার শব্দ আসতে থাকে। কায়েস জানালাগুলোর পর্দা টেনে দিয়ে ঘরে আলো জ্বেলে দেয়। ঘরখানাকে খুব ছোট আর অন্তরঙ্গ মনে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কায়েসের ধারনাও ছিলো না শরীফা হঠাৎ এভাবে তার কাছে আসবে। সে অবাক হয়েছে, খুশিও হয়েছে। কিন্তু সব সময় যেমন হয়, এখনো তার আনন্দ বা বিস্ময় বাইরে থেকে দেখে কিংবা তার আচরনে সামান্যতমও বোঝা যায় না। সে যেন একটা কচ্ছপ। শক্ত আবরনে ঢাকা একটা শরীর। ভেতরের কোনো কিছুই বাইরে থেকে বোঝবার উপায় নেই। সন্ধ্যার পর একটা ককটেলে তার দাওয়াত আছে। কায়েস ভাবলো–না, সে যাবে না। বরং শরীফার সাথেই তার থাকা উচিত হবে। আবার যখন ও ফিরে এসেছে, আলাপ আলোচনা কোরে বিরোধগুলোর মীমাংসা করা যায় কিনা– চেষ্টা কোরে দেখতে দোষ কি?

শরীফা বেরিয়ে আসতেই কায়েস ওকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে থাকে।

'দাঁড়াও, দাঁড়াও, মুখটা আগে মুছে নি।' শরীফা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না। অথবা সে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চায় না।

অনেকদিন বিরতির পরে হলেও ধীরে ধীরে তারা দাম্পত্যের পরিচিত ও অভ্যস্ত রাস্তায় চলতে শুরু করে। পারস্পরিক বিরোধের কথা তাদের মনে থাকে না। তারা ভুলে যায় দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতার কথা। উদ্দাম শরীর তাদের একটি বিন্দুতে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়।

কায়েসের দিকে ফিরে কাত হয়ে শুয়ে আছে শরীফা। একখানা হাত ভাঁজ কোরে মাথার নিচে ঠেস দেয়া। ও তাকিয়ে আছে শুয়ে থাকা কায়েসের চিবুক এবং ঘাড়ের ফাঁক দিকে টেবিলে রাখা চায়ের কাপ, গ্লাস পার হয়ে দেয়াল ঘেঁষে থাকা স্টিলের আলমারির আয়নার উপরের কোনে। স্থির হয়ে আছে চোখ। আসলে শরীফা এসবের কিছুই দেখছে না। বিছানায় সম্পূর্ন ছেড়ে দেয়া শান্ত শরীর। খানিক আগের শারীরিক উন্মাদনায় তৃপ্তি মেশানো ক্লান্তিতে ভেজা ওর মুখ। শান্ত উদাসিন। ভেতরের তোলপাড়ের সামান্য ছাপ নেই বাইরে। নিজের পাছায় সন্ধি বেত দিয়ে আস্থা কোরে পেটাতে ইচ্ছে হয় তার। আবার সেই কায়েসের সাথে শরীরের সম্পর্ক! সেই কায়েস। ক্ষোভে, অক্ষেপে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে ইচ্ছে করে শরীফার। কিন্তু সে কিছুই করে না। খুক কোরে সামান্য একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে শুধু।

কী শুনিতে যে পেয়েছিলো। এসে উঠলো কায়েসের বাসায়। আর একটু আদর পেতেই বিছানায় ল্যাপ্‌টা লেপ্‌টি। তাহলে কি কায়েস তার আগের স্থানেই রয়ে গেছে এখনো তার মধ্যে! হয়তো সমস্ত অবচেতন জুড়েই রয়েছে শয়তানটা।

এটাকে কী বলবে শরীফা? প্রেম? প্রতিশোধ? শরীরের তাড়না? বিকৃত রুচি? কী? কি বলবে একে? আইনের সম্পর্ক, সামাজিক সম্পর্ক সব শেষ কোরে দিয়ে এই যে আবার শরীরের সাথে সম্পর্ক হওয়া এটা কি ঠিক? আইন বা সমাজ কি শরীরের সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রন করে না?

দুজনের ইচ্ছাতে যদি হয় তবে দোষটা কি? আইন বা সমাজের তাতে কীইবা বলার থাকতে পারে? পশ্চিমে তো এসব একেবারেই ডালভাত। শরীফা নিজের প্রতি আশ্বস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়। ব্যাপারটা আসলে সম্পূর্ন মনের। মনের সাথে প্রতারনা না করলেই হলো। আইন, সমাজ এসব দ্যাখানো জিনিশ। ও সবের উপর কোনো শ্রদ্ধা রাখা চলে না। মানতে হয় তাই মানা।

এরকম ভেবে শরীফা মাথার নিচ থেকে হাত বের কোরে সামান্য নড়ে শোয়। কায়েস একবার তাকিয়ে দ্যাখে শরীফাকে, এতোক্ষন সে ছাদের দিকে তাকিয়ে নিরবে ধূমপান করছিলো। আরেকবার চা খেতে পেলে মন্দ হয় না। শুয়ে থেকেই জোরে কাজের ছেলেটার নাম ধরে ডাকতে ইচ্ছে হলো কায়েসের। কিন্তু ডাক দিতে গিয়ে আবার দিলো না। ভাবলো সেটা অশোভন দ্যাখাবে। অথচ সিগারেটটা শেষ না কোরে উঠতেও ইচ্ছে করছে না।

নাহ্ বাবর ভাই-র বাসায়ই যাওয়া উচিত ছিলো। শরীফা ভাবে। যদিও একাই আছেন তিনি এখন। স্ত্রী টি তার পুত্র কন্যা নিয়ে কিছুদিন থেকে যুক্তরাজ্যে বাস করছেন। বাড়িতে নিশ্চয়ই আর দু'একজন নিদেনপক্ষে কাজের মানুষ-টানুষ তো থাকতোই। তা ছাড়া অভদ্রতা মানে জোর কোরে নিশ্চয়ই তিনি কিছু করতেন না। এতোটা বাজে লোক তাকে ভাবাই যায় না। তবে লোকটির ছোঁয়াছুঁয়ির প্রবনতা আছে। জোস্নার রাত, চর জেগে ওঠা বিশাল পদ্মা আর উড়ে যাওয়া বালিহাঁসের পাখার চমৎকার বর্ননা করতে করতে তার হাতদুটি এমনভাবে গা ছোঁয় যে শিরশির কোরে ওঠে সমস্ত শরীর। আর হাত দুখানের যেন চোখ আছে। বেছে বেছে অনুভূতিপ্রবন জায়গাগুলোয় পাখির পালকের মতো পরশ দিয়ে যায়। হঠাৎ কেন জানি আফসারের কথা মনে হয় শরীফার। বেশ হ্যাণ্ডসাম ছেলেটা। পাশাপাশি হাঁটতে ভালোই লাগে। খুব বুদ্ধিমান আর ক্রিয়েটিভ ভাবে নিজেকে। বাইরে একটা দার্শনিক মার্কা ভাব নিয়ে থাকে। আবার নেশাও করে। নাহ্ এই নেশা জিনিশটা দুই চোখে দেখতে পারে না শরীফা। স্নায়ুগুলোকে এ্যাবনরম্যাল বানিয়ে আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা। লাভের মধ্যে স্বাভাবিক শরীরটাকে ধংশ করা ছাড়া আর কিছু না। পাঠ্যপুস্তকের এই ধারনাটিতে শরীফার স্বতসিদ্ধ আস্থা রয়েছে। নেশা সম্পর্কে তার বাস্তব অভিজ্ঞতা যেটুকু তার বেশির ভাগই বাংলা সিনেমা আর নভেল-নাটক থেকে পাওয়া। বাকিটুকু কায়েসকে দেখে।

কায়েস শোয়া থেকে উঠে হেলান দিয়ে বসে। শরীফার চুলে হাত বুলায়। কণ্ঠে নরোম মাদকতা এনে বলে 'টেলিগ্রাম কবে পেয়েছিলে?'

'কবে যেন! সাত আটদিন আগে বোধহয়।' শরীফা একই রকম শুয়ে থেকেই জবাব দেয়।

'এতো দেরি করলে যে?'

শরীফা এবার মাথা তুলে কায়েসের চোখের দিকে তাকিয়ে রহস্যময় হাসে। 'ভাবলে কেন যে তোমার টেলিগ্রাম পেলেই আমি আসবো?'

'বাহ্ এসেছো তো। আগেও তো এসেছিলে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোমার টেলিগ্রামের কারনে আমি আসিনি কায়েস। আমার অন্য কাজ আছে। তুমি আমাকে আসতে বলো কেন? আমাদের সম্পর্ক তো শেষ হয়ে গেছে।'
কায়েস কিছুক্ষন চুপ কোরে থেকে যেন শক্তি সঞ্চয় করে। কিছুটা বাস্তববুদ্ধিসুলভ কণ্ঠে বলে 'সম্পর্ক যেমন শেষ হয়েছে, আমরা চাইলে আবার তা নোতুন কোরে শুরু করতে পারি।'
'সম্পর্ক তো তোমার কারনেই নষ্ট হয়। যা আমি পছন্দ কোরি না, তা-ই তো তুমি বেশি বেশি করো। তোমার অবহেলা আমি সহ্য করতে পারি না।' শরীফা বলে।
'অবহেলা আমিও সহ্য করতে পারি না। ছেলেদের সঙ্গে তোমার মেলামেশার ধরনটাও আমার পছন্দ নয়। আমি লক্ষ্য করেছি ছেলেদের সাথে, সে বয়স্ক হোক আর জুনিয়ার হোক তুমি সব সময়ই একটা নায়িকা-নায়িকা ভাব করো। যেন সবাই তোমার প্রেমিক।'
'আর তুমি যে হাজারটা মেয়ের সাথে শোও, সেটা বলো না কেন?'
'সে সব করি তোমার আচরনের প্রতিশোধ নেবার জন্যে। তোমার আপত্তিজনক মেলামেশার কারনেই সেসব ঘটে!' কায়েসের কণ্ঠে উত্তাপ। শরীফাও ততোধিক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। 'বাজে কথা বোলো না। কিসের আপত্তিজনক?'
'একটা জিনিশ আমি বুঝি না, ইনক্লুডিং মি যাদের সাথে তুমি ঘনিষ্ঠভাবে মেশো তারা সবাই লম্পট হিসেবে বিখ্যাত। বেছে বেছে এদের সাথেই কেন তোমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়? তুমিই ভালো জানো এদের কার কার সাথে তুমি শুয়েছো!'
'উহ্ জঘন্য! থামবে তুমি।' শরীফা প্রায় চীৎকার কোরে ওঠে। এইসব শোনার জন্যে কি আমি তোমার কাছে এসেছিলাম? তুমি বলছো এসব আমাকে? তুমি আমাকে জানো না? এদ্দিনেও আমাকে চেনো না?
'তোমাকে চিনি বোলেই তো বলছি।'
সহসাই দুজনে নিশ্চুপ হয়ে যায়। সিলিং ফ্যানের শোঁ শোঁ শব্দ ছাড়া ঘরে আর কোনো শব্দ নেই। নিজেদের অন্তর্গত ভাবনায় দুজনেই ডুবে থাকে আরো অনেকক্ষন। মাঝে মধ্যে খাপছাড়া দুয়েকটি প্রশ্ন উত্তর ছাড়া প্রায় কোনো কথাই হয় না। পরস্পরের প্রতি আকর্ষনহীন উদাসিনতায় তারা একই রকম আচরন করে।
খাবার টেবিলেও খুব একটা কথা হয় না। নিরবে টেবিলের দিকে চেয়ে শরীফা সামান্য খেয়েই প্লেট ভর্তি খাবার রেখে উঠে পড়ে। কায়েস একবার চোখ তুলে তাকায়। কিছু বলে না। নিজের খাওয়া চালিয়ে যায়। কাজের ছেলেটিকে বাজার এবং রান্না সংক্রান্ত দুয়েকটি কথা বলে কায়েস। তারপর সেও উঠে পড়ে। বেসিনে হাত ধুতে গিয়ে আয়নায় অবাক হয়ে বেশ খানিকক্ষন নিজের প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকে সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪.

সকালে ঘুম ভাঙতেই শরীফা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে বাথরুমে ঢোকে। আটটা বেজে গেছে। একটু সকাল সকাল না গেলে বাবর ভাই আবার বেরিয়ে পড়তে পারেন। ভাবতে ভাবতে বেসিনে কল খুলে মুখে পানির ঝাপটা দিতে থাকে সে। ঢাকায় যে উদ্দেশ্যে আসা সে কাজগুলোই আগে সারা দরকার। প্রথমে বাবর ভাই। তারপর দুপুরে হেমায়েত হাসান। তাকে কয়েকটি লেখা দিতে হবে। প্রেস ক্লাবে হেমায়েতের সাথে লাঞ্চ। সম্ভব হলে সন্ধ্যায় হারেস রকিবের বাসা। ইকরামুলকে টেলিফোন কোরে আগামি কালের জন্যে প্রোগ্রাম ঠিক করতে হবে। ওর বাসায় যাওয়া ঠিক হবে না। বার দুয়েক ওর বাসায় সে গিয়েছে কিন্তু ওর বউটি তা পছন্দ করে না। কিরকম চোখে যেন তাকায়। মোটামুটি দুদিনের প্রোগ্রাম সাজিয়ে ফ্যালে শরীফা।

পোষাক পাল্টে মুখে সামান্য প্রসাধন করে সে। ব্যাগ গোছায়। কায়েস ঘুম জড়ানো চোখে শরীফাকে দু একবার দ্যাখে। শরীফা দুহাতে মশারির একপাশ উঁচু কোরে কায়েসকে ডাকে।

'আমি যাচ্ছি।'

কায়েস চোখ ম্যালে। দৃষ্টিতে কিছুটা ঘুম আর কিছুটা বিস্ময়।

'এখন কোথায় যাবে? নাস্তা খেয়ে যাও।'

'না কাজ আছে।' শরীফা ব্যস্ততা আনে কণ্ঠস্বরে।

'কি কাজ? দশটার দিকে এক সাথে বেরুবো। এখন যেও না।'

'আছে। না, আমি এখুনি বেরুচ্ছি।'

শরীফা এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকে যেন কায়েসের সম্মতির জন্যে সে অপেক্ষা কবছে। আসলে সে কিছু একটা ভাবছে। কায়েস বালিশে মাথা গুঁজে উপুর হোয়ে শোয়।

শরীফা আরো কিছুক্ষন দাঁড়িয়ে থেকে মশারির তুলে ধরা পাশটা ছেড়ে দেয়। সরে এসে ব্যাগ থেকে তাদের অনুষ্ঠানের একটা কার্ডে কায়েসের নাম লিখে টেবিলে রাখে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়। আশ্চর্য! সাধারন সৌজন্যবোধটুকুও নেই লোকটার মধ্যে! অচেনা অতিথিকেও তো বাসা থেকে বিদায়ের সময় লোকে দরোজা পর্যন্ত আসে। সৌজন্য আলাপে বিদায় দেয়। অলসটা শুয়েই থাকলো! শুয়ে শুয়েই যেন জীবনটা কাটাতে চায়। অকর্মা, অপদার্থ একটা। কিছু একটা যদি করতে পারতো তা হলে বুঝতাম। কী ভুলটাই না হয়েছিলো এর সাথে জীবন জড়িয়ে। শরীফা ভেবে স্বস্তি পায়। যাক, শেষমেশ ভালোয় ভালোয় সম্পর্কটা চুকানো গিয়েছে।

কায়েসের মতো একটা লম্পটের সাথে থেকে নিজের কেরিয়ারটা নষ্ট করার কোনো মানেই হতো না। সমাজ বদলের নামে ছোটলোকদের সাথে মিশে মিশে নিজেই ইতরে পরিনত হয়েছে সে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসলেই, এই সমাজে উচ্চশিক্ষিত একটি সুন্দরী মেয়ের সাথে যেরকম আচরন করতে হয় কায়েস তার কিছুই করেনি। করতে চায়ও না। সাধারন বাস্তববুদ্ধিটুকু যার নেই তার আবার বড়াই!

সত্যি, কায়েস রসুল একটা নির্ভেজাল ইডিয়ট।।

০১.০২.৯৭ রাজাবাজার, ঢাকা।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিঃসঙ্গতা

ভাগ্যরেখাহীন করতলের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় ওর হাতটাকে আর হাত মনে হয় না। হাতের অন্যান্য সব রেখাগুলো ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে যেতে থাকে। ভেসে উঠতে থাকে একটি বিশাল মাঠ; যার বুকের উপর ঘন লোমের মতো রাশি–রাশি ঘাসের চুড়োগুলো রোদের কড়া ঝাঁজে হলদে হয়ে উঠেছে—তবু ওদের দেখতে সজীব মনে হয়। যতো দূর চোখ যায় কোথাও কোনো একটি গাছও নেই। শুধু হাতের রেখার মতো আঁকাবাঁকা তামাটে মাটির কতোগুলো রাস্তা, কোনোটা আয়ুরেখার মতো, কোনোটা শির-রেখার মতো ঝলমল করছে। ওই হাতের রেখার মতো মাটির রাস্তাগুলোকে সে সাজাতে চেষ্টা করে। সাজাতে-সাজাতে এক সময় সে আর ভাগ্য রেখাটাকে খুঁজে পায় না। ভাগ্য রেখার মতো ওই রকম কোনো রাস্তাও ওই মাঠে সে কোথাও দেখতে পায় না। তার খুব কষ্ট হয়। মনে হয়—শৈশবে, বাগানে আমলকি পাড়তে গিয়ে সে বহুবার পথ হারিয়ে ফেলতো। ছোট্‌দি-কে ডাকতে-ডাকতে তার কান্না পেতো—কণ্ঠস্বর ভেজা মনে হতো—চারপাশে সারি-সারি গাছ, বাঁশের ঝাড়, হলদে লতার ঝোপ সব কিছুই ঝাপসা হয়ে আসতো, তার গলা ফাটিয়ে চিৎকার কোরে ডাকতে ইচ্ছে হতো ঃ ছোটদি আমি পথ হারিয়ে ফে-লে-ছি...

শৈশবের মতো তার কণ্ঠস্বর ভেজা হয়ে আসে, কণ্ঠের নিচে খুব ব্যথা করে—সেই নিঃশব্দ শূন্যতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার চিৎকার কোরে কাউকে ডাকতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু সে সারা বিশাল মাঠের কোথাও ভাগ্যরেখার মতো রাস্তাটিতে দেখতে পায় না। এক সময় সে ছুটতে শুরু করে। তার পায়ের আঘাতে ঘাসগুলো দুমড়ে মুচড়ে যায়। কখনো ছোট-ছোট মাটির ডেলা ছিটকে পড়ে আশেপাশে। তবু সে ছুটতে থাকে। টের পায় না, কপালের উপর বিন্দুবিন্দু ঘাম জমে উঠছে—উদ্বিগ্ন চুল গুলো চমকে-চমকে ছড়িয়ে পড়ছে মাথার চারপাশে। সে বুঝতে পারে না তার পায়ের কোন-কোন স্থান ছড়ে গেছে—চিকোন লাল ফিতের মতো নেমে আসছে রক্তের ধারা। সে কিছুই বুঝতে পারে না। সে কিছুই টের পায় না। হঠাৎ গানের শব্দে সে দ্যাখে সে তার হাতের তালুতে তাকিয়ে আছে। ভাবে, হাতের ভেতর সে এ-সব কি দেখছিলো! কতোখন ধরে সে তার হাতের দিকে এইভাবে তাকিয়ে রয়েছে! কেউ তাকে এ-অবস্থায় দেখলে নিশ্চয়ই পাগল ভাবতো। মনে-মনে খুশি হয়, যাক কেউ দেখতে পায়নি। মাঝে-মাঝে নিজেকে পাগল মনে হয় তার। একদিন ক্লাস শেষে বন্ধুরা বোসে গল্প করছিলো। প্রথম থেকেই ও কোনো কথা বলছিলো না। বন্ধুদের কেউ একজন বলেছিলো 'আমরা একটা নষ্ট যুগের মধ্যে জন্ম নিয়েছি। না পারছি শিকড়ের পচা প্রশাখাগুলোর মায়া ছাড়তে, না পারছি নোতুন মাটিতে শিকড় গাঁথতে'। কে যেন প্রতিবাদ করলো ঃ শিকড়ের পঁচা প্রশাখা বলছো কেন? পুরো মূলটাই তো পচা নষ্ট। প্রথম বন্ধুটি বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উঠলো ঃ তা হলে কি তুমি বলতে চাও তোমার জন্মও নষ্ট? তুমি তো তোমার হেরিডিটিকে অস্বীকার করছো তা হলে।

'আমিতো তা বলছি না—আমি কেন, পৃথিবীর প্রতিটি শিশুর জন্মই সঠিক এবং শুদ্ধ কিন্তু যে-মাটিতে সে শিকড় গাঁথছে সেই মাটিই তো রোগাক্রান্ত, সেই মাটিইতো ব্যাধি।'

কয়েক মুহূর্তের জন্যে নীরবতা নেমে এসেছিলো ওদের আলোচনায়। হঠাৎ লক্ষ্যহীনভাবে ও বলে উঠলো ঃ ছোটবেলায় প্রায়ই আমি বাগানে আমলকি পাড়তে গিয়ে পথ হারিয়ে ফেলতাম। আমার কান্না পেতো। অন্য সবাই ঠিকই পথ চিনে বাড়ি আসতো, কিন্তু আমি পারতাম না। একা-একা চোখ মুছতে মুছতে হলদে পাখির ডাক শুনতাম—টুনটুনির ছুটোছুটি দেখতাম কড়ুই চন্দনের ডালে, কিন্তু কিছুতেই কণ্ঠের নিচের কষ্টটা কমতো না। চারিদিকে ধীরে ধীরে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসতো। আমার গলা ফাটিয়ে চিৎকার কোরে ডাকতে ইচ্ছে হতো—ছোট্‌দি, আমি পথ হারিয়ে ফে-লে-ছি। সেদিন সবাই ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলো। ওদের নির্বিকার চোখের দিকে তাকিয়ে ওর মনে হয়েছিলো— ওরা কেউই ওকে বুঝতে পারে না।

গানের শব্দ আরো স্পষ্ট হয়। পাশের বাসার আইবুড়ো মেয়েগুলো রেকর্ড প্লেয়ার বাজাচ্ছে। ও বুঝতে পারে না মানুষেরা গান শোনে কেন। গান শুনে কি হয়। ও কোনোদিন গান শুনতে ভালোবাসে না। গানের সুরগুলো যখন বেজে-বেজে কখনো হালকা অস্পষ্ট, কখনো বা উচ্চগ্রামে আসতে থাকে তখন ওর মনে হয় কয়েকশো চিকোন কালো-কালো সাপ ফনা তুলে এঁকে বেঁকে তাকে গ্রাস করতে এগিয়ে আসছে। আবার তার মনে হয় পাশের বাসার ওই সব সুন্দর বুক আর নিতম্বধারী মেয়েরা সারাদিন কি করে! ওদের বিয়ে হয় না কেন! ওরা কী কোনো পুরুষকে আজো ভালোবাসতে পারেনি। ওরা কিভাবে অমন সুন্দর দেহখানা বিছিয়ে ঘুমায় ওর ভীষন দেখতে ইচ্ছে করে। স্নানঘরে যখন ওদের শরীর থেকে একটা একটা কোরে শেষ কাপড়টি পর্যন্ত খসে যায় তখন কী ওরা নিজের দেহের সুন্দর রেখাগুলো, ভাঁজগুলো, মসৃন ত্বক ইত্যাদি দেখতে-দেখতে বিভোর হয়ে যায়। অথবা ওরা কী করে।

মীমাংসাহীন চিন্তাগুলো ওকে কসাইয়ের মাংশ কাটার মতো কুচি-কুচি কোরে কাটতে থাকে। ওর ইসা কসায়ের কথা মনে পড়ে। ময়দার বস্তার মতো কি রকম ভোটকা মোটা শরীর, সারামুখে দাঁড়ি না-কামানোর চিহ্নগুলো শুঁয়োপোকার মতো দেখতে। নিচের ঠোঁটটা ঈষৎ ঝোলানো। দেখতেই ভীষন কুৎসিত লাগে। মনে হয় পাগলা কুকুর—জিব বেয়ে লালা ঝরছে। এই ইসা কসাই মুক্তিযুদ্ধের সময় কতো মানুষ খুন করেছিলো। ভাবতে শিউরে ওঠে ও। তাড়ি আর সস্তা বাংলামদ খেয়ে ইসা তার মাংশ-কাটার লম্বা ভোজালি হাতে ঘুরতো রাস্তায়। কোনো হিন্দু পেলে অথবা কাউকে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহ হলে তার চুল ধ'রে হিঁচড়ে টেনে নিয়ে যেতো নদীর পাশে। তারপর . . . আর ভাবতে পারে না সে। দু'তিনজনকে এভাবে সে মারতেও দেখেছে। ও বুঝতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে না কেন মানুষ মানুষকে খুন করে। একজন মানুষকে কিংবা কয়েকশো জনকে কিংবা কয়েক হাজার কয়েক লক্ষ কোটি মানুষকে খুন কোরে ফেললে কি পৃথিবীতে শান্তি হয়। পৃথিবীর কোনো দুঃখ থাকে না তাহলে!

কিন্তু কই? প্রথম মহাযুদ্ধে তো কয়েক লক্ষ লোক মারা হলো—হিরোশিমায় মারা হলো—বাংলাদেশে মারা হলো ইন্দোনেশিয়ায় চিলিতে— ভিয়েতনামে— পানিপথে—ট্রয়ে . . . তবু পৃথিবীর শান্তি হয় না কেন! স্বস্তি হয় না কেন! তা হলে কি লাভ এতো মানুষ খুন কোরে?

পাশের বাসায় কে যেন কাউকে চিৎকার কোরে ডেকে উঠলে ওর আচ্ছন্নতা কেটে যায়। বিস্মিত চোখে তাকায় ঘরের ভেতরের চারদিকে। দু'হাতের তালু দিয়ে চোখ মোছে। উপরে হাত তুলে আলসেমি ঝেড়ে টেবিল থেকে সিগারেট নিয়ে আগুন জ্বালায় তাতে। সে-সময় সে কিছু ভাবে না। তার কেমন ফাঁকা-ফাঁকা মনে হয়। একগাল ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়াতে ও তাকায় সামনের দেয়ালের দিকে। অনেকদিন চুনকাম হয়নি বোলে দেয়ালের রঙ ঝরে গেছে। ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে মেটে রঙের বালির পলেস্তারা। দেয়ালে একটা টিকটিকি দেখতে পায় ও। টিকটিকিটা শিকার ধরার জন্যে গুম মেরে সেঁটে আছে দেয়ালের সাথে। একটু একটু লেজ নাড়াচ্ছে কখনো। একটু এগিয়ে আসছে। মাথা নেড়ে দেখছে চারদিক। ঘরের লালচে আলোয় এই টিকটিকিটাকে ওর একটা হত্যাকারীর মতো মনে হয়। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ইসা কসাইয়ের রগরগে লাল চোখ। হাতে ভোজালি। অত্যধিক নেশায় টলায়মান শরীর।

হঠাৎ একটি নীলচে প্রজাপতি পত পত করতে করতে ঘরে ঢুকে পড়ে। উড়তে থাকে এলোমেলো। নীলচে ডানার নিচে হলুদ শরীরটা খুব মোলায়েম আর তুলতুলে দেখতে। শান্ত হয়ে প্রজাপতিটি এবার দেয়ালে বসে। নড়ে ওঠে টিকটিকির শরীর। গুটি গুটি এগুতে থাকে। ওটাকে দেখতে সেইসব সতর্ক খুনীদের মতো মনে হচ্ছে। চমকে ওঠে ও। ওই সুন্দর প্রজাপতিটিকে খুন করবে ওই টিকটিকিটা।

কলেজে পড়া অনিল। কেবল গোঁফ গাঢ় হচ্ছে। চোখে মুখে উজ্জ্বল প্রত্যয়। ননীর মতো টকটকে রঙ। ওইতো ওর দিকে ইসা কসাই এগিয়ে যাচ্ছে, হাতে ওর চকচকে ভোজালি। প্রজাপতিটির খুব কাছে এসে পড়েছে টিকটিকিটা। ওর সমস্ত শরীরে রক্ত হিম হয়ে যেতে থাকে। ওর মধ্যে প্রবল একটা ইচ্ছা হাত-পা বাঁধা অবস্থায় চিৎকার করতে থাকে। এই হত্যা ঠেকানো উচিৎ।

ওই টিকটিকিটাকে এই মুহূর্তে তাড়া দেয়া উচিত। নইলে সুন্দর নীলচে প্রজাপতিটিকে ওটা খুন কোরে ফেলবে। প্রজাপতিটিকে বাঁচানো যাবে না।

অনিলকে পালাতে বলছে না কেন কেউ ! কেউ ইস কসাইকে বাধা দিচ্ছে না কেন! ইসা অনিলকে খুন কোরে ফেলবে। এভাবে ও অনেক মানুষ খুন করেছে। গ্রাম থেকে আক্কাস এসেছিলো ওর মা-র জন্যে ওষুধ নিতে। ইসা তাকেও খুন করেছিলো। ওকে কেউ বাধা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিচ্ছে না কেন! সবাই তো জানে ও খুনী। ও মানুষ খুন করে। গহর মাঝিকে তো ও-ই খুন করেছিলো। গোবিন্দ-র বউকে তিনদিন আটকে রেখে সকাল বেলায় সবার সামনে ফেরিঘাটের জেটিতে জবাই করেছিলো—কেউ ওকে বাধা দেয়নি। সবাই বুঝতে পারছে এখনই একটা খুন হবে। ইসা কসাইয়ের ওই পশুর মাংশ-কাটা ভোজালিটা এক মুহূর্ত পরেই অনিলকে কেটে টুকরো-টুকরো কোরে ফেলবে। অনিল বুঝতে পারছে না তাকেই খুন করা হবে। ও কেমন হাসছে। কথা বলছে। হাত নেড়ে নেড়ে কি যেন বোঝাচ্ছে দোকানিকে। দোকানি, তুমি তো জানো সব, তবু অনিলকে পালাতে বলছো না কেন। তোমার মুখ তো ফ্যাকাশে পাণ্ডুর হয়ে উঠেছে। ওতো জানে না ওর দিকে হত্যার ষড়যন্ত্র ছুটে আসছে। মৃত্যু ওর পাশটিতে এসে দাঁড়িয়েছে—কাঁধে হাত রেখেছে। তবুও ও বুঝতে পারছে না— সুন্দর হাসছে— কথা বলছে।

পাখা দোলাচ্ছে কি চমৎকার প্রজাপতিটি। পাখায় আলো পড়ে চিকচিক করছে রূপোর মতো। ওকে ওই নৃশংস টিকটিকিটা খুন করবে। ওকে ওই ঘৃন্য ইসা কসাই খুন করবে। সবাই রক্ত উঠে যাওয়া মুখ আর শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাওয়া কণ্ঠ নিয়ে তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখবে এই হত্যাকাণ্ড। কেউ কোনো প্রতিবাদ করবে না—বাধা দেবেনা। সভ্যতার প্রকাশ্য রাজপথে একটা ইসা কসাই একটা টিকটিকি একজন অনিলকে একজন প্রজাপতিকে হত্যা করবে অথচ ইসা কসাইয়ের থেকে শতগুনে বলবান মানুষেরা, টিকটিকির থেকে শতগুনে বলবান এই মানুষটি তার বাধা দেবে না। অনায়াসে একটি নির্মম হত্যাকাণ্ডকে ঘটে যেতে সাহায্য করবে এই সব মানুষেরা— এই মানুষটি।

চরকার মতো সমস্ত পৃথিবীটা ওর চোখের সামনে ঘুরতে থাকে। ও দ্যাখে হিরোশিমা থেকে কুণ্ডলি পাকিয়ে-পাকিয়ে কালো ধোঁয়া উড়ে ঢেকে দিচ্ছে ওর মুখ। শত শত লাশের পাশে ওর অক্ষম দাঁড়িয়ে থাকা। শকুন এসে বসেছে ওর মাথায়। ঠুকরে-ঠুকরে মাথার ঘিলু বের কোরে খাচ্ছে। অসংখ্য কালো কুকুর ওর দেহ থেকে ছিঁড়ে খাচ্ছে মাংশ, কামড় বসাচ্ছে হাড়ে।

ও কাউকেই ঠেকাতে পারছে না। সমস্ত পৃথিবীর বর্বর ইসা কসাইয়েরা ভোজালি হাতে ছুটে আসছে ওর দিকে। সমস্ত পৃথিবীতে ও একা। হাত-পা বাঁধা। যাতে চিৎকার করতে না পারে তার জন্যে মুখে গুঁজে দেয়া কাপড়। ও কথা বলতে পারে না— ও বাধা দিতে পারে না— ও প্রতিবাদ করতে পারে না। নিজেকে ওর বস্তির পাশে পড়ে থাকা মৃত বিড়ালের মতো ঘৃন্য মনে হয়। নিজেকে ওর পলাশীর মাঠে কয়েক সহস্র সৈন্য নিয়ে নিষ্কর্মা দাঁড়িয়ে থাকা মীরজাফর মনে হয়। ও অনিলকে বাঁচাতে পারে না— একটি সামান্য প্রজাপতিকেও বাঁচাতে পারে না।

টিকটিকিটা একলাফে ধরে ফেললো প্রজাপতির নীল ডানা। পত পত শব্দে দাপাদাপি করতে থাকে ওটা। আর নিশ্চিন্ত নির্বিকার মনে টিকটিকিটা ধীরে ধীরে গিলতে থাকে সমস্ত প্রজাপতিটাকে। ওর পাখার আঘাতে শব্দময় হয়ে ওঠে নিশব্দ ঘরখানা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর আর্ত চিৎকারে ভেঙে পড়তে থাকে জনপদের সমস্ত ইমারত। ইসা কসাইয়ের ভোজালি ফেড়ে ফেলে অনিলকে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে থাকে। মুমূর্ষু অনিল বার বার ব্যাকুল প্রার্থনা নিয়ে ডাকতে থাকে আশেপাশে জড়ো হওয়া মানুষদের। নির্বিকার সমস্ত মানবগোষ্ঠি, সম্পূর্ন নির্বিকার এই মানুষটি তাকিয়ে-তাকিয়ে এই হত্যাকাণ্ড দেখতে থাকে। অনিলের ক্ষত-বিক্ষত শরীরটা সভ্যতাকে ব্যঙ্গ কোরে পড়ে থাকে পথের ওপর।

ওর হিম হয়ে যাওয়া রক্তের গভীরে ও শুনতে পায় সমুদ্রের গর্জন। পৃথিবীর সমস্ত হত্যার বেদনাভারে ক্লান্ত ও পড়ে যায় ধূসর চৌচির শস্যক্ষেতের মাঝে। ওর সামনে কোনো পথ নেই। হাত-পা ওর বাঁধা কাপড় গোঁজা মুখে। ঝাঁঝালো রোদের মধ্যে পড়ে থাকা ওর ক্লান্ত শরীর। কোথাও জল নেই, ঘাস নেই, ফুল নেই, পাখি নেই— কোথাও কোনো সবুজ নেই। সে দিগন্ত শূন্যতার মাঝে, নিশব্দের মাঝে একা একা পড়ে আছে। ওর গলা শুকিয়ে আসে, কণ্ঠের নিচে ব্যথা করতে থাকে। ওর গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতে ইচ্ছে হয়— ছোট দি আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি, আমি . . . প . . . থ . . . হারিয়ে . . . ফে . . . লে . . . ছি . . .

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুবকটি দুরকমই ভেবেছিলো। যদি যুবতী ফিরে আসে এবং একসাথে থাকতে রাজি হয়, তাহলে নিজের সমস্ত উড়নচণ্ডিপনার সাথে শেষবারের মতো সে লড়বে। আর তা না হলে সম্পুর্নভাবে বিছিন্ন হয়ে যাবে সে। মানসিক ইন্‌ভল্‌বমেণ্ট না থাকলে সে অন্য মেয়েকে নিয়ে ভাবতে পারবে। অথবা সে আবার আগের মতো একা একা থাকতে শুরু করবে। শামুকের মতো গুটিয়ে নেবে নিজেকে।

নারীটি চিরকালীন নারীর মতো তার কুয়াশা বা আশা কোনোটিকে স্পষ্ট করতে পারলো না। অথবা স্পষ্ট করতে চাইলো না। স্পষ্ট হোক বা অস্পষ্টই হোক, মানুষ চায় — তাকে চাইতেই হয়। এই চাওয়া এবং প্রাপ্তির মধ্যে আবহমানকালের এক অপূর্নতা নিয়তির মতো সেঁটে আছে। তবু আকাংখা জমে, মেঘ হয়। কখনো ঝড়, কখনো বৃষ্টি, আবার কখনো শুধু মেঘে মেঘে, অন্ধকারে। নারীটি কিছুই স্পষ্ট করলো না।

গতকাল বিকেল থেকেই যুবতী পাখা মেলতে চাইছিলো। যুবক তখন শিকল পরালো তাকে। শিকল বন্ধন নয় বন্দিত্বের প্রতীক। তবু সে শিকলই। নারীটি ডানা ঝাপটায়, যুবক পালক ছিঁড়ে ফেলতে চায়।

তারপর তারা আর বর্তমান বন্দিত্ব নিয়ে কেউ কোনো কথা বলে না। আলিঙ্গন তাদের উষ্ণ কোরে তোলে। চুম্বন তাদের কামার্ত করে, শৃঙ্গার তাদের উৎসবে ডেকে নিয়ে যায়। তখন কোনো বন্ধন থাকে না, কোনো যুক্ত থাকে না। তখন কোনো স্মৃতি থাকে না, কোনো স্বপ্ন থাকে না। তখন তাদের কোনো সমস্যাও থাকে না।

বিছানায় নিটোল নগ্ন রমনী তখন ঝলসায় অবসাদে। পুরুষটি কড়া তামাক পোড়ায় দু আঙুলের ভেতর। তার চোখ শ্রান্ত সুন্দরের প্রতিটি চড়াই উতরাই পেরোয়। সুন্দরের চূড়ায় মেয়ে বর্শার মতো গেঁথে থাকে তার চোখ। চোখ দুটো বড়ো পাণ্ডুর। শ্যাওলা জমা মজা পুকুরের মতো। তার চোখ দুটি এখন ধুধু বালিয়াড়ি।

এক সময় ভালোবাসার গভীর স্পর্শে দুটি শরীর আর অন্ধকার মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

কিন্তু সকালের রোদ জানালার পর্দা স্পর্শ করলেই নারীটি চিরকালীন নারী হয়ে ওঠে। অস্পষ্টতার ভেতরে সে পাখা মেলতে চায়। যুবক আবার শিকলে জড়ায় তাকে।

যুবতীটি পাখা মেলবেই, কারন তার স্মৃতি রক্তাক্ত, তার স্বপ্ন বিপর্যস্ত, তার আকাংখা বিক্ষিপ্ত। দ্বিধা এবং সংশয় তাকে সম্পুর্ন গ্রাস করেছে। যুবকের কোনো প্রতিশ্রুতিই তাকে আর নাড়া দেয় না। কিন্তু যুবকটি আরো একবার, অন্তত একটি বারের মতো নিজের সাথে লড়াইতে নামতে চায়— যে লড়াইয়ে চিরদিনই একা সে পরাজিত হয়েছে। সে চায় সঙ্গী। সে চায় সহযোদ্ধা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানব মানবী এখন চূড়ান্ত মুখোমুখি। যুবকটি তার ভেবে রাখা দুটির যে কোনো একটি সিদ্ধান্তে যেতে চাইছে। নারী সিদ্ধান্তহীন। একবার চোখ ভিজে যায়, একবার স্পর্শ ভুলিয়ে দেয় বর্তমান। একবার কষ্ট এসে কণ্ঠের নিচেয় দলা পাকিয়ে থাকে, একবার চুম্বনে চুম্বনে ফিরে আসে আটটি বছর।

খাবার টেবিলে নাস্তা সাজানো থাকে। তারা কেউই ক্ষুধার কথা মনে করতে পারে না। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থেকে তারা আগামির কথা ভাবতে পারে না। শিকড় ছেঁড়ার গভীর গোপন শব্দ শোনে দুজন। বুকের মধ্যে মুখ লুকোয়—কষ্ট কমে না।

যুবকটি চেনে স্বকালের অন্তর্গত মুখ, সভ্যতার খাঁচায় পোরা গিনিপিগ। যে কোনো শর্তেই সে নারীটির সঙ্গ চায়, স্বপ্ন চায়, মনোযোগ চায়। নারীটির অন্তর জুড়ে অপমান। ভালোবাসার মানুষ সে তো একার, একান্ত নিজের। অন্য চোখ, অন্য শরীর তাকে ছুঁয়ে গেছে, নষ্ট করেছে।

কাকে মনোযোগ বলি, একাগ্রতা বলি কাকে! যে মন হাজার মনের কাছে গিয়ে খুঁজেছে শান্তি অথচ শরীরে লাগায়নি তার এতোটুকু ছোঁয়া। অথবা যে শরীর শত শরীরের বাঁকে বাঁকে ঘুরেছে অথচ মনে যার লাগেনি এতোটুকু অন্য স্পর্শ!

একাগ্রতা কার? কোনটি বিশ্বস্ততা? নিমগ্নতা কাকে বলা যাবে?

জীবন গড়ায়— মুখোমুখি মানব মানবী শেষ বারের মতো (আসলে কি শেষ অব্দি শেষ কিছু আছে?) আলিঙ্গন করে। শেষ চুম্বনে কাঁপে ব্যথিত ওষ্ঠ। চোখ ভিজে যায়—বিদায়।।

০২.০৬.৮৭ মোংলা বন্দর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানে নরকে গোলাপ

তলপেটে স্পর্শ রাখতেই ব্যথার একটা অনুভূতি প্রবলভাবেই যেনো জাপটে ধরে রহিমাকে। গত রাতের তিক্ত ঘটনাটাই বার বার নাড়া দিয়ে যায় ওর চেতনায়। এরকম অমানুষ আগে কখোনো দ্যাখেনি রহিমা। জলন্ত বয়সে ওর এখোন নিস্প্রভতা। শরীরের প্রতিটি ভাঁজে যে যৌবনের লাবন্য ছিলো তা যেনো আজ মলিন হয়ে গেছে। পার্কের পুরোনো পাঁচিলটার মতোই যেনো ওর যৌবনের সুডৌল পলেস্তারা খসে পড়েছে।

যে সব কথা ভাবতে রহিমার আজো পুলক অনুভব হয়। যখোন ওর পুরুষ্ট নিতম্বে মোহময় ঢেউ তুলে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতো তখোন চলাচলকারী প্রত্যেককেই অন্ততঃ একবার তাকাতেই হতো ওর টেনিস বলের মতো উঁচু বুকটার দিকে। গর্বে ওর বুক আরো কয়েক ইঞ্চি স্ফীত হতো। ইচ্ছে করেই আঁচলটা সরিয়ে দিতো বুক থেকে।

একদিনের কথা ওর স্পষ্ট মনে পড়ে। যেখানটায় ও আগে থাকতো। পার্কের উত্তর পাশে সিনেমা হলটার সামনে থেকে পশ্চিম দিকে সামান্য এগিয়ে গেলেই রেজিস্ট্রি অফিস। অফিসটাকে বাঁয়ে রেখে উত্তর দিকে সোজা কিছুদূর এগুলেই রূপসা নদী। ডানদিকে সদর হাসপাতাল। হসপিটাল ঘাট থেকে একটু সামনেই একটি সরু গলির ভেতোরেই ওর আস্থানা ছিলো।

সেদিন স্নান করতে ইচ্ছে হচ্ছিলো না মোটেও রহিমার। গড়িমসি করে বেলা গড়িয়ে গেলে ওর মাসিমার বকাবকিতে শেষ পর্যন্ত ওর স্নান করতে না গিয়ে উপায় ছিলো না। মাসিমা ওর আপন নয়। আশ্রয় দিয়েছেন রহিমাকে। ওকে আশ্রয় দেওয়ার পর থেকেই মাসীমা বেশ পয়সার মালিক হয়েছেন। ঝাঁঝালো স্বরেই বলছিলেন "রাতে তো একা ঘুমাস নি যে স্নান করবি না। গাড়ল কোথাকার। ও সবের পর স্নান না করলে অসুখ করতে কদিন"। বেশ অনেকদিন শহরে থাকার ফলে মাসীমার কথায় এখোন আঞ্চলিক টানটা আর বোঝা যায় না।

গামছাটা কাঁধে ফেলে স্লথ পায়ে ঘাটের দিকে এগোয় রহিমা। বাঁধানো নদীর ঘাটে ওপরে বসার জন্য ভালো ব্যবস্থা আছে। ওখানে চার পাঁচটা ছেলে বসে গল্প করছিলো। রহিমার মতো এরকম সুদর্শনা মেয়ের টইটুম্বুর বয়স দেখলে কার না রক্তে আগুন লাগে, ও ছেলেগুলো তো ছার। ওকে দেখতেই ছেলেদের মধ্যে থেকে অশ্লীল উক্তি আসতে লাগলো। রহিমা মাথা নিচু করে ওদের পাশ কাটিয়ে জলের দিকে নামতে গ্যালো। হঠাৎ একটা ছোট্ট ঢিল এসে লাগলো ওর নিতম্বে। চমকে পেছনে তাকাতেই ছেলেগুলো হো হো করে হেসে উঠল।

রহিমা চুপচাপ জলের কাছে বসে পড়লো। হঠাৎ ওর মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেলে। ছোকড়া কটাকে আচ্ছামতো নাচিয়ে ছাড়বে। ডাংগায় বসা আবস্থাতেই শরীরের উপরের অংশের শাড়ী খুলে ফেল্লো ও। পেট কাটা ছোট ব্লাউজ। ওসব মাসীমার নির্দেশ মতোই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বানানো।
কোমর জলে নেমে ব্লাউজের বোতামে হাত দিলো। পেছনে ছেলেগুলো জোরে জোরে হাততালি দিচ্ছে আর কি সব বলছে চিৎকার করে। পট পট বোতাম খুলে ফেল্লো। আর একধাপ নামলো জলের মধ্যে। গলাজলে নেমে ঘুরে দাঁড়ালো ডাংগার দিকে। ছেলে কটির কি উল্লাস। শরীরটাকে সামান্য জলের উপর তুলতেই ছেলে কটি চিৎকার করে ওঠে "আরেকটু বের করো"
রহিমার মাঝে যেনো একরকম গর্ব জাতীয় অহংকার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ওদের উত্তেজিত করার মাঝেও এক ধরনের সুখ খুঁজে পায়। পরিনতির কথা একবারও মনে পড়ে না ওর।
জল থেকে উঠে এপাশ ওপাশ করে কাপড়টা নিংড়ে নিয়ে পরে। ঘাট থেকে উঠে আসার আগে পা দুটি সামান্য জলে ধুয়ে ধিরে ধিরে উঠে আসতে থাকে ওপরে। ভিজে শাড়ী শরীরে লেপ্‌টে গিয়ে ওকে আরো বেশী লোভনীয় মনে হয়। সমস্ত যৌবনটাও ওর ভিজে শাড়ীর মাঝে জ্বলতে থাকে।
ছেলেগুলো দাঁড়িয়ে পড়ে। কি যেনো আলাপ হয় নিচুস্বরে। রহিমা জনান্তিকে গর্বে বিহ্বল। ওপরে উঠে আসার সাথে সাথেই ওদের ভেতোর একজন ওর ডান হাত ধরে ফেলে। ওকে কিছু বুঝবার সুযোগ না দিয়েই আরেকজন ওর মুখ চেপে ধরে। পাঁজ কোলে তুলে নিতেই হাত পা ছুড়তে থাকে রহিমা। ঘাটটি এমনিতেই নির্জন তার ওপর পড়ন্ত বেলা। মোড়ের দোকানী দোকান থেকে মুখটা বাড়িয়ে মৃদু হাসে। পাড়ায় প্রায় সকলেই জানে রহিমার সব। ওভাবেই ওকে ওরা নিয়ে যায় ওদের ক্লাব ঘরে। ঘরটার জানালা দরোজা সব বন্ধ করে দিয়ে ওকে ছেড়ে দেয়। আবছা অন্ধকারে রহিমার মুখে স্পষ্ট একটা আতংকের ভাব পরিলক্ষিত হয়। চিৎকার করার সাহস হারিয়ে ফেলে ও। ভিজে কাপড়েও ও প্রচুর ঘামতে থাকে।
একে একে ওরা ঝড় হয়ে নেমে আসে রহিমার যৌবনের নদীতে। প্রথম প্রথম তেমন লাগেনি কিন্তু শেষ অবদি ওর ধৈর্য্যের বাধে ফাটল ধরে। রক্তে কাপড়টা ভিজে যায়। কপালটা কুঁচকে যায় ওর ব্যথায়। কিছুই বলতে পারে না। অজ্ঞানের মতে পড়ে থাকে। ছেলেগুলো বেরিয়ে যায় হাসতে হাসতে। ব্যথিত যৌবন নিয়ে রক্তাক্ত পড়ে থাকে রহিমার কোমল দেহ।
জ্বরের ঘোরে সারা রাত প্রলাপ বকে ও। মাসীমা জানতে পেরে ওকে ঘরে তুলে এনেছিলো। এজন্য তার এতটুকু উদ্বেগ নেই কারন সে জানতো রহিমার এ দেহের লোভ সহজে কেউ সামলাতে পারবে না। তবে কদিন খদ্দেরদের ফিরিয়ে দিতে হবে ভাবতেই মনটা কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়। প্রকাশ্যে তিনি কিছুই বলেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছেলেটি কেঁদে উঠতেই পাশ ফিরে শোয় রহিমা। ব্যথায় সমস্ত শরীরটা ঝা ঝা করে ওঠে। চিন্তায় ছেদ পড়ে রহিমার। চুপসে যাওয়া স্তনটা মুখে পুরিয়ে দিয়ে আদর করে ছেলেটিকে। এটি তার সবচেয়ে বড় বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একারই খাওয়া চলে না তার ওপর আরেকজন। ছেলেটা যে কার মতো দেখতে রহিমা তা ঠিক জানে না। কখনো মনে হয় পরেশের মতো কখনো আবার সেলিম সাহেবের মতো মনে হয়। গলা টিপে ওকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে রহিমার। কিন্তু পারে না। হাতটা কেঁপে ওঠে। সাহসে বিপর্যয় নামে।

যখোন ছেলেটি হাত পা ছুঁড়ে খেলা করে দেখতে ভালোই লাগে ওর। অন্য দুটো মার মতো ওরও তখোন ইচ্ছে হয় ছেলেকে নিয়ে স্বপ্ন দেখতে, অনেক কিছু ভাবতে ইচ্ছে হয়।

বার বার ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে এই জীবনটাকে। যৌবনের চরম উন্মত্ততায় কেনো যে ও এ পথে পা দিয়েছিলো আজ ভাবতে শিউরে ওঠে ও। মাসীমাকে এখোন পেলে হয়তো ও কৈফিয়ৎ চাইতো কেনো সে এ পথে নিয়ে এলো তাকে। কিন্তু সে পথ মাসীমা রেখে যায়নি। অনেক আগেই সব দেনা পাওনা চুকিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে এ পৃথিবী থেকে।

রহিমার ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে করে ভী-ষ-ন কাঁদতে ইচ্ছে করে।

অনেকক্ষন হলো সন্ধ্যা হয়েছে। আজ এখোনো কেউ আসছে না। সারাদিন পেটে দানা পানি পড়েনি। রহিমা যেনো হাফিয়ে ওঠে। ছেলেটি শুকনো মাই শুষে শুষে ক্লান্ত হয়ে ঝিমিয়ে পড়েছে। ছেলেটি হবার পর থেকেই রহিমার ভাগ্যে দুর্যোগ নেমে এসেছে। সহজে কেউই আসতে চায় না। এলেও যখোন অন্য কোথাও না হয় তখোন ওর কাছে আসে তাও যা দাম দেয় তা ভিক্ষে দেবারই মতো।

সেদিন কালু ওকে লাথি মেরে ঘর থেকে বের করে দিয়েছিলো। কালুর তৃষ্ণা ও মেটাতে পারেনি বলে অকথ্য ভাষায় খিস্তি দিয়েছিলো। অবশ্য খিস্তিতে এখন আর রহিমাদের মতো মেয়ের গায়ের চামড়া স্পর্শ করে না। এ জীবনে ওদের ভালো কথা শুনবার অধিকার নেই হয়তো।

তাইতো কাদের সাহবের কাছে রহিমার পাওনা টাকা আনতে গিয়েছিলো বলে সকলের সামনে ওকে জুতো পেটা করেছিলো। অথচো একদিন রহিমার কাছে নিয়মিত আসতো কাদের সাহেব।

অনেকদিন ধরে পার্কের পাশে দোকানটি কেনো জানি বন্ধ। ওর বারান্দাতেই আস্থানা পেতেছে রহিমা তার ছেলেটিকে নিয়ে। গরমের দিন তাই গায়ে কিছু না দিয়েই কোনো মতে কোথাও পড়ে থাকা যায়। কিন্তু আসছে বর্ষায় কোথায় দাঁড়াবে তা ভেবে রহিমা কোনো কুল কিনারা করতে পারে না।

'এই দিকে আয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্যাস ফ্যাসে একটি কণ্ঠস্বর। রহিমার মাথার পাশে দাঁড়িয়ে যে লোকটি আবছা আলোয় রহিমা তাকে চিনতে পারে না। এতোক্ষন পরে কিছুটা ভরসা পায় রহিমা। আস্তে আস্তে উঠে বসে। কাপড়টা গায়ে টেনে দিতেই লোকটি খিস্তি কেটে বলে "নে মাগী আর সতি সাজিসনে।' লোকটির কথা যেনো শুনতেই পায় না রহিমা। ওর চোখে সামান্য আলোর ঝলক। সারাদিন পরে ছেলেটির মুখে কিছু দিতে পারবে। লোকটি নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করে "কতো?"

ক্লান্তভাবেই রহিমা উত্তর দেয়। "যা খুশী"

কথা বাড়ায় না লোকটি হাঁটিতে শুরু করে। রহিমা ছেলেটিকে কোলে তুলে নেয়। ব্যথায় হাঁটিতে পারে না ও। তবু ওকে যেতে হবে। এ ব্যবসায় নিজের ইচ্ছে বলে কিছু নেই। শুধু ক্ষুধা আছে আর আছে তিক্ততা, যন্ত্রনা, পাপ।

ধির পায়ে অনুসরন করে রহিমা লোকটিকে। যে বাড়ীতে লোকটি ঢুকলো সে বাড়ী রহিমার অতি পরিচিত। বহুবার এখানে ওর পায়ের ছাপ পড়েছে। তপন বাবুর বাড়ী। উনার এ অভ্যাসটা বরাবরের। তিনটে স্ত্রী তবু তাতে তৃপ্ত নন। বয়স ষাট পার হয়ে গেছে। স্ত্রীরা প্রায়ই কেউ বাসায় থাকে না। সব নাকি আত্মীয়র বাড়ী বেড়াতে যায়। ছেলেটিকে নিচে শুইয়ে রেখে খাটে বসে রহিমা। তপন বাবু ওকে টেনে শুইয়ে দেয়। হেচকা টানে শাড়ী খুলে ফেলে। রহিমার কোনো ভূমিকা নেই। ধিরে ধিরে সব কিছু রংগীন হয়ে আসে তপন বাবুর চোখে। রহিমা ককিয়ে ওঠে "বাবু একটু আস্তে ভীষন ব্যথা।"

তপন বাবু কানে ওর মর্মন্তুদ কণ্ঠস্বর প্রবেশ করে না। এক সময় আবার সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে আসে।

টাকাটা নিয়ে অতিকষ্টে বেরিয়ে আসে রহিমা। সমস্ত শরীরে ব্যথা। ছেলেটির জন্য আট আনার বার্লি আর নিজের জন্য সামান্য ভাত-ডাল কিনে দোকানের বারান্দায় ফিরে আসে রহিমা। এক পাশে ইট দিয়ে চুলো তৈরী করা। কিছু ছেঁড়া কাগজ সংগ্রহ করে বার্লিটুকু জ্বালায় ও ছেলেটি খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে।

রহিমা তাকিয়ে আছে তার জীবিকার শত্রু তারই জাতকের দিকে। মুখে ওর ভাত ওঠে না। কোনোমতে সামান্য কিছু গিলে বাসনটা ঢেকে রেখে শুয়ে পড়ে।

খানিক পরে আবার ডাক পড়ে রহিমার। অসম্মত হয় না। ওদের কামনার জলসায় নিজেকে নিঃশেষ করে ফেলতে চায় ও। ফিরতে বেশ রাত হয়। পা চলছে না। হাঁটিতে গেলে জড়িয়ে যাচ্ছে। চোখদুটো নেশাখোরের মতো ঢুলছে। মাথাটা ঝিম দিয়ে আছে রহিমার। আঁচলের কোনায় দশটাকার একটি নোট বাঁধা। আজ অনেক আয় হয়েছে। ধপাস করে বসে পড়ে ছেলেটির পাশে। শাড়ীতে হাতের স্পর্শ লাগতেই ভিজে ভিজে মনে হয়। সামনের আলোয় একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পায় রক্তে ভিজে চুপসে গেছে প্রায় অর্ধেকটা শাড়ী। মাথাটা বোঁ করে ঘুরে আসে। আস্তে করে শুয়ে পড়ে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহজে ঘুম পায় না। সবকিছু বিষাক্ত মনে হচ্ছে। কোনো কিছুই ভালো লাগছে না। শরীরের ওপর এতো অত্যাচার হয়নি তার কোনো দিন; এমনকি সে নদীর ঘাটের সে দিনটিতেও না।

কখোন ঘুমিয়ে পড়েছিলো রহিমা জানে না। হঠাৎ ও দেখতে পায় তার ছেলেটি সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মাথাটা প্রকাণ্ড। চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। হাত পা গুলো দারুন সরু সরু। মুখের মাংসগুলো খসে পড়ে দাঁত বেরিয়ে আছে। আৎকে ওঠে রহিমা। ছেলেটি কর্কশ স্বরে বলতে থাকে—

কেনো জন্ম দিয়েছিস, পাপ, তুই মরেছিস
আমায় মারলি কেনো, কেনো, কেনো?

চিৎকার করে লাফিয়ে ওঠে রহিমা। ওর চোখে মুখে আতংকের ভয়াল ছায়া। পাগলের মতো একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ছেলেটির দিকে। রাস্তা জনশূন্য! লাইটপোস্টের ম্লান আলোয় সবকিছু ভৌতিক মনে হচ্ছে। রহিমা ঝুঁকে থাকে ছেলেটির উপর-ফিস ফিস করে বলতে থাকে তুই আমার শত্রুর, আমার শত্রু। প্রবল একটা আক্রোশ রহিমার মাঝে জেগে ওঠে। ও ভুলে যায় ছেলেটি তারই জাতক। যার বাবার ঠিকানা নেই সে ছেলে ওর নয়। ও শুধু বাঁচবার পথ চেনে। ওদের কামনার আগুনে রহিমা জ্বলবে যতোদিন তার দেহে এতটুকু যৌবন থাকে। ওর সমস্ত চেতনায় উন্মত্ত ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়।

রহিমার চোখটা জ্বলছে মাংসাশীর মতো। আচম্বিতে সজোরে চেপে ধরে ছেলেটির কণ্ঠ নালী—সামান্য গোংড়ানির শব্দ হয়। বার কয়েক হাত পা ছুড়ে স্তব্ধ হয়ে যায় রহিমার জাতক তার শত্রু।

দূর থেকে ভেসে আসা একটি কাকের কর্কশ কণ্ঠস্বর ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। রাত্রির বুক চিরে যেনো একটি দীর্ঘশ্বাস সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে শূন্যে মিলিয়ে যায়। তার পর অনেকদিন কেটে গ্যাছে কিন্তু রহিমাকে আর কখোনো দেখা যায়নি পার্কের আশেপাশে কোথাও। সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্যান্য বারবনিতাদের ভিড়েও রহিমার মুখটি এখন আর চোখে পড়ে না। নাম ঠিকানাহীন যে ভাবে সে হঠাৎ জীবনের এই পথে নেমে এসেছিলো ঠিক তেমনি হঠাৎ নিরুদ্দেশে নির্বাসিত হলো। এ জাতীয় অসংখ্য রহিমার সন্ধান কেউ রাখে না— কেউই রাখে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~